গভর্ণমেন্ট ট্রেনিং কলেজ, হুগলী

স্থাপিত ১৯৫৫

ISBN NO : 978-81-969989-6-7

এষণা

বার্ষিক পত্রিকা ৬৯তম বর্ষ

(২০২৩-২০২৪) শিক্ষাবর্ষ

এষণা

বার্ষিক পত্রিকা

প্রকাশক
পত্রিকা উপসমিতি
গভর্ণর্মেন্ট ট্রেনিং কলেজ , হুগলী – ৭১২১০৩

সম্পাদক
অধ্যাপক ড. বিমান মিত্র

যুগ্ম-সম্পাদক
অধ্যাপক ড. অরূপ কুন্ডূ

সহ-সম্পাদকমন্ডলী
অধ্যাপিকা ড. বৈশালী বসু রায় চৌধুরী
অধ্যাপক শ্রী সুমন সাহা, অধ্যাপক শ্রী সত্যজিৎ হাঁসদা

ছাত্র-পত্রিকা সম্পাদক
সেখ নিজামুদ্দিন

ছাত্র-পত্রিকা সহ সম্পাদক
শুভঙ্কর দাস

প্রকাশকাল
৭ ই মে, ২০২৪

প্রচ্ছদ
ড. বিমান মিত্র

ISBN NO : 978-81-969989-6-7

বর্ণস্থাপন ও মুদ্রণ
ক্রিয়েটিভ কনসেপ্ট
১, নবীন পাল লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

মূল্য: ২০০/- টাকা মাত্র

উৎসর্গ

দ্বিশত জন্মবর্ষে তোমার পদতলে
নতজানু হওয়াটা গর্বের
মাইকেল মধুসূদন দত্ত

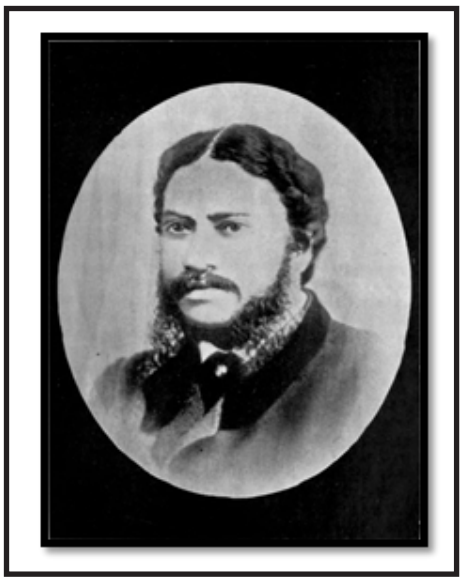

জন্ম- ২৫ জানুয়ারী, ১৮২৪ (সাগরদাঁড়ি, বাংলাদেশ)
মৃত্যু- ২৯ জুন, ১৮৭৩ (কোলকাতা, ভারত)

গভর্নমেন্ট ট্রেনিং কলেজ, হুগলী

অধ্যক্ষের কলমে

Message from the Principal

You have embarked upon the noble profession of teaching at a time when the world is going through rapid and profound economic, social, and political transformations based on the emerging 'Knowledge Economy,' -a system of creating wealth that depends upon the creation and application of new knowledge. Such new knowledge in the age of Knowledge explosion can only be created by educated people with innovative ideas, exploration of new knowledge and skills. The value of research and " Critico-creative" thinking is ubiquitous in the field of education today. There has been a consequent explosion of investigations reflecting on the reasons for and responses to a gamut of issues evolving in the field of sciences, Social and behavioural sciences, languages, literature and education and the ambit of which has been consciously kept comprehensive in order to negotiate the essential interrelation between various spectrum of multidisciplinary and inter disciplinary studies. 'Eshana' in its new volume with ISBN remains a humble attempt in reflecting and promoting authentic researches in various field with scant regard for the related issues tends to domesticate the human consciousness through a constant disarticulation between the reductionistic reading of one's own field of specialization with almost endless pockets of related knowledge.

We are highly indebted to all the contributors for their exploratory and enthusiastic efforts to the different dimensions of education. We express our sincere respect and gratitude to all stakeholders, Resource persons and authors for their relentless support, suggestions and valuable advice.

We also extend deep sense of appreciation to the reviewers for their continuous endeavours in publishing this volume. We also acknowledge the sincere efforts of the staff, students of this age old Government Teachers Training College. We hope that this Volume will develop an academic commitment and encourage our readers to indulge in more exploration of knowledge in multi-cultural, multilingual and multidisciplinary class room environment.

07.04.2024

Dr. Goutam Patra
Principal
(WBSES)

সূচীপত্র

মহাবিদ্যালয় সঙ্গীত ০৯
Vision & Mission of our College ০৮
সাধারন সম্পাদকের কলম (ছাত্র সংসদ) ১০
পত্রিকা সম্পাদকের কলম (ছাত্র সংসদ) ১১
সাংস্কৃতিক সম্পাদকের কলম (ছাত্র সংসদ) ১২
ভ্রমণ সম্পাদকের কলম (ছাত্র সংসদ) ১৩
ক্রীড়া সম্পাদকের কলম (ছাত্র সংসদ) ১৪
সেমিনার সম্পাদকের কলম (ছাত্র সংসদ) ১৫
তথ্য প্রযুক্তি সম্পাদকের কলম (ছাত্র সংসদ) ১৬
মহাবিদ্যালয়ের টুকরো খবর ১৭
Staff members of the College ১৮
Campus Activities (2023-2024) ১৯
Committees and Cells (2023-2024) ২০
Students Committees (2023-2025) ২২
Advisory Committee ২৪

প্রশিক্ষণার্থী বিভাগ

ক বি তা

রাষ্ট্রীয় প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, হুগলী — সেখ সাইফুদ্দিন (২০২২-২০২৪) ২৫
শলাকা — আমিজুল হক (২০২৩-২০২৫) ২৫
তরুণ — সেখ নিজামুদ্দিন (২০২৩-২০২৫) ২৬
হাজার ব্যস্ততা — জয়জিৎ সেন (২০২৩-২০২৫) ২৬
প্রগাঢ় অনুরাগ — শুভঙ্কর দাস (২০২৩-২০২৫) ২৭
উইপন — প্রণব কুমার দাস (২০২৩-২০২৫) ২৭
অভিযোগ — অতনু বেরা (২০২৩-২০২৫) ২৮
স্বভাব — আতাহার মাসুম মন্ডল (২০২৩-২০২৫) ২৮
রসায়নের রসাস্বাদন — সৌনীল কুমার পাত্র (২০২৩-২০২৫) ২৯
দিবাস্বপ্ন — শিমুল বিশ্বাস (২০২৩-২০২৫) ২৯
পুরনো রূপ — আবু কালাম আজাদ (২০২৩-২০২৫) ৩০
রসায়ন — সেখ এমদাদ হোসেন (২০২৩-২০২৫) ৩০
একান্ত — প্রিয়জিৎ পাঠক (২০২৩-২০২৫) ৩১
মনের রঙ — রবীন্দ্র নাথ সরকার (২০২২-২০২৪) ৩১

প্রকৃতির মাঝে — কুমারেশ সরকার (২০২২-২০২৪) ৩২
ভাঙা ঘরে চাঁদ জোটেনি কতকাল — শঙ্খশুভ্র মাহাতো (২০২৩-২০২৫) ৩২
Love again — Saikat Kundu (2023-2025) ৩৩
জ্বালানি — প্রণীত সাহা (২০২৩-২০২৫) ৩৩
অন্ধকারের গান — রজত হালদার (২০২৩-২০২৫) ৩৪

গদ্য – প্র ব ন্ধ - গ ল্প

লোকাল ট্রেনের নিত্যযাত্রী — প্রত্যুষ মোহান্ত (২০২৩-২০২৫) ৩৫
রাত যখন সাড়ে বারোটা — শৌভিক সেনগুপ্ত (২০২৩-২০২৫) ৩৭
দেবালয় নির্মাণ : কারণ ও উদ্দেশ্য — পার্থ হাওলাদার (২০২৩-২০২৫) ৩৮
(PEER REVIEWED)

ছ বি

পরিবেশ বাঁচাও শিরোনামে পোস্টার অংকন প্রতিযোগিতা
প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত ছবি শিল্পী — শুভঙ্কর দাস (২০২৩-২০২৫) ৪১
দ্বিতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত ছবি শিল্পী — পার্থ হাওলাদার (২০২৩-২০২৫) ৪২

প্রাক্তনী বিভাগ

পুরানো সেই দিনের কথা – (১৯৭৮-১৯৭৯ শিক্ষাবর্ষ) — লক্ষ্মীনারায়ণ দাস ৪৩
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে সামাজিক গণমাধ্যম রূপে লোকসংগীত – (২০১০-২০১১ শিক্ষাবর্ষ)
— পুলক গাঙ্গুলী ৪৫

অধ্যাপক বিভাগ : (PEER REVIEWED RESEARCH PUBLICATION)

A study on the gandhi's views on self-purification and
self-respect and his 'sarvodaya' philosophy — Dr. Goutam Patra ৪৯
HALLYU – প্রবাহ না নরম আধিপত্যবাদ!! — ড. বৈশালী বসু (রায়চৌধুরী) ৫৫
ভারতের প্রথম সমাজতন্ত্রী — ড. বিমান মিত্র ৫৯
Joyful mathematics learning through competency in digital
literacy in view of NEP2020 — Dr. Arup Kundu ৬৬
স্বাদেশিকতা থেকে রাজনৈতিকতা : রবীন্দ্রনাথের রঙ্গমঞ্চে যাত্রার ভূমিকা — শ্রী সুমন সাহা ৭২
গভীর বনের ফিসফিস : আদি অথচ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উদ্ভাবনের এক গল্প — শ্রী সত্যজিৎ হাঁসদা ৭৮
সঙ্গীত ও এ আই — শ্রীমতী সান্ত্বনা আচার্য্য ৭৯
An Educational Excursion (26.05.2023 to 31.05.2023) ৮০
Report on Educational Excursion- 2024 Excursion Report ৮৪
Community Outreach Programme ৮৮
Report of National Seminar on Teacher Education ৯১
Result of B.Ed. 4th Semester Examination (2021-2023) ৯৪
Students Name and address details (2023-2025) ৯৫

GOVERNMENT TRAINING COLLEGE HOOGHLY

Estd-1955

VISION & MISSION OF OUR COLLEGE

VISION

- To provide quality teacher education to our trainees through creative & skilled professional activities and programmes so that our institution will be established as centre of excellence in teacher education in our state as well as in the country.

MISSION

- To stimulate our interns by creating constructive teaching-learning environment & democratic ambience in the campus.
- To develop professional attitude and aptitude and required profeceiency among the in-service and pre-service interns of our institution.
- To create new ways and means along with techniques so as to provide space to our trainee interns.
- To participate and enjoy this professional education with pleasure of contributory learning.
- To encourage our interns to become more empathetic and co-operative towards their students in their respective schools through play in model role by our teacher educators as friend, philosopher & guide.
- To undertake various activities to reach our immediate society and Community.
- To create social cohesion and national integration, through out reach programmes.
- To make the tarinees understand & acquainted with school system & pattern as a social system, structural, development & pattern of school education, school organization & development & organizational behaviours.
- To inculcate the value-education & ethical implication in relation to teacher and school and their role & development leadership, prefessional activities co-curricular activities, instructional management & administation related activities.
- To make significant contributory achivements in purposes, approaches to evaluation in relation to instructional objectives of Learning & methodologies.

মহাবিদ্যালয়ের সঙ্গীত

আমাদের গান

রচনা : শ্রী সরিৎ শর্মা (প্রাক্তন প্রশিক্ষণার্থী)
সুর : শ্রী নিখিল চক্রবর্তী (প্রাক্তন অধ্যাপক)

এই ভাগীরথী তীরে মুক্ত সমীরে দীক্ষা দাও,
হে আচার্য, হে স্বদেশ, কোটি হৃদয়ের জ্ঞানোন্মেষ
সাধিব জীবনে অনিঃশেষ প্রাণ জাগাও।

আমরা নমিব সুধীজনে, আমরা বরিব গুণীজনে
নবীন প্রবীন জনে জনে আমরা স্মরিব শিক্ষা দাও
জাতি ও ধর্ম নির্বিশেষ সৃজিব স্বদেশ প্রাণ জাগাও।

হেথা শিখি যে সকল কাজে, খুশি লাগে যে প্রাণের মাঝে
বয়স হারাই হারিনে ভাই, মরিনে তো কোন লাজে।

আমরা এসেছি শুধু দু-দিন, ভালো যে বাসিব চিরটি দিন
শিখিব শিখাব অন্তহীন, সুপ্তি ঘোচাব চেতনা দাও
গড়িব স্বদেশ প্রতিটি ক্ষণ, করেছি পণ প্রাণ জাগাও।।

সাধারণ সম্পাদকের কলম

(ছাত্র সংসদ)

আমাদের মহাবিদ্যালয়ের ৬৯ তম বর্ষে পত্রিকা প্রকাশিত হলো, প্রতি বছরের মতই নতুন ভাবনায়, নতুন চেতনার বিন্যাসে। আমরা গর্বিত আর অনুপ্রাণিত এই মহাবিদ্যালয়ের প্রতিটি পদক্ষেপে। আমাদের এই শিক্ষাবর্ষ (২০২৩-২০২৫) শুরু হয়েছিল নানান কর্মের বিন্যাসে। আনন্দ অনুষ্ঠান, খেলাধুলা, সেমিনার, ভ্রমণ, নানান সামাজিক কাজ নতুন নতুন চিন্তার দিগন্ত প্রতিদিন খুলে দিয়েছিল আমাদের সামনে। আর এরই সাথে পড়াশোনার বিপুল বিন্যাস আমাদের চিন্তা চেতনাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সুন্দর আগামীর দিকে।

দেওয়াল পত্রিকার পাশাপাশি আমরা বই পত্রিকাটিও প্রকাশ করতে পারলাম। প্রতিটি বিভাগের সম্পাদকের দেওয়া বক্তব্য এই বইটিতে দেওয়া আছে। অতীতের গতানুগতিক পড়াশোনার বাইরের নতুন এই পড়াশোনা আর কর্মকান্ড আমাদের শিক্ষার্থীদের মনে ভালো থাকার আশ্বাস এনে দেয়। নানান বিন্যাসে বিভাজিত এই পত্রিকা সেই ভালো থাকারই প্রকাশ। পাঠক সমাজে এই পত্রিকা সমাদর পেলে সার্থক হবে আমাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা।

অতনু বেরা

পত্রিকা সম্পাদকের কলম

(ছাত্র সংসদ)

শরৎ এর সুরে বেজে উঠেছিল 'আলোর বেণু' (দেওয়াল পত্রিকা) চলতি শিক্ষা বছরের পথচলা শুরু তখন থেকেই। সাময়িক বিরতির পর একুশে ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষা দিবসকে স্মরণ করে প্রকাশিত হয় (দেওয়াল পত্রিকা) 'বর্ণমালা'। আমাদের এই পরিশ্রম সাদরে বরণ করে নেন মহাবিদ্যালয়-র অধ্যক্ষ মহাশয়। মহাবিদ্যালয়ের ছাত্ররা এই পত্রিকাতে বিভিন্ন লেখা দিয়েছেন, আমরা সবাই হয়তো বড় মাপের লেখক নই, তবে লেখা-লেখার অভ্যাস আমাদের সকলের প্রায়ই আছে। আর আমাদের উদ্দেশ্যই এই সমস্ত নতুন ভাবনা-চিন্তাকে পাঠক সমাজের কাছে তুলে ধরা। আর সাথে সাথে নতুন লেখকের মর্যাদা দান করা। আসলে বর্তমান যন্ত্র সভ্যতার যুগে কোথায় যেন হারিয়ে যাচ্ছে এইসব সাধের সাহিত্য চর্চা, মানুষের নিজের জন্যই নিজের কাছে সময় খুবই কম। বর্তমানে দেওয়াল পত্রিকা, বার্ষিক পত্রিকার মূল লক্ষ্যই পাঠক সমাজ অতিক্রম করে পৌঁছেছে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষার দিকে। কোথায় যেন হারিয়ে যাচ্ছে পাঠকের সাথে লেখকের সম্পর্ক, সেই সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়াস আমাদের এই পত্রিকার মূল উদ্দেশ্য। সমাজের দর্পণ স্বরূপ আমাদের এই পত্রিকার বিভিন্ন লেখা। পাঠক সমাজের কাছেও আমাদের বিশেষ অনুরোধ আপনারা পড়ুন, আপনাদের জন্যই আমাদের পত্রিকা ...

" আর কিছু নাহি সাধ..."

সমস্ত গুণীজন এবং সতীর্থদের কাছে আমাদের এই প্রচেষ্টা গৃহীত হলে ভালো লাগবে।

শেষে জানাই নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা; ভালো থাকুন, সঙ্গে থাকুন।

সেখ নিজামউদ্দিন

সাংস্কৃতিক সম্পাদকের কলম

(ছাত্র সংসদ)

শিক্ষায় এগিয়ে যাবার হাতিয়ার হলো সুস্থ সংস্কৃতি। এই বিষয়ে যথাযথ জ্ঞান না থাকলে রুচিবোধ তৈরিতে বাধা আসে। আমাদের মহাবিদ্যালয় অসাধারন একটি জ্ঞান চর্চার পীঠস্থান হয়ে উঠেছে এই একটি কারনেই। এখানে জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি আছে সুস্থ সংস্কৃতি চর্চার অনবদ্য পরিবেশ। আমাদের শিক্ষাবর্ষ শুরুর সময় থেকেই নানান অনুষ্ঠানের মধ্যে আমরা ডুবে থাকি। কোথা দিয়ে যে দিনগুলো পেরিয়ে যায় আমরা বুঝে উঠিনা। আমাদের অধ্যক্ষ সহ সকল অধ্যাপক অধ্যাপিকা দের নিরলস প্রচেষ্টা কঠিন পাঠ্যক্রমকে অতিক্রম করিয়ে পরীক্ষার দ্বার প্রান্তে পৌঁছে দেয়। এই পরিবেশ অন্যত্র দুর্লভ বলেই আমাদের মনে হয়। নানান মনিষী দিবস পালন সহ আরো যে কোন অনুষ্ঠানেই আমাদের সুস্থ সংস্কৃতির রুচি ধরা পরে। এর ফলে আমাদের আগামীর দিনগুলিতে আমরা সামাজিক ভাবেই গড়ে ওঠার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ।

শৌভিক সেনগুপ্ত

ভ্রমণ সম্পাদকের কলম

(ছাত্র সংসদ)

শ্রেণিকক্ষে চার দেওয়ালের অভ্যন্তরে অর্জিত শিক্ষার পাশাপাশি পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত শিক্ষামূলক ভ্রমণ আমাদের জ্ঞানের পরিধিকে বৃদ্ধি করে তাই আমাদের বি.এড পাঠক্রমে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অর্জন করেছে শিক্ষামূলক ভ্রমণ। আমাদের কোর্সের অন্তর্ভুক্ত এই শিক্ষামূলক ভ্রমণের উদ্দেশ্যে আমরা অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় এর ২০২৩-২৫ শিক্ষাবর্ষের ছাত্ররা বেছে নিয়েছিলাম কালিম্পং-দার্জিলিং কে। ফেব্রুয়ারি ২০২৪ এর ৮ থেকে ১০ তারিখ আমরা ছিলাম এই দুই শৈল শহরে। এই শিক্ষামূলক ভ্রমণের মাধ্যমে আমরা যেমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে উপভোগ করেছি ঠিক তেমনি পাহাড়ে বসবাসকারী মানুষের সমাজ এবং সংস্কৃতি সম্পর্কে স্বল্প মাত্রায় ধারণা লাভ করেছি। কালিম্পং এর ডেলো পার্ক, অর্কিড গার্ডেন, ঠাকুর পরিবারের 'চিত্রভানু' বাড়ি সহ লামাহাট্টা ইকোলজিকাল পার্ক দেখার পর আমরা পৌঁছে যাই দার্জিলিঙে এবং সেখানে উপভোগ করি অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং সুসজ্জিত এই শৈল শহরকে। বাতাসিয়া লুপে ঐতিহ্যশালী ট্রয় ট্রেন দেখার সুযোগ ঘটে আমাদের এছাড়াও গোর্খা ওয়ার মেমোরিয়াল দেখে আমরা গোর্খাদের বীরত্বের সম্পর্কে জানতে পারি। দার্জিলিং এর বিশেষ আকর্ষণ 'দার্জিলিং মল' এবং এই স্থানকে কেন্দ্র করে স্থানীয় মানুষের আবেগ এবং পর্যটকদের উন্মাদনা আমাদের বিস্মিত করে। তবে আমাদের সবচাইতে অবাক করেছিল দার্জিলিং থেকে হিমালয়ের অন্যতম উচ্চ শৃঙ্গ কাঞ্চনজঙ্ঘার মনোমুগ্ধকর দৃশ্য। হিমালয়ের সৌন্দর্য উপভোগের পাশাপাশি আমাদের পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত সমীক্ষার মাধ্যমে আমরা স্থানীয় মানুষের জীবন-জীবিকা সম্পর্কেও একটা স্পষ্ট ধারণা লাভ করি। পাহাড়ে মানুষের নিত্যদিনের জীবন সংগ্রাম এবং কঠোর পরিশ্রম আমাদের চোখে পড়ে। তাই সবশেষে বলা যায় এই শিক্ষামূলক ভ্রমণ আমাদের এক নতুন স্থানের সঙ্গে পরিচয়ের পাশাপাশি সেখানকার মানুষ এবং সমাজ-সংস্কৃতি ও অর্থনীতির বিভিন্ন দিকগুলি সম্পর্কে আমাদের জানার সুযোগ করে দেয় যা আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনকে আরও সমৃদ্ধ করে তুলবে বলে আমি মনে করি।

তন্ময় ব্যানার্জী

ক্রীড়া সম্পাদকের কলম

(ছাত্র সংসদ)

ক্রীড়া বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত স্বনামধন্য দুই অধ্যাপক সত্যজিৎ হাঁসদা এবং সুমন সাহা মহাশয়-দ্বয়ের নেতৃত্বে ও নির্দেশে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও খেলাধুলা সুচারুভাবেই সম্পন্ন হয়। প্রতিবছরের ন্যায় এবছরও ২০২৩-২৫ শিক্ষাবর্ষে আমাদের মহাবিদ্যালয় বিভিন্ন খেলাধুলার আয়োজন করেছিলো। ক্রিকেট থেকে আরম্ভ করে ফুটবল, ভলিবল, ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট আয়োজিত হয়, এছাড়াও বিভিন্ন অ্যাথলেটিকস্-এ আমাদের ছাত্ররা স্বতঃপ্রণোদিতভাবে অংশগ্রহণ করে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। শুধু তাই নয়, এবছর জেলাস্তরীয় বিভিন্ন ক্রীড়াপ্রতিযোগিতা ও আন্ত:কলেজ ফুটবল প্রতিযোগিতাতেও আমরা অংশগ্রহণের সুযোগ পাই।ভারতীয় নীতিশাস্ত্রে বলা আছে- 'শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্'। অর্থাৎ, যে কোনো ধরণের শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে, বা আমাদের 'বলা কথা' ও 'চলা পথ'কে একটা আদর্শের হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে চলতে প্রাথমিক আধার হলো আমাদের শরীর। এই শরীরকে ঠিক ঠিক তৈরি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় খেলাধুলা। আমাদের মহাবিদ্যালয় ক্রীড়া - প্রতিযোগিতার মাধ্যমে আমাদের এই পরিপূর্ণতার সুযোগ করে দিয়ে চলেছে। সার্বিকভাবে বলতে গেলে রাষ্ট্রীয় প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, হুগলী-র ছাত্ররা শুধু অভ্যন্তরীণ পঠন -পাঠনই নয়, এর বাইরেও নানান প্রতিযোগিতামূলক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মানোন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে চলেছে।

পল্লব হাঁসদা

সেমিনার সম্পাদকের কলম

(ছাত্র সংসদ)

আমাদের মহাবিদ্যালয়, আমাদের গর্বের ,আনন্দের ,পূর্ণতা প্রাপ্তির এক পীঠস্থান। জ্ঞানের ক্ষেত্র এখানে অনন্ত, অফুরান। আনন্দের সীমানা এখানে অন্তহীন। আমাদের এখানে পড়াশোনার পাশাপাশি অনেক অনুষ্ঠান হয়। আমাদের জ্ঞান অর্জনের জন্য মহাবিদ্যালয় অনেকগুলি সেমিনারের আয়োজন করেছিল এই শিক্ষাবর্ষে। শারদোৎসব অনুষ্ঠানে NEP-2020 নিয়ে একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। মূল বক্তা ছিলেন বারাসত স্টেট ইউনিভার্সিটি-র শিক্ষাতত্ত্ব বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. অভিজিৎ দাস মহাশয়। এর পর আরো একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয় মনোবিজ্ঞানের বিষয় নিয়ে ,এই সেমিনারে বক্তা হিসাবে ছিলেন হুগলী জেলার বিশিষ্ট মনোরোগ চিকিৎসক ডাঃ দেবাশিষ দাস মহাশয়। গত ৩০.০১.২০২৪ তারিখে আমরা আয়োজন করেছিলাম একটি জাতীয়স্তরের আলোচনা সভা; এতে মূল বক্তা ছিলেন বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়– র শিক্ষাতত্ত্ব বিভাগের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান ও ডিন ড. গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়, এছাড়া আরো অনেক গুণী জন ছিলেন। আমরা আয়োজন করেছিলাম শিক্ষার্থী সপ্তাহের, জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে। সেখানে আমাদের মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের পাশাপাশি আমন্ত্রিত অধ্যাপক হিসাবে মনোবিজ্ঞানের বিষয়ে পাঠদান করেছিলেন বানীপুর রাষ্ট্রীয় শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়-র বিশিষ্ট অধ্যাপক ড. নিরঞ্জন মাইতি মহাশয়। এই ভাবে আমরা মহাবিদ্যালয়ের নানান কাজে জড়িয়ে থেকে নিজেদের প্রতিনিয়ত সমৃদ্ধ করে চলেছি।

সেখ এমদাদ হোসেন

তথ্য প্রযুক্তি সম্পাদকের কলম

(ছাত্র সংসদ)

মহাবিদ্যালয়ের তথ্যপ্রযুক্তির পরিকাঠামো অতি উন্নত, আমরা এখানে সকল শ্রেণীতেই এর পরীক্ষা দিতে দিতে এগিয়ে যাই। আমাদের চারটি সেমিস্টারে তথ্য প্রযুক্তি র নানান ভাবনা আমাদের ভাবিত করে বার বার। আমি আমার সকল মেম্বারদের সাথে এই বিষয়ে যাতে আরও ভাল করা যায় তার জন্য সদা সজাগ থাকি। আমাদের ওয়েবসাইট ভীষণ আধুনিক। আমাদের সকল কাজের হিসাব রাখে এই বিভাগ নানান ফটোগ্রাফি দ্বারা, সকল রকমের ফটোগ্রাফি ওয়েবসাইটে তুলে ধরে আমাদের কাজের গতি বজায় রাখে এই বিভাগ। আমরা মহাবিদ্যালয়ে এখনো অবধি মোট চারটি সেমিনার করেছি তার ছবি সহ তথ্য দিয়ে হিসাব রেখেছে এই বিভাগ। তাছাড়া প্রতিটি অনুষ্ঠানের ছবি সহ তথ্য দিয়ে হিসাব রেখেছে এই বিভাগ। এই বিভাগ আমাদের কাজের গতি ও আগ্রহ আজ দিয়েছে বাড়িয়ে। আগামীর দিনগুলো যে তথ্য প্রযুক্তি ছাড়া চলা প্রায় অসম্ভব তার ধ্বনি কিন্তু আমরা বেশ ভালোই টের পাচ্ছি।

প্রণীত সাহা

মহাবিদ্যালয়ের টুকরো খবর

- ১. গণিত বিভাগের অধ্যাপক ড. অরূপ কুন্ডু ১৫.০৫.২০২৩ থেকে ২৬.০৫.২০২৩ পর্যন্ত র‍্যাভেনশ বিশ্ববিদ্যালয় কটক থেকে FDP কোর্স করলেন।
- ২. গ্রন্থাগারিক ড. প্রণব কুমার গাঙ্গুলী তাঁর পদ থেকে অবসর নিলেন ৩০.০৬.২০২৩ তারিখে।
- ৩. গণিত বিভাগের অধ্যাপক ড. অরূপ কুন্ডু ০৪.১২.২০২৩ থেকে ১৬.১২.২০২৩ পর্যন্ত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রিফ্রেশার কোর্স করলেন।
- ৪. সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক ড. সঞ্জীবন সেনগুপ্ত ০৭.০৩.২০২৪ তারিখে বিকাশ ভবনের জয়েন্ট ডিপিআই পদ থেকে মহাবিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করলেন।
- ৫. বাংলা বিভাগের অধ্যাপিকা বৈশালী বসু (রায় চৌধুরী) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ছোটগল্পের গবেষণার জন্য ডক্টরেট উপাধি অর্জন করলেন বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ থেকে।

GOVT TRAINING COLLEGE , HOOGHLY

Staff members of the College

TEACHING

1.	Dr. Goutam Patra	Principal
2.	Sri Nagarjun Bharadwaj	Associate Professor (History)
3.	Dr. Baishali Basu Roy Choudhury	Associate Professor (Bengali)
4.	Dr. Pratap Kumar Jana	Associate Professor (Chemistry)
5.	Dr. Sibananda Sana	Associate Professor (Chemistry)
6.	Dr. Sanjiban Sengupta	Associate Professor (Sanskrit)
7.	Dr. Biman Mitra	Assistant Professor (Education)
8.	Dr. Arup Kundu	Assistant Professor (Mathematics)
9.	Sri Suman Saha	Assistant Professor (English)
10.	Sri Satyajit Hansda	Assistant Professor (Life Science)
11.	Smt. Santwana Acharya	SACT (Music)

LIBRARIAN

	Vacant	Retired on 30.06.2023

HOSTEL SUPERINTENDENT

1.	Sri Nagarjun Bharadwaj	Associate Professor (History)

NON TEACHING

1.	Sri Nirmal Kumar Dey	Head Cleark
2.	Sri Sovon Kumar Dam	Cashier
3.	Sri Ashok Kumar Barua	Peon
4.	Sri Bishnupada Sarkar	Peon
5.	Sri Prem Chand Routh	Sweeper
6.	Sri Nakul Chandra Halder	Night Guard

HOSTEL STAFF

1.	Sri Somnath Mallick	Assistant Cook
2.	Sri Swapan Pradhan	Sweeper

TECHNICAL STAFF

1.	Sri Nayan Bosu	Data Entry Operator
2.	Smt. Sweeta Biswas Kar	Data Entry Operator

CAMPUS ACTIVITIES (2023-2024)

- **1stJuly :** Beginning of the session & 'Nabin Baran' with a cultural programme followed by talent search and Doctor's day.
- **1stAugust :** Foundation day of the college was observed by a cultural programme.
- **8th August :** 'Baishe -Shraban'- Rabindra swaran with a cultural programme is held & wall magazine-I is published, with 'Barsha Mongal' & 'Briksha Ropan' utsav.
- **15th August :** 'Independence' day was celebreted in a benefiting manner, with patriotic poems, songs and speech and flag hosting.
- **5th September :** Celebration of 'Teachers day' and observation of birthday of Dr. Sarva Palli Radha Krishnan.
- 'Sharadotsav' before Puja Vacation is observed followed by a cultural progreamme and wall magazine-II is published.
- **10th December :** Observation of 'Human Rights Day'
- **12th January :** Observation of the 'Birth day of Swami Vivekananda' with a cultural programme and full of honour.
- **23rd January :** Observation 'Netaji birth day' in a befitting manner with full of respect.
- **25th January :** Observation of National Voters Day (NVD) .
- **26th January :** Observation of 'Republic Day' .
- **30th January :** National Seminar on "Teacher Education: Issues and Challenges in the Perspectives of NEP 2020."
- **21st February :** Observation of 'International Mother Language Day' and wall magazine-III is published.
- **5th to 7th May :** Observance of 'Rabindra Janmajayanti' and 'Annual end Social' Programme along with Reunion and Publication of Annual Magazine 'ESHANA' and wall magazine-IV is published.
- **5th June :** International Enviroment day
- **21th June :** International Yoga day.

GOVERNMENT TRAINING COLLEGE HOOGHLY

Estd-1955

Committees and Cells (2023-2024)

Chairperson : Dr. Goutam Patra (Principal)

1.	IQAC	Convenor : Dr. Pratap Kumar Jana Member : Dr. Baishali Basu Roy Choudhury
2.	Alumni Association	Convenor : Dr. Biman Mitra Member : Sri Suman Saha
3.	Curricular Development Committee	Convenor : Dr. Sibananda Sana Member : Sri Satyajit Hansda
4.	Research and Innovation Committee	Convenor : Dr. Pratap Kumar Jana Member : Dr. Arup Kundu
5.	Examination and Evaluation Committee	Convenor : Dr. Arup Kundu Member : Dr. Sibananda Sana
6.	Admission Committee	Convenor : Dr. Baishali Basu Roy Choudhury Member : Sri Suman Saha
7.	Internship Committee	Convenor : Dr. Sibananda Sana Member : Sri Suman Saha
8.	Students Grievance Redressal Committee	Convenor : Dr. Biman Mitra Member : Dr. Baishali Basu Roy Choudhury
9.	Library Committee	Convenor : Dr. Sanjiban Sengupta Member : Smt. Santwana Acharya
10.	Games and Sports Committee	Convenor : Sri Satyajit Hansda Member : Sri Suman Saha
11.	ICT Development Committee	Convenor : Dr. Arup Kundu Member : Dr. Sibananda Sana
12.	Student Welfare Committee	Convenor : Dr. Baishali Basu Roy Choudhury Member : Dr. Biman Mitra
13.	Publication Committee	Convenor : Sri Suman Saha Member : Dr. Baishali Basu Roy Choudhury
14.	Purchase and Waste Management Committee	Convenor : Dr. Pratap Kumar Jana Member : Sri Satyajit Hansda

		Sri Nirmol Kumar Dey (Staff) Sri Shovon Kumar Dam (Staff)
15.	Hostel Committee	Convenor : Sri Nagarjun Bharadwaj Member : Sri Satyajit Hansda
16.	Person with Disability committee	Convenor : Dr. Biman Mitra Member : Smt. Santwana Acharya
17.	Eithics and Disciplinary committee	Convenor : Sri Nagarjun Bharadwaj Member : Dr. Sanjiban Sengupta
18.	Campus Beautification Committee	Convenor : Sri Nagarjun Bharadwaj Member : Dr. Biman Mitra
19.	Cultural , Food and Refreshment Committee	Convenor : Smt. Santwana Acharya Member : Sri Nagarjun Bharadwaj Dr. Baishali Basu Roy Choudhury
20.	Excursion ,NSS & Community Based activity and Social relation Committee	Convenor : Dr. Arup Kundu Member : Sri Suman Saha
21.	Debate , Seminar , Workshop committee	Convenor : Dr. Baishali Basu Roy Choudhury Member : Dr. Biman Mitra
CELLS		
1.	NCTE	Convenor : Sri Suman Saha Member : Dr. Baishali Basu Roy Choudhury
2.	Higher Education / Ucchasikkha Portal /Student Credit Card	Convenor : Dr. Arup Kundu(Nodal officer) Member : Sri Suman Saha
3.	Students Cell	Convenor : Sri Suman Saha Member : Dr. Arup Kundu
4.	AISHE	Convenor : Dr. Sibananda Sana
5.	Students Scholarship SVMCM, AIKYASHREE, NSP, OASIS	Convenor : Dr. Arup Kundu (Nodal officer) Member : Sri Suman Saha Sri Satyajit Hansda
6.	Bishakha Cell / POSH	Convenor : Dr. Baishali Basu Roy Choudhury
7.	Anti Ragging Cell	Member : Smt. Santwana Acharya Convenor : Sri Nagarjun Bharadwaj
8.	Coordination and Liaison between Teaching and office staff	Teacher Representitive : Dr. Sibananda Sana Member : Sri Nirmal Kumar Dey

GOVERNMENT TRAINING COLLEGE HOOGHLY

Estd-1955

Students Committees (2023-2025)

Committee Professors Name	Designation	Students Name
General	General Secretary Assistant General Secretary	Atanu Bera Priyajit Pathak
Class Monitor	Class Representatives Assistant Representatives	Tanmoy Banerjee Semul Biswas
Cultural Smt. Santwana Acharya Dr. Baishali Basu Roy Choudhury Sri Nagarjun Bharadwaj	Secretary Assistant Secretary Members	Souvik Sengupta Sagardev Mukhopadhyay 1. Semul Biswas 2. Sk. Nijamuddin 3. Saikat Kundu 4. Bhajahari Das 5. Suvendu Mondal 6. Sourojit Nandi
Excursion & NSS Programme Dr. Arup Kundu Sri Suman Saha	Secretary Assistant Secretary Members	Tanmoy Banerjee Rabishankar Bhunia 1. Sayid Rafiew Answer 2. Bijan Pal 3. Pallab Kumar Malik 4. Sushanta Kumar Sadhu
Games & Sports Sri Satyajit Hansda Sri Suman Saha	Secretary Assistant Secretary Members	Pallab Hansda Debnath Bhumij 1. Asit Mondal 2. Sankha Subhra Mahato 3. Debojyoti Das 4. Sachinandan Mahato 5. Raja Daw 6. Koushik Dey
Magazine Dr. Baishali Basu Roy Choudhury Sri Suman Saha	Secretary Assistant Secretary Members	Sk. Nizamuddin Subhankar Das 1. Smijul Hoque 2. Saikat KUndu

		3. Partho Howladar 4. Nihar Ghosh 5. Souvik Banerjee 6. Dharmadas Murmu
Food & Refreshment Smt. Santwana Acharya Dr. Baishali Basu Roy Choudhury Sri Nagarjun Bharadwaj	Secretar Assistant Secretary Members	Surojit Mondal Monojit Barui 1. Arijit Dey 2. Atahar Masum Mondal 3. Suvojit Pal 4. Debasis Roy 5. Srijon Hembrom 6. Sagardeb Mukhopadhyay
Decoration &Exibition Dr.Pratap Kumar Jana Dr. Biman Mitra	Secretary Assistant Secretary Members	Partha Howladar Nihar Ghosh 1. Sourojit Nandi 2. Sachhidanando Mahato
IT& Photography Dr. Arup Kundu Sri Suman Saha	Secretary Assistant Secretary Members	Pranit Saha Pratyush Mohonto 1.Saikat Kundu 2. Tanmoy Banerjee 3. Samin Biswas 4. Semul Biswas
Debate & Seminar Dr. Baishali Basu Roy Choudhury Dr. Biman Mitra	Secretary Assistant Secretary Members	Sk Emdad Hossain Sk Amijul Hoque 1. Joyjit Sen 2. Arijit Dey 3. Samim Biswas 4. Saikat Kundu
Campus Beautification &Gardening All Teaching Staff	Secretary Assistant Secretary Members	Samim Biswas Abu Kalam Azad 1. Subhartho Panja 2. Sounil Kumar Patra 3. Ripon Mondal 4. Hritwik Sharma 5. Sushanta Sadhu 6. Atahar Masum Mondal
Student Facilities OASIS , AIKYASHREE , SVMCM & NATIONAL SCHOLARSHIP. Higher Education , Bangalr Uchhasikkha and West Bengal Student Credit Card		

GOVERNMENT TRAINING COLLEGE HOOGHLY

Estd-1955

Advisory Committee & Board of Editors

Professor (Dr.) Abhijit Kumar Pal
HOD, Department of Education,
West Bengal State University − Barasat, Kolkata - 700126

Dr. Saibal Chattopadhyay
Proposed Govt. Nominee;
Ex . Deputy Director and District Compensation Officer, Hooghly;
DOMA Building 1st Floor, Jiban Pal's Garden; G.T Road, Hooghly More,
Pin - 712103

Dr. Sisir Kumar Chatterjee
Associate Professor
Proposed Government Nominee; Department of English,
Hooghly Mohsin College, Chinsurah, Hooghly − 712103

Dr. Sumana Samanta Naskar
Assistant Professor;
Department of Teacher Education,
Baba Saheb Ambedkar Education University

Dr. Md. Zaharul Hoque
Assistant Professor;
Department of Teacher Education,
Baba Saheb Ambedkar Education University

Mr. Joydeb Sikdar
The Executive Engineer , Hooghly Division, Social Sector, P.W.D.
Purta Bhaban Ground Floor, Sarat Sarani, Hooghly - 712123

রাষ্ট্রীয় প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় হুগলী

সেখ সাইফুদ্দিন
শিক্ষাবর্ষ (২০২২-২০২৪)

হুগলীর গর্ব তুমি,
হুগলীর প্রাণ।
জ্ঞানের আলো দাও যে তুমি,
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।
১৯৫৫ সালে জন্ম নিলে তুমি
শিক্ষা জগৎ ধন্য হল,
পুণ্য হল ভূমি
তোমার কোলে মানুষ হল
কত শত বীর।
তাদের নিয়ে গর্ব তোমার
উচ্চ তোমার শির।
শিক্ষক-শিক্ষিকারা-মহাগুরুজন
সকল ছাত্রকে—
করে নেয় একান্ত আপন।
তোমার জ্ঞানে- তোমার দানে
ধন্য হতে চাই
ভাবতে বড়ো কষ্ট হয়,
ছাড়তে হবে তোমায়॥

শলাকা

আমিজুল হক
শিক্ষাবর্ষ (২০২৩-২০২৫)

গাদা গাদা বারুদ!
বুকের এক কোনে চাপা পড়ে গেছে
বহুদিন আগে বেলা অবেলায়।
শান দেওয়া তীক্ষ্ণ বারুদের ধারে
আর্দ্র রোদ বৃষ্টি ঝড়ে
মরচে পড়ে পরান্মুখ ছিল ভূপৃষ্ঠে।

ওপারেতে করে ঝড় ওঠে বহুদিন আগে।
একটি জ্বলন্ত ফুলকির তাপে
পরাণ্মুখ বারুদ মাথা ছেড়ে চেড়ে ওঠে
একটি শলাকার আশে।

অগ্নি স্ফুলিঙ্গের স্পর্শ তাকে নিতেই হবে।
কিন্তু এখন?
অসময়ে!
কোথায় আহব!
সে তো বহুদুরে; এখনো অনেক দেরি।

এই মহানগরী কলকাতায় দিবা-রাত্র
আহবের ডাক;
সে তো স্বার্থান্বেষী
ক্ষুদ্র রণ দামামা
দুটো পরিবারই নষ্ট হবে মাত্র।

তীক্ষ্ণ বারুদের ধার নিজেকে প্রস্তুত করে নেয়
বৃহৎ আহবের ডাকে;
শলাকার স্পর্শে সেদিনই জ্বলে সাসক হবে।

তরুন

শেখ নিজামুদ্দিন
শিক্ষাবর্ষ (২০২৩-২০২৫)

আঙিনার মাঝে দাঁড়িয়ে সকাল খুঁজি
এখন আর বুঝি সকাল হয় না!
গঙ্গার তীরে কতদিন বসেছি; শ্রান্ত বিকেলে, ক্লান্ত শরীরে:
নেশার আবেগ, শূন্য জীবন পকেট
বেকারত্ব ভাবিয়ে তুলেছে সারাটা দিন।
নিদ্রাহীন নিশা মনটাও পাষাণ হয়েছে;
দূরে ঢাকের শব্দ, পাষাণ মাটি,
তোমায় তো ডেকেছি অবিরাম
তোমারও নির্জীব মন।
সদ্য তরুণ যুবক আমি;
আমরা ভাবনা, আমার আবেগ সব বেকারত্ব
একটা চাকরি অনেক দূরের টাকা দুর্বার দুর্নীতি।
বড় সাধারণ ঘরের আমি
আমার প্রেমে পড়াও বারণ।
সব ধোঁয়া, সব ঝাপসা;
শুধু অস্তগামী সূর্য...
তবে, সন্ধ্যা কেটে রাত্রি হবে
তখন গারো হবে স্বর;
নেতৃত্ব দিবে কালো আঁধার
শুধু প্রতিবাদ প্রতিবাদ প্রতিবাদ...!
এখন শুধু;
সান্ধ্য ভাষার আয়োজন চলছে,
সৃষ্টি হবে নতুন...।
কুয়াশার চাদর ছিড়ে ফেলে
সূর্য একদিন উঠবে;
হয়তো কোনোদিন,
কোনো তরুণ পাবে তার স্বাদ।

হাজার ব্যস্ততা

জয়জিৎ সেন
শিক্ষাবর্ষ (২০২৩-২০২৫)

হাজার ব্যস্ততার মাঝে
শহরের কোলাহল বাঁচে।
তারই মাঝে নিশিদিন
সন্ধান অন্তহীন,
অবসর খুঁজিবার তরে।
নিষ্ফল ক্রোধ আর হাহাকার
হলো আজ কণ্ঠের মণিহার,
শুধু দেখি নিষ্পাপ ইচ্ছাগুলো মরে॥

প্রগাঢ় অনুরাগ

শুভঙ্কর দাস
শিক্ষাবর্ষ (২০২৩-২০২৫)

রাতভোর বৃষ্টি, লাগে ভারী মিষ্টি,
অপূর্ব! প্রকৃতির মাধুরী
এমন দিনে বাড়ায় বিরহ, নিঃসঙ্গতা
মহৎ ত্যাগ - বিচ্ছেদ দূরত্ব
প্রেমে আনে শুদ্ধিকরণ।
বেশ মুশকিল! সবকিছু ভুলে থাকা
অনুক্ষণ ভেসে ওঠে;
নয়নাভিরাম চিত্র, চিত্তপটে।
পদ্ম মুখের আঁমি ভ্রমর
কেবলি কাছে টানে।
মাতলা মন যায় হারিয়ে
সুগন্ধি মাখা বিন্যস্ত কবরীর ভাঁজে।
মধুমায়া অবশ করে কায়া,
পরান হয় আনন্দ পাগল;
তারে পাশে পেলে।
প্রতীক্ষা শেষে, অভীপ্সা জাগে-
প্রিয়ার কোমল বাহুপাশ;
বিরামহীন অধর-সুধা পান।
আশা-নীড় দাঁড়িয়ে আছে
দৃঢ় বিশ্বাস ভিতে।
স্বপ্ন-কল্প, হোক বাস্তবায়ন

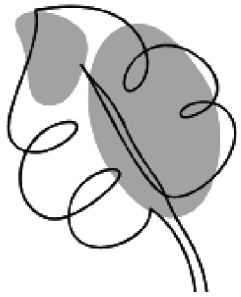

উইপন

প্রণব কুমার রায়
শিক্ষাবর্ষ (২০২৩-২০২৫)

জেগে থাকি নীরবে নিভৃতে
জটিলতার সভ্যতায় অনিশ্চয়তার রাতে।
প্রতিরাত কাটে অমাবস্যার ঘোরে,
সভ্যতারই জগৎটাতে হিংস্র হুংকারে।

রুদ্ধ দুয়ার মুক্ত করে টানি,
যত সময়ে জটিল কঠিন ব্যভিচার থেকে আনি।
দুর্নীতিরে পায়ে ধরে কাছে ডাকি,
সভ্য সমাজে অসত্যের সাথে মিশে মিশে আরো থাকি।

শোষণ দমন অনাচার আসি ভরে,
প্রতি ঘর তার বাহুপাশে বাঁধা ভ্রমে আসি দ্বারে দ্বারে।
সত্য থাকে লুকিয়ে ঘরের কোণে,
অস্তিত্ব ঘুচে যায় কবে ষড়যন্ত্রের টানে।

আলোর সন্ধান দিতে চায় যতো আঁধারের বাজপাখি,
কুটিল দৃষ্টি নিষ্ঠুর থাকা আলো রাখি সে ঢাকি।
শকুনের চোখে চেয়ে থাকে সব অমানুষিক চোখ,
জনসমক্ষে চেঁচিয়ে হাঁকে সমাজের ভালো হোক।

ভালোগুলো সব কালোই যেন অঙ্গারটাই আলো,
সভ্যতার এই বিরূপ চাপে আলো যেন চমকালো।
আলোর প্রদীপ কালিময় হলো সব যেন ধূসর,
অঙ্গারে চাপা পড়েছে প্রাণ যা কিছু দুর্নিবার।

প্রাণের পাঁজরে জ্বালিয়ে বজ্র মশাল নিয়ে হাতে
মুঠি মুঠি প্রাণ এক হোক সবে নীরব নিভৃত রাতে।
কারা ঘরে আছে? কারাগারে আছে, হোক তার প্রতিকার,
হাতে সত্যের শানিত অস্ত্র মানবের হাতিয়ার।

অভিযোগ

অতনু বেরা
শিক্ষাবর্ষ (২০২৩-২০২৫)

অভিযোগে দূরত্ব বাড়ে,
পর হয় আপনজন।
কিন্তু কেউ বোঝেনা
কী এই অভিযোগের কারণ।
ভালোবাসার কিছু স্বপ্ন থাকে
প্রকাশ পায় কিছু ইচ্ছার,
যাহা অপূর্ণ থেকেই যায়
হয় শুধু কঠোর বিচার॥
চেয়েছিলো এই আখিজোড়া
দূর হতে তব অবয়বের দর্শন
কিন্তু হায়রে তাহাতে পেলাম কী?
শুধুই তব অবজ্ঞা আর কড়া শাসন
চেয়েছিল জিহ্বা মোর
তোমার ওই রন্ধনের আস্বাদন।
কিন্তু হায়রে পোড়া কপাল
বাকি তো নাই আর মোর জীবন,
জানো প্রিয় সখী মোর,
এই সব স্বপ্ন দেখিয়েছিলে তুমি
কিন্তু আজ সেই স্বপ্নে
শুধুই তুমিহীনা আমি॥

স্বভাব

আতাহার মাসুম মন্ডল
শিক্ষাবর্ষ (২০২৩-২০২৫)

আমার স্বভাব গেল না
কেন, তোমরা বল না?
আমি রোজা করি, নামাজ পড়ি
তবুও খেলি ষাট্টা, জুয়া, লটারী
মুখেতে রাখি দাঁড়ি।
পাছেতে বলি মিথ্যা
ধর্ম আমার- বৃথা
মানুষ হয়ে জন্মেছি, নইকো আমি মানুষ
করিনা কোথায় আমার ধর্ম?
জীবনভর অন্যায় করে চলি
সামনে, মুখেতে মধুর বুলি
আমি মানুষ, বুঝি সবই কিছু
তবুও ভুল বারি, জমির আল ঠেলি
জেনেও; যেন অজান্তে পাশ বারি।
আমি রোজা করি, জমির আল ঠেলি
জেনেও, যেন অজান্তে পাশ করি।
আমি রোজা করি, নামাজ পড়ি
মুখেতে রাখি গাঁজা, মদ, বিড়ি
নিজের মুখে দিই চুনকালি, মুখেতে রাখি দাঁড়ি
তাইতো বলি, আমার স্বভাব গেল না
কেন, তোমরা বল না?

রসায়নের রসাস্বাদন

সৌনীল কুমার পাত্র
শিক্ষাবর্ষ (২০২৩-২০২৫)

রসায়নেই আছে বিজ্ঞানের সব রস
ভালোবেসে পড়লেই হয়ে যেতে হয় বশ।
রাসায়নিক দেখেই সবার লাগে ভয়
রসায়নবিদদের সেসব খেলনা মনে হয়।
চব্বিশ ঘণ্টা রসায়ন আছে মানুষের সাথে
বায়োকেমিস্ট্রি থেকে সব ফার্মেসি সবই রসায়নের ভাগে।
জলে আগুন দেখে অবাক যারা হয়
ম্যাজিককে বাস্তব করতে রসায়নেই সহায়।
করোনা থমকেছিল গোটা বিশ্বকে
রসায়ন থেমেছে করোনার শেষ দেখে।
রসায়ন তাই রাজার রাজা
সব রোগের কপালে আছে ভয়ানক সাজা॥

দিবা স্বপ্ন

শিমুল বিশ্বাস
শিক্ষাবর্ষ (২০২৩-২০২৫)

ক্ষনিকেই তুমি সেখানে মানুষকে নিয়ে চলো মহাদূরে;
সেখানে শান্তির সীমা নেই
নেই ধনসম্পদের অভাব,
সেখানে শুধু আনন্দ আর আমিত্বের গৌরব;
মানুষকে তৈরি কর রাজার রাজা
সেই জগতে তুমি স্বপ্ন
তাকে বাহবা দাও দিয়ে মাথায় তোলো
দাও পাগল করা আনন্দ
কিন্তু
বাস্তবে তুমি তাকে দিয়েছো ধোঁকা, বঞ্চনা
বাস্তবের জগতে মানুষ যখন প্রবেশ করে
তুমি তাকে সঙ্গিহীন কর।
তোমার স্বার্থ লুটে তুমি তখন ধা!

পুরনো রূপ

আবু কালাম আজাদ
শিক্ষাবর্ষ (২০২৩-২০২৫)

পুরনো সেই দিনের কথা
পাবে নিত্য নতুন বই-এর পাতায়
কাঁচের চুড়ি, সুতি শাড়ি
পরনে পাবে বঙ্গ নারীর।
চুলের খোপায় রক্ত জবা
রজনী-গন্ধার শুভ্রতা
পায়ে মাখানো লাল আলতা
কানের ঝোলানো ঝুমকো লতা।
মাথায় ঘোমটা লজ্জা- সরম
মুচকি হাসির হাস্যরতা
দেখতে পারে বাঙালি ঘরের অভিজ্ঞতা।

রসায়ন

সেখ এমদাদ হোসেন
শিক্ষাবর্ষ (২০২৩-২০২৫)

রসায়নের মজা কি করে পাস আমাকে একবার বলবি ভাই?
জীবনটাতোই রসায়নে ধাঁধা ভেবে দেখলেই তা বোঝা যায়।
অনবরত ঘটে চলেছে শরীরের মধ্যে নানা বিক্রিয়া
রসায়ন ছাড়া আমাদের জীবন হয়ে যাবে তাই উলুখাগড়া
জল ছাড়া একমুহূর্ত চলে না ভাই আমাদের জীবন
রসায়ন বানায় ঐ জলেরই পরিপূর্ণ কম্পোজিশন
দুটি মৌল মিশিয়ে দিলেই হবে কি ভাই কোনো বিক্রিয়া?
তার জন্যই জানতে হবে মুক্তশক্তির পরিবর্তন ক্রিয়া।
শত মৌলের মাঝে যত খুঁজে পাও কি এমন কোনো মিল?
সেই মিলটা বের করতে রসায়ন দিয়েছে পিরিয়োডিক টেবিল
রসায়নের মজা একবার গেলে সেটা থেকে বেরুবে নাকো।
এমন স্বাদ অন্য বিষয়ে কোথাও তুমি পাবে নাকো।

একান্ত

প্রিয়জিৎ পাঠক
শিক্ষাবর্ষ (২০২৩-২০২৫)

নদীর পাশে বসে আছি একা
বয়ে যাওয়া বাতাস বলছে অনেক কথা।
অনেকটা সময় এসেছি পেরিয়ে
অনেক কিছু গিয়েছে হারিয়ে।
আজ যেন নিজেকে লাগে বড় একান্ত
এই বিশ্ব ভীড়ের মাঝে কবে পাব এক প্রান্ত!
একটু করে জীবনকে যেন করছে অনীহা গ্রাস
সমাজের মধ্যে চলছে শুধু লড়াই করার প্রয়াস।
বদ্ধভূমির লড়াইমুখী জীবন করছে ক্লান্ত
তাইতো এই গঙ্গার তীরে বসে আছি একান্ত।
হঠাৎ দেখি নদীর জোয়ার জল উঠছে দুলিয়ে
উথলে ওঠা ক্ষোভ-ঢেউ দেয় কিনারাকে গুড়িয়ে।
ভাটা-কালে নদী যাদের করেছিল বঞ্চিত
পরিত্যক্ত, আজ তাই গ্রহণ তাদের অর্জিত।
বঞ্চিত হয়েও অবিরাম তারা রেখেছিল বিশ্বাস
প্রহর শেষে সেই জীবন পেল বাঁচার আশ্বাস।
তবে কি সৃষ্টির চলে এইভাবে ভাঙ্গা-গড়া
কেউ ব্যথিত আর কেউ আনন্দে আত্মহারা।
রাখতে হয় বিশ্বাস শুধু সময় পরিবর্তনে
জীবন ঠিক ফিরবে নতুন করে আবর্তনে।

মনের রঙ

রবীন্দ্র নাথ সরকার
শিক্ষাবর্ষ (২০২২-২০২৪)

দেখছি কত ক্লান্ত মানুষ বিষণ্ণতায় ভরা;
আমাদের মতো বলে না কেউ আনন্দে ভরা ছড়া।
কাটে প্রহর, কাটে দিন,
সময় জীবনে বড়ই ক্ষীণ;
স্বল্প পরিসরের ব্যস্ত জীবনে-
ফিরে চলোই না আনন্দ ভুবনে।
পাবে সেথায় খুশির আলো, দেখবে সেথায় হাসির মেলা,
আনন্দে ভরা মুহূর্তে সেথায় কাটবে তোমার সারাবেলা।
থাকবে না কোনো রেষারেষি, থাকবে না কোনো বোঝাপড়া;
মনের রঙে রাঙিয়ে দিয়ে লিখবে কত নতুন ছড়া।
এসো আনন্দের সেই ভুবনে, ধরে আমার ছোট্ট হাত;
মনের রঙে রাঙিয়ে দিয়ে জানাও নতুন সুপ্রভাত।

প্রকৃতির মাঝে

কুমারেশ সরকার
শিক্ষাবর্ষ (২০২২-২০২৪)

আমি বাবু বোকা মানুষ
বুঝিনা অতশত কিছু।
স্নিগ্ধ নয়নে তাই-
বসিয়া থাকে শান্ত প্রকৃতির মাঝে॥

শহরের যানজট কোলাহলের মাঝে
সময় বয়ে চলেছে দুর্বার গতিতে।
পৃথিবীর এক কোণে সবুজ বনানীতে
এ দেহ, মন প্রান শান্তি খোঁজে॥

মানুষে মানুষে মেতেছে আজ হিংসার লীলায়
বাড়ী-গাড়ী ফ্যাক্টরী কত কিছু বানায়।
বেদুইন এ মন অন্য বাহানায়
ঘুরে বেড়ায় তাই সবুজের বিছানায়॥
ধর্মের ভূত আজও একবিংশ শতাব্দীতে
দাপিয়ে চলেছে উল্কার গতিতে।
তাই তারা বৃক্ষ ছেড়ে আজ
পূজিছে পাথরকে

যীশু-রাম-মহম্মদ ভিন্ন পথে
দিয়েছে যে বাণী-
সেটা ধর্ম নয় আদতের
তাহা শান্তির বাণী।
তাই এ হৃদয় শান্তির খোঁজে
বিচরণ করিতে চায় প্রকৃতির মাঝে॥

ভাঙা ঘরে চাঁদ জোটেনি কতকাল

শঙ্খশুভ্র মাহাতো
শিক্ষাবর্ষ (২০২৩-২০২৫)

পরাগরেণু জুড়ে লেগে থাকে ক্ষত;
কত চাঁদ গলে পড়ে নদীতে লুটায়।
দেশ দিন ধরে একটু এগিয়ে গেলে
সারা সন্ধ্যার ম্লান বলি রেখা,
ধুয়ে গিয়ে দেহ ফেলে অন্য কোন তীরে।
আমরা ঘরে ফিরি।
তুমি যে ঘর বাঁধতে শিখিয়েছিলে,
সেই ঘর আজ পোড়ে শব দেহ সাথে।
যেই ঢেউ জুড়ে তুমি ভাসাও নৌকা,
কাগজে কাগজে গা লেগে ভেসে যায়
দুর্ভিক্ষের গোপন বেদনা।
তুমি ফিরে এলে মন ভরে যাবে,
তেমন জীবন আর কই পাবো বলো!

Love again

Saikat Kundu
Sesion (2023-2025)

Let me love you again..
Ooh my Amoretti; love is very few in thy gain,
Don't let it go, let me love you again.
"Love is not love which alters when alteration finds"-
tale told by some priest of ancient,
Let me assure you now, that
has become a myth, like the myth of heaven;
Ooh my coy mistress, let me love you again.
Maybe love is eternal, maybe it will be,
As much as, the Promethean earth is in sustain,
But thy not eternal, nor thy beauty,
Maybe its profundity will be of insignificance.
Don't let the amour go, let me love you again.
I know, I possess no elixir, or no mantras of eternity,
But I hold, my lines of love and compassion;
My heart will live through thee.

জ্বালানি

প্রণীত সাহা
শিক্ষাবর্ষ (২০২৩-২০২৫)

কষ্ট করে কেষ্ট মেলে
জীবন মেলে না।
লক্ষ দিলে ভোক্ষ মেলে
সুখ মেলে না।।
বুদ্ধি দিয়ে ডিগ্রি মেলে
বিদ্যা মেলে না।
সুখ দিয়ে অসুখ মেলে
সুখ মেলে না।।
জীবন নামের জ্বালানি কাষ্ঠ
দাও পুড়িয়ে দাও পুড়িয়ে।।

অন্ধকারের গান

রজত হালদার
শিক্ষাবর্ষ **(২০২৩-২৫)**

অন্ধকার আজ এসে দাঁড়িয়েছে আমার দুয়ারে
কত সাঁঝবেলা কাটিয়ে , কত গোলাপের বাগান ঘুরে,
কত গোধূলির স্বপ্নকে মাটি করে ,
অন্ধকার আজ এসে দাঁড়িয়েছে আমার দুয়ারে।

সহস্র বিরহের অবসাদ,খসে যেতে থাকা প্রেমিকার তৃপ্তি
,আর যত সব বেঁচে থাকা বেওয়ারিশ লাশের মিছিল মাঝে,
হায়! কোন ইশারার সঙ্গোপনে,
ভিক্ষার ঝুলি ধরে সে দাঁড়ালো দুয়ারে!

আমি তখন কেবলই অসহায় হয়ে দেখি তারে।
পরনে তার কালো ভাঁজের শাড়ি, গায়ে তার মহুয়ার গন্ধ,
আর খোঁপায় তার সেই কাঠগোলাপের মালা।
হঠাৎই দরজা পেরিয়ে ঘরে ঢোকে সে
এসে দাঁড়ায় আমার মাথার পরে,
আমার সারা শরীর তখন হীম হয়ে যায়,
তারপর!

তারপর ধীরে ধীরে সে আমার মাথায় রাখে হাত,
বলতে শুরু করে শুকিয়ে যাওয়া এক ভাঙা মেঘের গল্প।
এরপর একে একে মুছে যায় মা ,প্রেমিকা আর ,
ভালোবাসার শেষ সংসারও।
ক্রমশ স্মৃতির সাথে সাথে নীল হয়ে ওঠে শরীর,
দগদগে বসন্তের ছাই ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত চোখে আমার।
ধীরে ধীরে সে আমায় জাপটে নেয় অকৃত্রিম এক নেশায় ,
আমার দুঃস্বপ্নের নিঃশ্বাসে মিশিয়ে দেয় করবীর অমৃত ফুল।
তার ওষ্ঠের ভার একে একে কেড়ে নিতে থাকে আমার
অভিশাপের দিনগুলি।

একে একে নিভে যায় সব আলো
আচ্ছা,
আলোও কি ঠিক এমন ভাবেই ভালোবাসে!

জোনাকির আলোয় অন্ধকার হয়ে ওঠে
আরোও রঙিন,
আলোর থেকেও স্পষ্ট তখন তার মুখ।
কিন্তু,
লোকে যে কয় , 'ও সর্বনাশী',
মুখপুড়ি!

কাঁপা কাঁপা স্বরে অবশেষে তারে বলে উঠি,
" আবার তুমি!"
একরাশ অভিমানে সে উত্তর দেয়,
"কেন আমি নই!"

বৈঠার মল্লারে তাল ভুলেছে যে,
গ্রহণের আঁধারে ভেসেছে যে জন,
ফিরিয়ে দিয়েছে অস্তিত্বের পরপার,
সে জনই জানে আলোর চেয়ে আঁধারের
আয়তন,
চেনে রাত্রির অভিসার।

সূর্য, চাঁদ, তারা একে একে সরে যায়,
বুকে নেমে আসে আবারো হাজার রংয়ের
অন্ধকার।
রাগ নয়, অভিমান নয় ,ভালোবাসা!
ভিক্ষার ঝুলি আজও ফাঁকা থেকে যায়,
গিঁটের সুতো হারিয়েছে যে কোন কালে তার!

লোকাল ট্রেনের নিত্যযাত্রী

প্রত্যুষ মোহান্ত
শিক্ষাবর্ষ (২০২৩-২৫)

"থাকবো নাকো বদ্ধ ঘরে
দেখবো এবার জগৎটাকে
কেমন করে ঘুরছে মানুষ
যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে"

বিদ্রোহী কবিকে স্মরণ করে এই প্রথম লেখনীকে পরীক্ষার মান নির্ধারণ ছাড়া, পত্রিকায় আঁকিবুঁকির আপ্রাণ চেষ্টা, তার মূলে এই কলেজের শিক্ষক (বিমান বাবু)র অভয় অনুপ্রেরণা।

কল্পনাশক্তি আমাকে কোনোদিনই সাহায্য করেনি। কাজেই কাল্পনিক কোনো ছবি ফোটাতে পারব না। হঠাৎই মনে হলো, কবির পঙ্গতিগুলির দ্বারা নিজের বাস্তব জীবনকে কীভাবে তুলে ধরা যায়।

ছোট থেকে স্নাতকত্তর পর্যন্ত নিজের এলাকায় পড়াশোনা করা। স্নাতকোত্তর পড়ার সময় হুগলী মহসিনে যাওয়ার সুবাদে রেলের নিত্যযাত্রী হয়ে ওঠা। বাকপটুতা আমার একদমই নেই, কাজেই বিভিন্ন যাত্রীদের সঙ্গে আলাপ করার ক্ষেত্রে, অগ্রণী ভূমিকা শূন্য।

কাজেই নীরব থেকে তাদের জীবনযাত্রা আমার চিন্তাশক্তিকে সামান্য বৃদ্ধি পেতে সাহায্য করে। মনে হলো সত্যিই বদ্ধ ঘরে ছিলাম। বড় পদে থাকা যাত্রী থেকে পরিচারিকা সবাই যে আর আলোচনা নিয়ে ব্যস্ত, সারা দেশ থেকে পৃথিবীর রাজনীতির আলোচনায়, প্রত্যেকেই নিজেকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে প্রমাণ করতে চায়।

কিন্তু কেউ কোনো সমস্যায় পড়লে বেশিরভাগ যাত্রীই গম্ভীর হয়ে তাদের বুদ্ধিমতার প্রকাশ ঘটায়। তখনই দেখা যায়, কোনো আলোচনায় না থেকে শুধু এই সময়টুকুতে নিজেদের উপার্জন নিয়ে ব্যস্ত থাকা প্রধান সাহায্যকারী নিত্যযাত্রী আমাদের হকার কাকুরা।

তারা যেমন আমাদের নির্দিষ্ট যাত্রা সময়টুকুতে, সামান্য লাভ্যাংশের বিনিময়ে প্রয়োজনীয় সামগ্রী দিয়ে, নিজস্ব জীবিকার উপযোগী কণ্ঠস্বর এবং ভাষার অলাভ ব্যবহার করে থাকে যাত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য। আবার কোন যাত্রী বিপদে পড়লে তারাই সবার আগে হাত বাড়ায় নিজের জীবন বিপন্ন করে। নিত্যযাত্রার অভিজ্ঞতায় দেখতে পাই প্রকৃত মানুষ কারা।

আমি প্রত্যহ কালনা থেকে নির্দিষ্ট কামরায় যাতায়াতে করি এবং খামারগাছি থেকে একজন হকার কাকু বিরাট আকারের একটি পলিথিনের ব্যাগে পাঁপড়, দিলখুস, বাদামচাক সহ ঠাসা জিনিস নিয়ে, প্রানবন্তভাবে ব্যাসায়িক কণ্ঠে অলংকৃত শব্দের মাধ্যমে তা বিক্রির আবেদন করে না দেখে মনে হয় আর জীবনে সমস্যা ঠাঁই পায়নি।

এভাবেই দীর্ঘদিন দেখতাম এবং ঐ সময় কোনো কঠিন চিন্তা আমাকে ধরা দিত না। মাঝে কয়েকমাস সেই কাজকে আর দেখতে পেতাম না, ভাবলাম হয়তো আরো ভালো জীবিকার সন্ধান পেয়েছে।

দিনকয়েক আগে, অর্ধনিমিলিত চক্ষে মস্তক তার অবনত অবস্থায় হঠাৎই ক্ষীন গতির চেনা চেনা কণ্ঠস্বর কানে আসতে আমি সোজা হয়ে বসলাম এবং ভিড়ের মধ্যে ওই কণ্ঠস্বরটি খুঁজতে লাগলাম। ভিড়ের মাঝে দেখলাম একজন শ্বেতশুভ্র দাড়ি, গোঁফ, কেশরাশি সম্বলিত এবং মলিন বসনে শুদ্ধ প্রায় ত্বকে শিরা উপশিরা সহজেই দুটি

আকর্ষণ করে থাকে কাকু বলে ডাকতাম। কয়েক মাসের মধ্যেই জাবেদন করছে নে-বে-ন বাদামচাট। নুব্জপ্রায় অবস্থায় পীঠের ব্যাগে কয়েকটি ভাজার প্যাকেট নিয়ে ধীরে ধীরে কামরায় এদিক ওদিক যাতায়াত করছে। আমি একটা কুড়ি টাকার প্যাকেট নেব বলে ব্যাগ হাতড়াতে লাগলাম, দেখা গেল ব্যান্ডেল থেকে কলেজ যেতে আসতে অটো ভাড়া জন্য কুড়ি টাকা পড়ে আছে। কাজেই সামান্য লভ্যাংশ দিয়ে সাহায্যের হাত বাড়াতে পারলাম না। সাহস করে জিজ্ঞেস করতে পারলাম না কাকু কী হয়েছিল। কারণ বুঝাতে অসুবিধা হয়না কোন পরিস্থিতির তিনি শিকার, কোনভাবে সহায়তা করার যোগ্যতা আমি এখনো অর্জন করতে পারিনি।

সবশেষে বিষণ্ণ মনে গনতন্ত্রের পরিচালকদের কাছে বিনীত আবেদন, যেন উপযুক্ত আর্থিক সহায়তা প্রাপক ব্যক্তিরা, একটি নির্দিষ্ট বয়সের পর, নুন্যতম জীবন ধারনের জন্য ভাতা পান। তবেই সফল গণতন্ত্র অধিকার রাখে।

রাত যখন সাড়ে বারোটা

শৌভিক সেনগুপ্ত
শিক্ষাবর্ষ (২০২৩-২৫)

সেদিন ছিল গভীর অমাবস্যা, চারিদিক গো দূরভূকে পরিবেশ, শীতকাল, হঠাৎই ভবানীপুর থানার ইন্সপেক্টর অগ্নিজিৎ মুখার্জীর মোবাইল ফোন বেজে উঠলো। রাত তখন ঠিক সাড়ে বারোটা, ফোন ধরতেই শোনা গেল একটি মেয়ের কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে। মেয়েটি বলছে, "স্যার, যত শীঘ্র সম্ভব নিশুতিপুর চলে আসুন। এখানে একাই সরকারি বাংলোতে একজন খুন হয়েছে।" এটুকু বলার পরেই ফোনটা কেটে গেল। মুখার্জীবাবু ফোনটি পাওয়ার পর দেরী না করেই গাড়ি চালিয়ে তড়িঘড়ি পৌঁছলেন কলকাতা থেকে কয়েকশো কিলোমিটার দূরে নিশুতিপুরে। গন্তব্যস্থলের দিকে যতই এগোচ্ছেন তিনি ততই ঘন অন্ধকার। বাংলোর কাছাকাছি প্রায় পৌঁছে যাবেন, এমন সময় তার গাড়িটা হঠাৎ খারাপ হয়ে গেল। তিনি গাড়ি থেকে নেমে সেই গাড়িটি সারানোর চেষ্টা করতে গেলেন, অমনি পিছন থেকে আবার সেই মেয়েটির হারহিম করা কণ্ঠস্বর শুনে মুখার্জীবাবু একটু ভয়ই পেলেন, মেয়েটি বললো, "কাছাকাছি এসে গেছেন, গাড়ির প্রয়োজন হবে না, আমার সাথে হেঁটেই আসুন। মুখার্জীবাবু অধিক কথা না বলে মেয়েটির পথই অনুসরণ করলেন। তারা পৌঁছে গেলেন সেই বাংলোয়। পৌঁছাতেই দেখলেন লণ্ঠন হাতে অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে একজন। মেয়েটি মুখার্জীবাবুকে বললো, "আপনিই চলে যান ওনার সাথে। আমি আর ভেতরে যাবো না। ওপরে দোতলার দুই নম্বর ঘরে মৃতদেহটা পড়ে আছে।" নীচে দাঁড়িয়ে থাকা দারোয়ানের সঙ্গে ইন্সপেক্টর মুখার্জী চললেন দোতলায়। দারোয়ান দোতলায় উঠে হাত দিয়ে দেখিয়ে দিলেন ঘরটা। একাই ঢুকতে বললেন মুখার্জীবাবুকে। দরজা ঠেলে মুখার্জীবাবু ঘরে ঢুকতেই দেখলেন এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য, যে মেয়েটি তাকে ফোন করেছিল, তারই মৃতদেহ পড়ে রয়েছে বিছানায় এবং সেই ঘরেরই সিলিং থেকে ঝুলছে সেই দারোয়ানের দেহ। পেছন ফিরে তাকাতেই মুখার্জীবাবু শুনতে পেলেন গোটা বাংলোময় ভয়ঙ্কর অট্টহাসি। সাংঘাতিক ভয় পেয়ে তিনি অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। পরদিন সকালে ঘুম ভাঙ্গলো ঐ এলাকারই লোকাল থানার ও.সি চ্যাটার্জীবাবুর দেওয়া জলের ছিটেতে। ধড়মরিয়ে উঠলেন ইন্সপেক্টর মুখার্জী। তাদের থেকে জানতে পারলেন ঐ মেয়েটি এবং সেই দারোয়ান ছিল বাপ-মেয়ে। আজকের তারিখ থেকে ঠিক একবছর আগে সেই তারিখে চরম দুরবস্থায় জীবনযাপন করতে না পেরে সেই দারোয়ান তার মেয়েকে খুন করে নিজে আত্মঘাতী হয়েছিলেন, সময় ছিল রাত সাড়ে বারোটা। তারপর থেকে সেই বাংলোটা ফাঁকাই পড়ে ছিল, এলাকায় সেটা নিশুতিপুরের ভূতবাংলো নামে পরিচিত। সন্ধ্যার পর কেউ আর যায় না সচরাচর সেখানে। লোকমুখে প্রচারিত সেখানে সেই বাপ-মেয়ের অতৃপ্ত আত্মা এখনও ঘুরে বেড়ায় রাতের বেলা। লোকাল থানাতে বেশ কিছুক্ষণ কাটিয়ে দুপুরের স্বল্প আহার সেরে ইনসপেক্টর অগ্নিজিৎ মুখার্জী গাড়ি চালিয়ে ফিরে এলেন কলকাতায়। এই প্রথম স্বচক্ষে তিনি ভূত দেখলেন।

দেবালয় নির্মাণঃ কারণ ও উদ্দেশ্য

পার্থ হাওলাদার
শিক্ষাবর্ষ (২০২৩-২৫)

বিশ্ব ইতিহাসে তথা মনুষ্য সভ্যতায় ঈশ্বর আরাধনা ও তার বাসগৃহ বা দেবালয় নির্মাণ প্রাচীনকাল থেকে হয়ে আসছে। মনুষ্য এই রহস্যময় পার্থিব বিশ্বজগতে তার সমস্যা সমাধানের একমাত্র সহায়রূপে ঈশ্বরের আরাধনা করে থাকে; তা সে Animistic বিশ্বাস (অর্থাৎ গাছগাছালি, পাহাড়, নদী প্রভৃতি) কিংবা মূর্তি উপাসনা -- যাই হোক না কেন, মূলত মনুষ্য দেহরুপ 'অগুণ-ব্রহ্মের' কল্পনা ও তার অধিষ্ঠানরূপে মন্দির বা দেবালয় নির্মাণ সমাজের কাছে গুরুত্ব পেয়েছে। ভারতীয় মন্দিরকে বিশেষত উঃ ভারতীয় নাগরীতিতে মন্দির তত্ত্বের পরিভাষায় মানবদেহের সঙ্গেও তুলনা করা হয়। এক্ষেত্রে মন্দির-মানুষের ন্যায় পা থেকে মাথা পর্যন্ত অঙ্গ অভিধায় বিভক্ত। তাই কৃষ্ণা দেবা যথার্থই বলেছেন, "evidently, even the most Perfect body seems lifeless without the resident soul. Hence worship constituting the living use of the temple starts with the installation of life in the form of deity…" (Deva, Krishna, 1969).

বর্তমানে আমাদের আলোচনার উপজীব্য হল হুগলি জেলার পাণ্ডুয়া ব্লকের অন্তর্গত ইলছোবা মণ্ডলাই গ্রামে অবস্থিত তিনটি প্রাচীন মন্দির। মন্দির ত্রয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'Heritage commision Act of 2001' দ্বারা সুরক্ষিত ও বিধিবদ্ধ। দীর্ঘ শতাব্দীব্যাপী অতীতের স্বাক্ষররূপে আজও দাঁড়িয়ে রয়েছে ক্ষয়িষ্ণু মন্দিরগুলি, জনপদ বদলেছে, চেনা মানুষ অচেনা হয়েছে, তবুও ইষ্টক নির্মিত মন্দিরগুলি তখনও হারিয়ে যাওয়া জনসমাগম, আচার অনুষ্ঠান, ধর্মীয় বিশ্বাসের গল্প বলে যায়, হাওড়া-বর্ধমান মেন লাইন শাখার 'খন্যান' স্টেশন থেকে 5KM দূরত্বে এই তিনটি প্রাচীন মন্দির দন্ডায়মান; তবে এই তিনটি মন্দির ছাড়াও এখানে আশেপাশে অসংখ্য, চারচালা, আটচালা মন্দির রয়েছে, তবে উল্লেখ্য মন্দির ত্রয়ী আসাধারণ গঠনশৈলী ও শিল্পনৈপুন্যের সাক্ষ্য বহন করে।

আসলে সামাজিক মানুষ সর্বদাই সৃষ্টিশীল। যখন থেকে সে তার- ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য উৎপাদন করা শিখেছে, ফলস্বরুপ তার হাতে এসেছে উৎবৃত্ত; সেই উৎবৃত্ত সম্পদকে রক্ষা করার বাসনা, চাওয়া-পাওয়া আরও শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেই সূত্র ধরেই সামাজিক মানুষ তার বাসস্থান কল্পনায় নিজগৃহের সঙ্গে কিংবা বৃহত্তর কোন ভৌগোলিক স্থান বা space এর মধ্যে মন্দির বা দেবালয়ের পরিকল্পনা করেছে। কেননা মনুষ্য ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী দেবালয় হল অশুভ শক্তির দমনকারী পবিত্র ভূমি। প্রাচীন ভারতে তাই অনেক সময়ই মন্দির curing place বা আরোগ্যশালা রূপে ভূমিকা পালন করতো। তাই গ্রাম বা শহরের একটি নির্দিষ্ট পরিসরে মন্দির নির্মাণের স্থান বা space পরিকল্পিত হয়েছে। এই সাধারণ প্রয়োজন ছাড়াও অনেকসময় বৃহত্তর স্বার্থে যেমন রাজতন্ত্র সর্বদাই প্রাচীনকাল থেকে মন্দিরকে শক্তির আধার রূপে গ্রহণ করেছে। সিংহাসনের মূল ক্ষমতার ধারক ও বাহক হয়ে দাঁড়িয়েছে মন্দির তথা অধিষ্ঠিত দেবতা। আবার অনেকক্ষেত্রেই ব্যক্তিবর্গের উদ্দেশ্যে জনকল্যাণ কিংবা ভক্তির অঙ্গ হিসেবে মন্দির নির্মাণ করা হয়। অতএব

উক্ত বিষয়গুলি শুধু এই মন্দির নয় মানবিক বিশ্বাসের সাথে জড়িত স্থান – কাল – পাত্র ভেদে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে।

আলোচ্য মন্দিরগুলি মূলত স্থানীয় বিত্তবান ব্যক্তিবর্গের প্রচেষ্টায় নির্মিত হয়েছিল, আনুমানিক অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে। পূর্ব দিক থেকে দুটি পঞ্চরত্ন মন্দির রয়েছে - যথাক্রমে ভগবান বিষ্ণু ও শিবের উদ্দেশ্যে নিবেদিত। বিষ্ণু মন্দিরের গর্ভগৃহে একটি প্রস্তর নির্মিত বিষ্ণুমূর্তি রয়েছে। মূর্তিটি খুব উল্লেখযোগ্য। প্রাথমিক অনুমান মূর্তিটি বহু পূর্ব নবম-দ্বাদশ শতাব্দীর (সেন আমলের), সম্ভবত নিকটবর্তী স্থান থেকে প্রাপ্ত, পরে উক্ত দেবালয়ে স্থান লাভ করে। কেননা মূর্তিটির নির্মাণ শৈলী গত সময়ের সঙ্গে মন্দির স্থাপনকালের অনেক তফাত রয়েছে। মূর্তিমান স্থানক দেবতার উপরের দুই হস্তের ডান হাতে গদা ও বাম হাতে শঙ্খ, নীচের দুই স্বাভাবিক হাত ক্ষয়িষ্ণু ও অস্পষ্ট। তবে সম্ভবত স্বাভাবিক ডান হাতে ছিল বরদ মুদ্রা ও বামহাতে পদ্ম এবং মূলদেবতার ডানদিকে গদাদেবী ও বামদিকে পদ্মপুরুষকে দেখা যায়। মূর্তিটির নিম্নাংশ খুবই অস্পষ্ট, তবে আমার অনুমান নীচে করজোড়ে অসুর রাজাবলি ও বাহন গরুড় রয়েছে। সুতরাং মূর্তিতত্ত্ব অনুযায়ী ইহা 'ত্রিবিক্রম বিষ্ণুর' মূর্তি। যিনি তার তিনটি পদ বা পা দিয়ে বিশ্বজগৎকে আবৃত করেছিলেন। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এই রূপ মূর্তি পাওয়া গেছে। তৃতীয় মন্দিরটি আটচালা শৈব মন্দির। তিনটি মন্দিরের সম্মুখভাগ টেরাকোটার শিল্প নৈপুণ্যে সমৃদ্ধ। তবে আটচালা শৈব মন্দিরটি শিল্প নৈপুণ্য সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্থ।

মন্দিরগুলি- শৈলীগত বিচারে বাংলার -আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। পূর্বেই বলা হয়েছে যে পূর্ব দিক থেকে প্রথম দুটি মন্দির-পঞ্চরত্ন শৈলীর অর্থাৎ পাঁচটি রত্নের ব্যবহার করা হয়েছে, রত্ন হল শিখর সদৃশাকার, রত্নগুলির গায়ে উড়িষ্যার রেখা বিশিষ্ট খাঁচাকাটা শিখরের অনুরূপ নকশা লক্ষ্য করা যায়। এইরূপ বৈশিষ্ট্য শুধু এখানেই নয় বাংলার অনেক মন্দিরের সঙ্গে উড়িষ্যা তথা নাগর স্থাপত্যের কিছু বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে, যেমন কালনার মন্দিরগুলি, দঃ ২৪ পরগণার জটার দেউল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এরপরেই উঃ দঃ বিন্যস্ত পূর্বমূখী আটচালা শিব মন্দিরটি বাংলার নিজস্ব শিল্পশৈলী 'চালা বা চাল' নির্মাণ শৈলীর প্রত্যক্ষ উদাহরণ। বাংলার মন্দির স্থাপত্যে এই 'চালা' শৈলীর প্রয়োগ সব থেকে বেশি। বিষ্ণুপুরের মন্দির স্থাপত্যে ও এই 'চালার' ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়।

স্থাপত্যের পাশাপাশি ভাস্কর্য উপাদানে পঞ্চরত্ন মন্দির সমৃদ্ধ (আটচালা মন্দিরটির শিল্পনৈপুণ্য ক্ষতিগ্রস্থ) টেরাকোটার নানান অলংকরণ ও নকশা লক্ষ্য করা যায়। বাংলায় পাথর সহজলভ্য না হলেও ছিল মাটির প্রাচুর্য। নবম শতাব্দীর পর থেকেই লৌকিক শিল্পভাস্কর্য বাংলার সমাজজীবনে জায়গা করে নিচ্ছিল। এই সাধারণ লৌকিক শিল্প তথা বাংলার আঞ্চলিক শিল্প সহজলভ্য নমণীয় মৃত্তিকাকে উল্লেখযোগ্য উপাদানরূপে বেছে নেয়। যার অন্যতম নজির অষ্টম শতকীয় বাংলাদেশের পাহাড়পুর – ময়নামতীর ভাস্কর্য এই একই সহজলভ্যতার কারণে বাংলার স্থাপত্য শিল্পে ইটের ব্যবহারে প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। যাইহোক মন্দিরগাত্রে খোদিত টেরাকোটা সমৃদ্ধ মনমুগ্ধতার ভাস্কর্য মন্দিরের শোভাবৃদ্ধির সাথে সাথে অতীব দৃষ্টি নন্দন। শিল্পী অত্যন্ত যত্নে ও দক্ষতার সাথে টেরাকোটা প্যাণ্ডেলগুলি তৈরি করেছেন ও তাকে মন্দির গাত্রে বিদ্ধ করেছেন। ত্রিভঙ্গে দন্ডায়মান মুরলীধর, দেবী কালী, মহিষমর্দিনী মূর্তির ছোট ছোট ভাস্কর্য স্থান লাভ করেছে। সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ নকশার প্রয়োগ দেখা যায়, মন্দিরের খিলানগুলিও অত্যন্ত যত্নের সহিত কুঁচিত করা হয়েছে, - তা সত্যিই দৃষ্টি আকর্ষণকারী। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য মন্দিরগুলির ভাস্কর্য চিত্রায়ণ অনেকটাই নিকটবর্তী কালনার মন্দিরগুলির

ভাস্কর্য চিত্রণের সমতুল্য, একই সাথে উল্লেখ করা প্রয়োজন উক্ত অঞ্চলে শিবের মন্দিরের প্রাধান্য বেশি। গ্রাম গঞ্জের অনেক মন্দিরই শিবের উদ্দেশ্যে নিবেদিত দেখা যায়। এর কারণ কী শিবের লৌকিক দেবতা হওয়ার মধ্যে নিহিত?

সুতরাং পরিশেষে বলা যায়, নাগররীতি ও বাংলার রীতির মেলবন্ধনে মন্দিরগুলি নির্মিত হয়েছিল। জনমানসে প্রচলিত ধারণা বা myth গুলি, বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ নকশা, দেবদেবীর প্রতিকৃতি মন্দিরগুলির শোভা বর্ধনকরার পাশাপাশি সস্থানে ঈশ্বর ও মন্দিরে স্থাপনের সম্ভব্য কারনগুলিকে বুঝতে সাহায্য করে থাকে। যেমন অনেক সময় মন্দির সামাজিক শিক্ষাদানের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার হয়। মধ্যপ্রদেশের খাজুরাহো, উড়িষ্যার কোনার্কের সূর্য মন্দিরে সূর্য মন্দিরের গাত্রে খোদিত ভাস্করকীর্তি প্রাচীন ভারতে জনমানসে 'Sexleducation' দেওয়ার অন্যতম মাধ্যম ছিল। তাছাড়া বিভিন্ন মন্দিরগাত্রে খোদিত নীতিমূলক শ্লোক, বাণী, জনমানসে সামাজিক-শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে রচনা করা হয়। অর্থাৎ এককথায় বলা যায় মানবের দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তনকে বোঝার জন্য মন্দির বা দেবালয় অধ্যায়ন জরুরি। কেননা তা অঙ্গাঅঙ্গীভাবে মানুষের বিশ্বাসের সঙ্গে জড়িত ও রাজনীতি, আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল।

1. Temple Architecture in india: Significance and types (https:/www.novatr.com/blog/temple- architecture-inda)
2. why do we go to temple and how does it help us? (https:/ timesofindia.indiatimes. com/religion/rituals-puja/why.. /article show)
3. Deva, krishna, temples of North india, 1989 (Internet archive)
4. Srinivasan, K.R, Temples of South india, 1972, NBT, New Delhi-110070.
5. দাশগুপ্ত, কল্যানকুমার, প্রতিমা শিল্পে – হিন্দু দেবদেবী; 2000, পঃ বঙ্গ বাংলা আকাদেমি, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা - 700020.,
6. রায়; নিহারঞ্জন, বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), বৈশাখ, 1400 দেজ পাবলিশিং ; 13 বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা 700073.
7. Field survey (20 Jan, 2024)

পরিবেশ বাঁচাও শিরোনামে পোস্টার অংকন প্রতিযোগিতা

দ্বিতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত ছবি শিল্পী - **পার্থ হাওলাদার** (২০২৩-২০২৫)

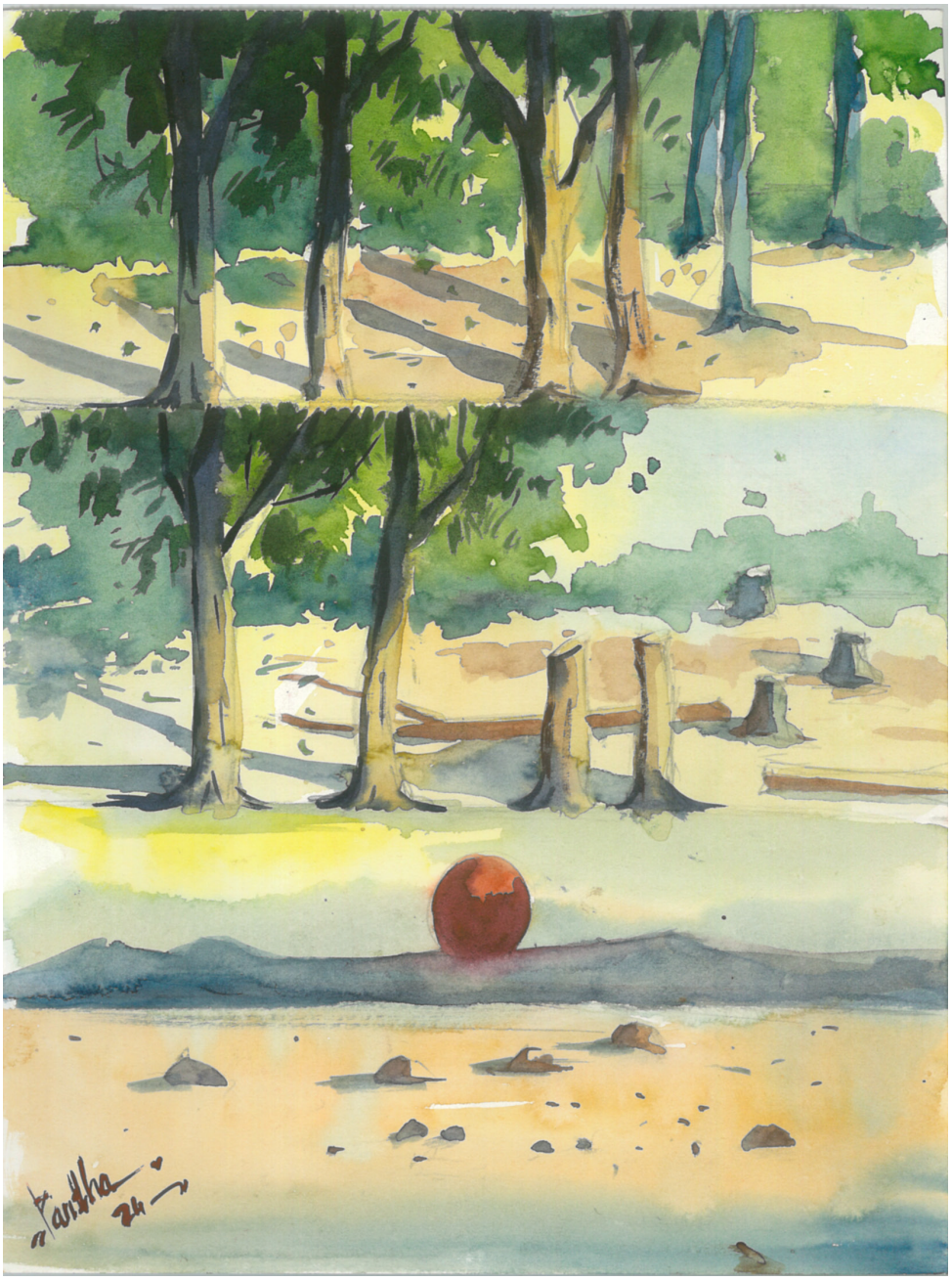

প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত ছবি শিল্পী - **শুভঙ্কর দাস** (২০২৩-২০২৫)

পুরানো সেই দিনের কথা

লক্ষ্মীনারায়ণ দাস (প্রাক্তন ছাত্র)
শিক্ষাবর্ষ (১৯৭৮-১৯৭৯)

একজন প্রবীন শিক্ষক হিসাবে প্রথমেই একটি কথা দুঃখের সহিত উল্লেখ করিতেছি সে অতীতের অধিকাংশ শিক্ষক মহাশয়রাই শিক্ষাকে দান করিবার মনোভাব লইয়া এই মহান কার্যে ব্রতী হইতেন কিন্তু বর্তমানের অধিকাংশ শিক্ষকে শিক্ষিকারাই শিক্ষাকে পণ্য হিসাবে ব্যবহার করিয়া থাকেন এখানে শাস্ত্রীয় বাক্য উল্লেখ করিয়া বলা যায় যে 'বিদ্যা দানায়'। এই প্রসঙ্গে আরও একটি ঘটনা উল্লেখ করা যায় যে রাজা অমরশক্তি তাঁহার মূর্খ পুত্রদের বিদ্যাদানের নিমিত্ব পণ্ডিত বিষ্ণু শর্মার নিকট-আসিয়া বলিলেন যে যদি আপনি আমার পুত্রদের বিদ্বান করিয়া দেন তাহলে, আমি আপনাকে একশত গ্রাম দান করিব। একথা শুনিয়া বিষ্ণু শর্মা বলিয়াছিলেন যে 'নাহং শাসন শতেন বিদ্যা বিক্রয়ং করোমি।' এবং প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে যদি আমি ছয় মাসের মধ্যে আপনার পুত্রদের বিদ্বান করিয়া তুলিতে না পারি তবে আমার নিজের নাম পরিত্যাগ করিব এবং পরবর্ত্তীকালে তিনি এই কার্যে সমর্থ হইয়াছিলেন।

সমগ্র শিক্ষক সমাজ মানুষগড়ার কারিগর হিসাবে ভূমিকা পালন করিয়া থাকেন। শিক্ষকতা জীবনের একটি মহান ব্রত। এই ব্রতে শামিল সইতে পারিয়া আমি নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি। শিক্ষকতা জীবনে আর্থিক স্বাচ্ছল্য না থাকিলেও তাহাতে কোনদিন কোনরূপ অতৃপ্তি বোধ করি নাই। মাননীয় বিমান মিত্র মহাশয় আমার শিক্ষকতা তথা বি.টি. পাঠ জীবনের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত কিছু স্মৃতিকথা 'স্মরনিকা' পত্রিকায় আবেদন জানাইলে সেই কাতর আবেদনে সাড়া দিয়া আমার সেই বিস্মৃত তথা আবছা স্মিতি কথা তুলিয়া ধরিবার আবেদন করিতেছি।

আমার বি.টি পাঠকাল সম্ভবতঃ ১৯৭৮-৭৯ সাল। হুগলী চক বাজারের গভঃ বিটি কলেজের দূরত্ব ছিল ৯-১০ কিলোমিটার মত। সেই পথ আমি নিত্য বাসযোগেই যাতায়াত করিতাম। সেই পাঠ জীবনে আমার সহিত পাঠরত কিছুবন্ধুও ছিল। তাহারা বিভিন্ন প্রাপ্ত হইতে কেহ ট্রেন কেহবা বাসযোগেও যাতায়াত করিত। কলেজের নিকটে একটি পাকা ছাউনিযুক্ত বসিবার স্থান ছিল। সেখানে আমরা সকলে একত্রে বসিয়া বাক্যালাপ এবং নানারূপ হাসি, ঠাট্টা, তামাসার মধ্য দিয়া সময় অতিবাহিত করিতাম।

আমার শিক্ষকতা তথা বি.টি পাঠ গ্রন্থী-কালের একটি ঘটনা না উল্লেখ করিলে বি-টি পাঠ গ্রহণকালের জীবন অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে মনে করিয়া কথাগুলি উল্লেখ করিতেছি। আমাদের পরীক্ষার সময় সূচি ছিল প্রথম চারিদিন দুপুর ১২টা হইতে ৩টা পর্যন্ত এবং পরবর্তী পরীক্ষাগুলি ছিল সকাল ১০টা হইতে দুপুর ১টা পর্যন্ত। সৌভাগ্যবশতঃ প্রথম পরীক্ষা চারিটি যথারীতি দুপুর ১২টা হইতে শুরু হইলেও আমি যথাসময়ে পরীক্ষাগৃহে উপস্থিত হইয়াছিলাম কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি পরবর্তী পরীক্ষার প্রথম দিনটি ১০ টার পরিবর্তে দুপুর ১২টা হইতে শুরু হইবে মনে করিয়া পরীক্ষা হলে অন্য দিনগুলির ন্যায় ১১-৩০মিঃ পৌঁছাইয়া গিয়া দেখি আমার অন্যান্য বন্ধুরা কেহই সেখানে বসিয়া নাই।

তখন আমি মানসিকভাবে অত্যন্ত ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিলাম। তারপর দুরুদুরু বক্ষে পরীক্ষা হলে

পৌঁছাইয়া দেখি পরীক্ষা যথারীতি শুরু হইয়া গিয়াছে। আমি পরীক্ষাগৃহে প্রবেশ করিবার মুহূর্তেই আমাদের পরীক্ষাগৃহের গার্ড শ্রদ্ধেয় প্রণব বাবু মহাশয় আমাকে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিলেন যেহেতু পরীক্ষা তখন ১ঘ. ৩০মিঃ কাল অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। তিনি আমাকে পরামর্শ দিলেন আপনি অধ্যক্ষ মহাশয়ের অনুমতি না লইয়া আসিলে আমি আপনাকে পরীক্ষায় বসিবার অনুমতি দিতে পারি না। আমি তৎক্ষনাৎ কাল বিলম্ব না করিয়া দুরুদুরু বক্ষে অধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট আমার কাতর আবেদন জানাইলে তিনি তৎক্ষণাৎ আমাকে পরীক্ষায় বসিবার জন্য আদেশ দিলেন এবং পরীক্ষান্তে একটি আবেদন পত্র জমা করিবার জন্য বলিলেন। ইতিমধ্যে আরও দশ মিনিট সময়কাল অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। শ্রদ্ধেয় প্রণববাবু আমাকে কালবিলম্ব না করিয়া প্রশ্নপত্র ও উত্তরপত্র দান করিয়া বসিবার অনুমতি প্রদান করিলেন। সৌভাগ্যক্রমে সমস্ত প্রশ্নগুলি আমার কমন থাকায় আমি কোনরূপ দিকপাত না করিয়া অত্যন্ত দ্রুততার সহিত প্রশ্নগুলির উত্তর লিখলাম। আমার অন্যান্য বন্ধুরা আমাকে কিছু অতিরিক্ত সময় প্রদান করিবার জন্য আবেদন জানাইলে শ্রদ্ধের প্রণব বাবু তাহাদের আশ্বস্থ করিলেন যে ওনার উত্তরপত্র সর্বশেষে গ্রহণ করিবেন। পরবর্তীকালে আমার নিকট উত্তরপত্র জমা লইবার জন্য আসিয়া আমাকে প্রথমেই প্রশ্ন করিলেন যে আপনি সমুদয় প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিয়াছেন কিনা। আমি তখন আনন্দপূর্ণ চক্ষে বলিলাম বলিলাম হ্যাঁ স্যার আমি সমুদর প্রশ্নেরই উত্তর দিতে সমর্থ হইয়াছি। উত্তরে তিনি খুব সন্তুষ্ট হইয়া আমার পৃষ্ঠদেশ চাপড়াইয়া বলিলেন খুব ভাল। পরবর্ত্তীকালে ফল প্রকাশিত হইলে দেখিলাম যে আমি উক্ত বিষয়ে ৪২নং প্রাপ্ত হইয়াছি এবং কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণও হইয়াছি। এই ফল দেখিয়া আমি যৎপরোনাস্তি আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম।

পরিশেষে বর্তমান সমুদয়, শিক্ষক, শিক্ষিকা মহাশয়দের আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার, অন্যান্য শিক্ষাকর্মী ও পরিচালকবৃন্দ, ও পত্রিকা সম্পাদক মহাশয়কে আমার বিনম্র অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাইতেছি এবং আমাকে আমার বি.টি-পাঠ গ্রহণ কালের অভিজ্ঞতা জানাইবার সুযোগ করিয়া দেওয়ার জন্য বিমান মিত্র মহাশয়কে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইয়া আমার লেখা শেষ করিতেছি।

বিঃদ্রঃ *আমি আমার জীবনে বি-টি পাঠকালের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা বর্তমান পাঠরত ছাত্রদের সতর্কতার উদ্দেশ্যে লিপিবদ্ধ করিলাম আশা করি সকল ছাত্রই এই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাইয়া তাঁহারাও সতর্ক থাকিবেন।*

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে সামাজিক গণমাধ্যম রূপে লোকসংগীত

পুলক গাঙ্গুলী (প্রাক্তন ছাত্র)
শিক্ষাবর্ষ (২০১০-২০১১)

অন্নদাশঙ্কর রায়েরক্রান্তদর্শী উপন্যাসের সেই অংশ যেখানেসুকুমার দত্ত বিশ্বাস অনুভব করছেন - "এদেশে দেখছি হিটলারের অগণ্য ভক্ত। অনেকের বিশ্বাস হিটলার আসলে নিষ্ঠাবান হিন্দু। তার প্রমাণ হিন্দুদের স্বস্তিক হিটলার তাঁর বাহুতে ধারণ করেন । স্বস্তিক তাঁর নাৎসী দলের প্রতীক। ওরাও নাকি আসলে হিন্দু। জার্মানরা জিতলে আর্যরা ভারতে আসবে। এদেশের আর্যদের সঙ্গে হাত মেলাবে। এদের যা কিছু আক্রোশ তা ইংরেজের বিরুদ্ধে"। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে এই ধরনের মধ্যবিত্ত মানসিকতার এক অদ্ভুত প্রকাশ থাকলেও যুদ্ধ যত এগিয়েছে বাংলার সাংস্কৃতিক পটভূমিতে ক্রমশ ভিন্নতর অভিব্যক্তি ফুটে ওঠেছে। যুদ্ধ ও যুদ্ধকে কেন্দ্র করে নানান পারিপার্শ্বিক সমস্যার চিত্র বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উপাদানের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

'Oh, I wonder will we be at war this spring.
Will we be fighting while the robins sing?
Will bayonets be a-bristling, and bullets do the whistling,
While the world is all in bloom in the spring?'

সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণের আগেই রচিত হয়েছিল অ্যফ্রো-আমেরিকান লোকসুরে এই গান যা পল রবসনের 'বসন্তের গান'(১৯৪১) নামে পরিচিত। সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে প্রতিবাদ তথা গণজাগরণই এই ধরণের গানের মূল লক্ষ্য ছিল। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে সংগীত ও লোকসঙ্গীতের রূপকেযথাযথ ভূমিকায় ব্যবহার করা হয়েছে। বিভিন্ন সামাজিক ক্ষেত্রে জমে ওঠা আঞ্চলিক ক্ষোভ-বিক্ষোভ গুলির নানারকম চিত্র লোকসঙ্গীতের মধ্য দিয়ে বলিষ্ঠভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এই লোকঐতিহ্যগুলি শুধুমাত্র সামাজিক দুরবস্থার চিত্রকেই তুলে ধরেনি বরংতাদের সংগঠিত করতেও শত্রুকে প্রতিহত করার জন্য মানুষকে উজ্জীবিত করেছে। প্রাচীনকাল হতেই নানাপ্রকার অভাব, অনটন, শোষণ, দুর্নীতি, প্রতিবাদ, প্রতিরোধে লোকজীবন নির্ভর গ্রামীন সংস্কৃতির অঙ্গীভূত বিভিন্ন উপাদানগুলি সোচ্চার হয়ে উঠেছে। বাংলার লোকসংগীতের ক্ষেত্রেওযার ব্যতিক্রম ঘটেনি। কিন্তু সংগীত প্রকৃত অর্থে গণজাগরণের মন্ত্র, বিরোধিতার অস্ত্র,রাজনৈতিকভাষ্য হয়ে উঠেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে বিকশিত চেতনার বহুমাত্রিক সম্পর্কের মধ্য হতে। দেশ, কাল, সীমানার ভিন্ন ভিন্ন পটভূমিকায় সংগীতের বিষয়বস্তু বদলালেও প্রতিবাদের প্রতিধ্বনি, পরিস্থিতির গদ্যময়তা থেকে উৎসারিত কবিতার হাত ধরেমিশেছে সুরের হিল্লোলে। প্রতিবাদ প্রতিধ্বনিত হয়েছে গানের মধ্য দিয়ে। চারণকবি মুকুন্দদাস থেকে পল রবসন, পিট সিগাররের কণ্ঠস্বর মিশেছে এক থেকে বহুতে, 'লোক' থেকে 'গন'তে। মেহনতী মানুষের কষ্ট লাঘবের জন্য বিভিন্ন ধারার শ্রমসংগীত, আঞ্চলিক সংগীত, প্রতিবাদী সংগীত, স্বদেশী সংগীত মিলেমিশে গণসংগীতের জন্ম হলেও পাশাপাশি লোকসংগীতের আদি অকৃত্রিম সমাজ চেতনা নির্ভর চিরাচরিত রূপটি সমান্তরাল ভাবেঅবস্থান করছিল। কিন্তু তৎকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থার কারনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের

প্রেক্ষাপটে সৃষ্ট লোকসংগীতগুলি সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে।

কোন জাতির সামাজিক জীবনের বৈচিত্র্য যত বেশি, ধরে নেওয়া যায় তার লোকসঙ্গীতের বৈচিত্র্যও তত বেশি । বাংলার লোকসংগীতের ক্ষেত্রে এই বৈচিত্র্য যেমন বিষয়গত তেমনই ভাবগত। বিষয়গত দিক থেকে অনেক ক্ষেত্রেই লোকসংগীতের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে জনগণের বিভিন্ন অসুবিধার কথা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক নানা কুসংস্কারাচ্ছন্ন কার্যকলাপ, দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিদের প্রসঙ্গ ইত্যাদি। যা প্রকাশিত হয়েছে কখন গম্ভীরা গানের মধ্য দিয়ে আবার কখন তা ভাওয়াইয়া, চটকা, টুসু , কবিগান, পাঁচালীগান, যাত্রাগানের মধ্য দিয়ে। বরাবরই লোকসংগীতের মাধ্যমে সমাজ শুদ্ধিকরণের একটা প্রয়াস ছিল। যার পরম্পরা লোকসংগীতে বহু প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। যেমন পাঁচালীকার দাশরথি রায় সমসাময়িক সমস্যাকে পাঁচালী গানের বিষয়বস্তু করেছিলেন। যাতে একাধারে ভক্তি, সমাজসেবা, লোকশিক্ষা, সমাজসংস্কার, সমালোচনা, রঙ্গকৌতুক স্থান পেয়েছিল। লোকসঙ্গীতের শৈলী স্বদেশী চেতনায় রাঙিয়ে আঠারোশো শতকের শেষে উনিশ শতকের শুরুর দিকে তৎকালীন সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে নানান বঞ্চনার প্রসঙ্গ নিয়ে গান রচনা করেছিলেন মুকুন্দ দাস, গোবিন্দ দাশ, রমেশ শীল, হরি মোক্তার, কালীপ্রসন্ন বিদ্যাবিশারদ প্রমুখ।

১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর নাৎসি জার্মানির হাতে পোল্যান্ড আক্রান্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা। ১৯৪১ সালের ২২শে জুন জার্মানীর হাতে আক্রান্ত হয় সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন। ১৯৪৮ সালের ২৭ ডিসেম্বর জার্মান ও ইতালির সঙ্গী জাপান বোমা ফেলে আমেরিকার পার্ল হারবারে। সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত হওয়ার পর থেকেই ফ্যাসিবিরোধী সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড আরও তীব্র হতে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালীন ও পরবর্তী প্রভাবকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন গনসংগীত রচিত হওয়ার পাশাপাশি একই বিষয় কেন্দ্রিক বিভিন্ন ধারার লোকসংগীতও রচিত হয়েছে। লোকসঙ্গীতের সহজাত বৈশিষ্ট্যের মধ্য দিয়ে যা সম্ভব হয়েছে বলে মনে করা যায়। লোকসংগীত শিল্পীরা তাদের শিল্প চেতনায় সমাজ পারিপার্শ্বিকতাকে কখনো উপেক্ষা করতে পারেননি । যার ফলে অনেক ক্ষেত্রেই তারা কোন গণসংগঠনের মধ্যে যুক্ত না হয়েও একক ভাবে তারা বৃহত্তর গণআন্দোলনের শরিক হতে পেরেছিল।বাংলার লোকশিল্পীরা তাদের নিজস্ব ধারার গানের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমসাময়িক পরিস্থিতিকে প্রকাশিত করেছিল ।

পূর্ববঙ্গের (বর্তমানে বাংলাদেশের) নেত্রকোনা-র ১৯৪৩ সালেদুই অনামী গায়ক রশিদউদ্দিন এবং জামসেদউদ্দিন ময়মনসিংহ গীতিকবিতা (ব্যালাড) গাওয়ার ধরনে গেয়েছিলেন মন্বন্তরের উপর অসাধারণ গান।

‘আমার দুঃখের অন্ত নাই
দুঃখ কার কাছে জানাই
আমার সুখের স্বপন ভাঙলোরে
এই চুরাই বাজারে
ও ভাইরে ভাই
ওই ১৩৫০-র কথা
মনে কি কেউর পড়ে গো
আরে ক্ষুধার জ্বালায় বুকের ছাওয়াল
মা’য়ে বিক্রি করে
রে চুরাই বাজারে।

পূর্ববঙ্গের পল্লী অঞ্চলের ‘সমসাময়িকগীতি’ ছাড়াও অকস্মাৎ‘গীতি’ নামে এক প্রকার গানের প্রচলন দেখতে পাওয়া যায়। এই গানের জন্ম হঠাৎ কোন ঘটনার উপলক্ষকে কেন্দ্র করে। গানের বিষয়বস্তুর মধ্যে সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক এমনকি অনেক সময় বহু ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। খুবই আশ্চর্যের

বিষয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গ্রামের নিরক্ষর ও অর্ধশিক্ষিত মানুষেরা এইসব গানের রচয়িতা । এরকমই বাঁকুড়া অঞ্চলের একটি গান হল-

'জাপানেজার্মানে লড়াই লেগেছে
কুলটিতে বরাকরে পল্টন নেমেছে।
তোমরা বলো আমরা শুনি, ফেরি দিব চার আনি,
পুলিশ দারোগাকে আমরা ডরাই না'।
পাকি সড়কে চল্যে যাব, কেউ ঘুরাস না।

ভট্টাচার্য, শ্রীআশুতোষ, লোকসংগীত রত্নাকর, চতুর্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ১৬৩০

ভাদু গানের মধ্যে দিয়ে রচিত হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের তৎকালীন অবস্থার কথা। ভাদু উৎসব হলো আদিবাসীদের করম উৎসবেরই একটি হিন্দু সংস্করণ। যার মধ্যে পারিবারিক ও ব্যক্তি জীবনের সকল সুখ দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা তাদের ইষ্ট দেবতার কাছে প্রকাশ করে । এরকমই একটি ভাদু গান হল -

ভাদু , হল্যে কি দেশে সোলজাররা দেশে চ্যাপেছে
ঘরের মানুষ উঠাই দিয়া সোলজাররা ঘরে বসে
এরূপালেন বোমা কামান ছাড়িয়ে ঘনে ঘনে
সাতার বাবু ভেড়া উঠে গো জনে জনে
বাঁকুড়া কোলকাতায় আবার গো আসানসোল বন্ধ হচ্ছে
বাঁকুড়ার খেতু গরাই গো মটর বন্ধ করছে
ভূতগেড়ার জলে বারণ জলকে যায় না তাই লোকে
সভাপতির কাছে দাঁড়ায় সবচেয়ে বারণ করছে
ভাদু হলো কি দেশে সোলজারের দেশে চেপেছে।

ভট্টাচার্য, শ্রীআশুতোষ, লোকসংগীত রত্নাকর, চতুর্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ১৬৩৪

লোকসঙ্গীতের অন্তর্গত প্রচলিত একটি ধারা হল 'মালসী সংগীত' যা শ্যামা সংগীতের ভাবানুসারী। কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী ইত্যাদি দশমহাবিদ্যাকে সম্বোধন করে মালসী সংগীতগুলি রচিত হলেও কালক্রমে ব্যক্তিকেন্দ্রিক আর্তি মোক্ষলাভের আকুতির পরিবর্তে এলো সমষ্টি কেন্দ্রিক বিষয় ও সমস্যা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটেও মালসী সঙ্গীতের ভাষার পরিবর্তন আসে। রচিত হয় যুদ্ধের মালসী, দুর্ভিক্ষের মালসী , কন্ট্রোলের মালসী , দুর্নীতির মালসী, দেশভাগের মালসী ইত্যাদি। এরকমই হরিচরণ আচার্যের লেখা যুদ্ধের মালসী হল-

চিতান-তারা, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কারিণী শিবের তন্ত্রেতে শুনি।
পাড়ন - এবার সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টি নাই তোমার উঠলো ভারতে হাহাকার ধ্বনি।
ফুকার - হল ইউরোপের প্রলয় চিহ্ন, চল্লিশ অক্ষৌহিণী সৈন্য,
যুদ্ধের জন্য জীবন দিতে বাধ্য তাকে সমুদ্রের পথ রুদ্ধ।
জার্মানি আর সার্ভিয়ার, অকালে সৃষ্টি সংহারে
রাম রাবণের যুদ্ধের পরে, হয় নাই এমন যুদ্ধ।।
মিল - কোথাও রনের অনল হলো প্রবল, বিদেশ ইউরোপে
এবার ভারতবর্ষে ভয়ে কাঁপে সেই রন উপলক্ষ্যে।
মুখ - রনরঙ্গিনী জয় দে ইংরাজের পক্ষে।।

চন্দ্র সিং, দীনেশ, পূর্ববঙ্গের কবিয়াল ও কবি সংগীত

১৯৪১ সালে ডিসেম্বর মাসে শুরু হলো সিঙ্গাপুরের বোমাবর্ষণ। শহরের মানুষ পালাতে শুরু করলো গ্রামেগঞ্জে। তৎকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে রচিত জারি গান হল -

(১) ''উড়াইছে জাপানি উড়োজাহাজ
বোমা ফেলে কাতার কাতার
মানুষ গরু একই সঙ্গে সব হইল কাবাব।
সোনার দেশ এই ভারত ভূমি
নাইরে দুঃখ নাইরে ব্যাধি,
অলুক্ষনা সাগর পারের যতেক কাঙাল
(ও) তারা জোট পাকাইয়া বাধাইছে জঞ্জাল''।

জারিগানের প্রধান গায়ককে প্রায় সব অঞ্চলেই 'বয়াতী' বলা হয়। এই 'বয়াতী'কে জারি গানের চালক বলা যেতে পারে। নিম্নোক্ত এই বিচ্ছেদী গানটি

'বয়াতী'র গানযেখানে তার স্বামী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীতে অংশগ্রহণ করার প্রসঙ্গে নারী মনের বিচ্ছেদ যন্ত্রণা ও যুদ্ধের ভয়াবহতার ছবি প্রকাশিত হয়েছে।

মোর খসম গেছে যুদ্ধে চলিয়া,
ওগো ননদী আমারে একলা ঘরে থুইয়্যা।
ও ননদী গো উড়ুয়া জাজে যুদ্ধ করে
জাপানে আসিয়া।

আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রনদামামা সমাজে কেমন ছায়াপাত ঘটিয়েছে তারই একটা নমুনা মেলে ইংরেজবাজারের গম্ভীরা শিল্পী গোপাল দাস রচনায়।

১) ক্ষুদ্র বিনাশ করতে বুঝি ধরেছে হে রুদ্র বেশ
জলে-স্থলে আগুন জলে চোখের জলে ভাঁসে
(ভাসে) দেশ

২) চীন জাপান জার্মান ইতালি
মাথায় আগুন দিয়েছে জ্বালি
সবে ঋণগ্রস্ত অতিব্যাস্ত
সকল দেশ মহা ক্লেশ।।

ঘোষ, প্রদ্যোত, লোকসংস্কৃতি : গম্ভীরা, পৃষ্ঠা - ৭৮

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বাংলার বহু শহরে ইভ্যাকুয়েশান বা লোকঅপসারণ শুরু হয়। শত্রুপক্ষের বোমা পড়ার আশঙ্কায়, স্থলপথে শত্রু আক্রমণের ভয়ে জনগণকে সরিয়ে নেওয়া হয়। এর ফলে সাধারণ মানুষের এই দুর্দশার প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছে লোকসংগীত শিল্পীরা

জলপাইগুড়ি শহুরৎ গাড়িত নামিসে
মাদারগঞ্জের বালুর ঢিপত্ যারা মারেছে তোপ
শুনো ও নগরবাসী ও ।

— চট্টোপাধ্যায়, বিমলচন্দ্র, প্রতিবাদী বাংলা লোকসংগীত, পৃষ্ঠা-৭৫

উপরোক্ত বিভিন্ন ধারার লোকগানের মধ্যে তৎকালীন সময়কারনানা ধরনের সমাজচিত্র ফুটে উঠেছে। লোকসঙ্গীতশিল্পীরাযেমন স্বাভাবিকভাবেই পারিপার্শ্বিক সামাজিক অবস্থাকে বর্ণনা করে ঠিক সেই ভাবেই চল্লিশ-পঞ্চাশেরদশকে উদ্ভূত আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক সমস্যাকে গানের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত করেছে আঞ্চলিকতার বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রেখে। বিভিন্ন গণসংগঠনের রচিত গানগুলি স্বরলিপিবদ্ধ আকারে পাওয়া গেলেও স্থানীয় লোকসংগীত শিল্পীদের গানগুলি মৌখিক স্তরেই সীমাবদ্ধ থেকে গেছে যা সংরক্ষণের অভাবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই লুপ্ত। যুদ্ধকেন্দ্রিক কিছুচরিত্র, দেশ ও ঘটনার কতকগুলি শব্দ যুক্ত হওয়া ছাড়া 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ' কেন্দ্রিক রচিত লোকসংগীত গুলিতে পৌরাণিক চরিত্র, ঈশ্বরচেতনা, বিভিন্ন লোকাচার, আঞ্চলিকতা, ভাষার বৈশিষ্ট্য, সর্বোপরি সুরের চলন ও গায়কীর বৈশিষ্ট্যএকই রকম রয়ে গেছে।

অভাব-অনটন যুদ্ধ-বিগ্রহ নানান সামাজিক প্রতিবাদের জঠরেপ্রতিবাদী লোকসঙ্গীতের জন্ম। তাই ব্যক্তিগত অভাব-অনটনের সঙ্গে সহজেই লোকসঙ্গীতের ভাষা সাধারণ মানুষ জীবন দিয়ে অনুভব করতে পেরেছে। লোকসংগীত শিল্পীর সুরেলা, নির্ভীক, বলিষ্ঠ কণ্ঠ শুধুমাত্র গণচেতনা জাগরণের জন্য নয় তা সংগীতের দিক থেকেও তা সম্পদ হয়ে রয়েছে। আর এই উদাত্ত কণ্ঠই ছিল লোকসংগীত শিল্পীর কাছে ছিল প্রধান হাতিয়ার। আর এইখানে লোকসংগীত এর অববাহিকায় বেড়ে উঠেছে গণসঙ্গীতের চারা গাছ।

প্রতিবাদী লোকসঙ্গীত শুধুমাত্র গানের গঠনগত বা ভাষাগত পরিবর্তন নয় এটি মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকেও একটি অনুভবের মাত্রা যা ব্যক্তিকে তৎকালীন বিচ্ছিন্নগ্রাম জীবনের মধ্য হতেও অনুভব করাতে পেরেছে সমস্যায় বৃহত্তর পরিসর তথা অভাব-অনটনের মূল উৎসকে। কাঠামোগত দিক থেকে লোকসংগীত স্থানীয় সংস্কৃতির শিকলে আবদ্ধ থাকতে চাইলেও, ভাবগত দিক দিয়ে লোকসংগীত স্থানিকতার সমস্ত বন্ধন ছাড়িয়ে মুক্ত বিহঙ্গের মতো আন্তর্জাতিক হতে চায়।

A STUDY ON THE GANDHI'S VIEWS ON SELF-PURIFICATION AND SELF-RESPECT AND HIS 'SARVODAYA' PHILOSOPHY

Dr. Goutam Patra , WBSES, Principal, Govt. Training College, Hooghly

Introduction:

Mahatma Gandhi, a great philosopher in the world, synthesized the three important philosophies- Idealism, Naturalism and Pragmatism. On the basis of such synthesis of these philosophies, he propounded his educational thought for the development of mankind. Gandhian Philosophy and thought on education had brought a new dimension and fundamental changes for building up of a new social order based on mutual co-operation, tolerance, truth and non-violence.

But a dismal picture in the sphere of education is seen today as we have been failed to follow his glorious thought in the field of education. Educational Institutions have been the breeding ground of violence, communal conflicts, racial discrimination and social disintegration. Moreover, education of today has become completely out of touch both with the realities of national life and the upsurge of national aspirations. It has failed to cope up with the socio-economic problem stirring up in our country. The morality and human values of the youth of our country have been decreasing day by day as the system of education gives the youth a little insight in their national heritage, culture and values. But if we go through the Gandhian thought, we will find that he categorically emphasized on the development of social, cultural, economic, environmental and aesthetic values through the adoption of 'Learning by doing' which will cause 'all round drawing out of the best in child and man −body, mind and spirit' Gandhi wanted to make the child to be more practical rather than depending upon the accumulation of bookish knowledge. 'Gandhiji's purpose of education as to raise man to a higher order through full development of the individual and the evolution of a new man'

Development of Self-dependency, self-sufficiency, self-awareness, love for truth, non-violence, creativity, life skill, values in life, soul force and will force are more pertinent components of Gandhian thought which are necessary in the present socio-economic and educational scenario.

Mahatma Gandhi wanted to re- build India through constructive works. The vision and mission was to establish a new social, political, economic and social order. These orders are called by him nonviolent and non-exploitative in nature. His 'Sarvodaya' philosophy helps

to re-build man and the nation. Education is a tool through which self-purification of man is occurred. Self-purification is more dearer to reconstruct the nation. The constructive work is the central point of understanding of Gandhi's 'Swaraj' which was a step towards the ultimate goal of 'Ramrajya'

Mahatma Gandhi wanted to create a new social order based on Truth, peace and non-violence. He envisaged education and moulded it into a certain pattern as 'the the spearhead of social revolution' that will enable life to move forward towards peace, justice and cooperation. He expressed that life could reach to its destined greatness through the weapon of education by removing poverty, ignorance, disease, superstition and intolerance. He was against caste war and class struggle. He wanted to solve problems of social tension, social disharmony and social disequilibrium resorting to social cooperation, collaboration and sympathetic accommodation of brotherly solidarity. He aroused the attention of people to the evils of social injustice. He thought that true education will awake the conscience of the human race.

He wrote in the Harijan in 1925 that "untouchability is our greatest shame the humiliation of it is sinking deeper." He declared that abolition of untouchabilty as the essential prerequisite for India's independence. To him untouchabilty is the worst feature of the caste system. The entire out look of the Hindus on life and politics is coloured by it. He called 'durjan' those who hate 'Harijan' (a man of God). Gandhi did not believe in caste system and considered 'Varnashram' an odious and vicious dogma. To him four divisions of society, each complementary of the other and none inferior or superior to any other. He told that the particular religion and that nation will be blotted out of the face of the earth which pins its faith to injustice, untruth or violence. 'God is love, not hate, God is Truth, not untruth. God alone is great. We, his creatures are but dust. Krishna honouredSudama in his rags as he honoured no one else. Love is the root of religion.'

He said, "My greatest worry is the ignorance and poverty of the masses of India and the way in which they have been neglected by the classes, especially the neglect of the Harijans by the Hindus"

Gandhi coined a new term 'Sarvodaya' literally means the 'welfare of all' articulating his vision and mission to transform Indian society. Sarvodaya, Swaraj, Ahimsha, Satyagraha, Gramodaya, Samya yoga, Asahayoga all the terms indicative of a new vision for the reconstruction and transformation of the Indian society. His ideas of truth, justice, fearlessness, fraternity, absence of hierarchy and dignity of labour and values are the new components which he considered very essential for the revivification of ancient society. In the constructive programme of village society the following programmes are equally executed by both men and women.

1. Communal unity
2. Prohibition of intoxicants
3. Removal of Untouchability
4. Village sanitation, health and hygiene
5. Women's emancipation
6. New Education(NaiTalim)
7. Khadi and Village Industries
8. Krishi and Go seva

Nagraj mentioned in his paper that Dalit movement was the firm rejection of the Gandhian model of tackling the problems of untouchables. Babasaheb's political views were different from Gandhian ideology and cultural politics. Untouchability is the central concern of Mahatma Gandhi.

Verma(1980) mentioned that Gandhi's views seek to build a new society on the foundations of spiritual and moral values. It is an attempt to meet the contemporary problems struck to India.

Pandey (1988) stated that Sarvodaya is the emotional integration and the highest human aspiration. It is the 'Anasakti' mentioned in the Bhagabat Gita and comparable to Platonic detachment.

It is the highest manifestation of love and attempts at the greatest good of the greatest number. His educational views are also meant for the welfare of the people and welfare of the nation. It is an attempt to reorient human mind and to reconstruct human society.

Studies In India

Mahatma Gandhi wanted to eradicate untouchability as a sacred ritual of self-purification. Harijan movement was the attempt of removal of untouchability for purification of soul.

Iyer (1978) statedthat Gandhiji invoked the Mahabharata in support of his view that Dharma signifies the way of truth and non-violence. He collected two immortal maxims-

1. Ahimsha-the supreme law of Dharma and
2. There is no other law of Dharma than Sathya or truth.

Gandhi's concern for self-purification was by means of education for values. He establishes values in terms of religious education which teaches the lesson of enrichment and transcendence of values and exercising the essence of all religions.

Alexander (1961) mentioned that Gandhi was no orthodox Christian, but neither was he an orthodox Hindu. He combined, in his own person, much of the richness of the Hindu tradition with some of the best in the Christian tradition. These two vital streams met in him.

RathnamChetty, (1991) that Sarvodaya could be regarded as a spiritual activity which has both negative and positive meanings. In negative sense it is not limited to one person or to one group of persons and nobody is excluded from enjoying its boon.

Sharma (1960) mentioned that the concept of Sarvodaya encourages the participation of all people irrespective of class, caste, creed and religion. It stands for the total blossoming

of all faculties of the human soul-physical, mental and spiritual.

Dharmadhikari stated in SarvodayaDarshan that 'Sarvodaya is a term with a wider connotation since it conceives of assimilation of all and not only of many or most.' It is the rise of all and the universal welfare for the all round development of all.

Mahatma Gandhi was deeply influenced by John Ruskin's Unto The Last. It means uplift of the last. Gandhiji termed it as 'Sarvodaya'. On the other hand Pradhan (1980) opined in the socialist thought of Mahatma Gandhi, that the idea of welfare of all formed a part of his mental make-p even before he read this book.

Mahatma Gandhi mentioned in his autobiography The Story of My Experiments with Truth that he first knew the idea of welfare of all human being. In his own words it could be stated, 'the first of these I knew'

Narayan (1964) mentioned that morality is essential means to achieve good ends and good society. He impartially observed, 'In Marxism any means are good means provided they serve the ends of the social revolution.'

Gopalan (1969) mentioned that Gandhi considered means as the determinant of ends. He stated means are as important as ends. Gandhi's unique contribution to the world that means is more important than ends. This emphasizes on the Niskamakarma that teaches a person to have control over means not over the ends.

Tendlkar (1951) mentionedthat Mahatma Gandhi believes in the progressive evaluation of man and the end of man is self-perfection. So he had the conviction that man must have complete control over means and means are subordinated to ends. Gangal defined in Thought and Techniques in the modern world that Gandhiji has offered seven vows to create a disciplined society. Self-sacrifice is the essence of Sarvodaya social order. He wanted to establish a new social order based on social justice, freedom, equality and fraternity. Sarvodaya society should maintain social obligation like varnashrama in ancient India.

Dutta Mishra (1995) mentioned in Fundamentals of Gandhisim about the Gandhi's views on good social order. Indian society was conflicted with caste-conflicts and it was full of many deep-rooted evils. Mahatma Gandhi wanted to establish sarvodaya order and tried to find out solutions to many social problems such as, child marriages, untouchability, sati, Pardah, negation of education to women, dowry, polygamy, corruption, exploitation etc.

RathnamChetty(1991) narrated Gandhi's political views in Sarvodaya and Freedom: A Gandhian Appraisal and stated that Sarvodayapolitical order was based on certain fundamentals. Mahatma Gandhi believed that all individuals are equally born and they are the custodians of the supreme power in the state. All must be well trained for self-rule and they should believe in the divinity of all individuals and welfare of all.

Bose (1994) mentioned that Mahatma Gandhi adopted integral approach to all human problems. So the economic aspects are not

exception as he considered that the basic aim regarding Economics was to reduce economics to terms of religion and spirituality. He again stated that ethics and economics are not two different entities. Economics become immoral and sinful when it hurt the moral-well being of an individual or a nation.

Mahajan (1956) mentioned that In Gandhian economic order there is no room for dependence as it is slavery and to whom self-sufficiency is freedom. InSarvodaya economic order man is totally free from material bondage. Sarvodaya economic system is realistic and practical. Narayan (1956) in mentioned that the situational back ground from which socialism and Sarvodaya emerged was different. But the humanistic ideals of both are same.

Studies Abroad

Iyer (1973) mentionedthat Mahatma Gandhi emphasized on self-rule and self-reliance of the people. Even before the term swarajtowards the end of nineteenth century, the Bengali militants justified their doctrine of Boycott of British goods in the name of swadeshior patriotism. During swadeshi movement Mahatma Gandhi adopted the principle of using Charkha in schools to gained self-reliance and national self-dependence.

Parel (1997) mentioned that though Mahatma Gandhi was a critic of modernity and confronted against the foundational principle of the modern world, there were modern concepts of autonomy and equality in his ideals. His conceptualization of autonomy and equality, allied as they are, with community, duty and cohesion.

Rudolph & Rudolph (1967) stated that in modern civilization transformation of society caused due to industrialization, urbanization, and mass communication. Modern society is differentiated and is broadly participatory and democratic.[26] So students of modern society have to construct models of societal behaviour under tradition and modernity, one being opposed to other.

Conclusion:

If mankind has to live in peace and achieve progress in all spheres, it has to eschew violence and to adhere to the philosophy of love, truth, tolerance and cooperation.

The essence of Gandhi's educational philosophy lies on the real rural development of the nation. Simple living and high thinking, voluntary reduction of materialistic wants, pursuit of moral and spiritual principles of life, dignity of labour are the keys of progress of individual and nation. Balance between the needs and the means is to be maintained. Gandhiji believed that non-violence and truth could not be sustained unless a balance between the needs and the means was maintained.

Reference

Barnabas, A.P., Meheta, C. Subhas, (1965) Caste in Changing India, New Delhi, IIPA, p.15 Ibid., p.2 Harijan, February 11, 1933

Young India, December 26, 1924, pp. 423-24

Tendulkar, D.G. (1953) The Mahatma, Vol. iv, pp. 125-26

Nagraj, D. R 'Self-purification v/s Self-respect: On the Roots of the Dalit Movement, in The Flaming Feet: A study of the Dalit Movement, Bangalore: South Forum Press, 1993, pp.1-30

Verma, V.P. (1980).The Political Philosophy of Mahatma Gandhi and sarvodaya, Agra, Lakshmi Narayan Agarwal, 4th Edition, p.279.

Pandey, B.P. (1988). Gandhi, Sarvodaya and Organizations. Allahabad, Chugh Publications, pp.20-21

Iyer, R. N. (1978). The Moral and Political thought of Mahatma Gandhi. Delhi: Oxford University Press, p.226

Alexander, H. (1961). Consider India: An Essay in Values that Gandhi, Bombay: Asia Publishing House, pp. 40-41

Rathnam Chetty, K. M. (1991). Sarvodaya and Freedom: A Gandhian Appraisal, New Delhi: Discovery Publishing House, p.46.

Sharma, B. S. (1960). The Philosophical Basis of Sarvodaya. Gandhi Marg, Vol. 4, No. 3, July, p.255.

Dharmadhikari, D. (?) Sarvodaya Darshan, Sarvaseva Sangh Prakashan, Varanasi, p. 18.

Pradhan, B. (1980).The socialist thought of Mahatma Gandhi. Delhi: G. D. k. Publication, Vol. 1, p 284.

Gandhi, M. K. (1948). The Story of my Experiments with Truth. Ahmedabad :Nabajivan Publishing House, p.365.

Narayan, J. (1964). Socialism, Sarvodaya and communism, Bombay: A. B. H., p. 149.

Gopalan, S. (1969). Means and ends: The Gandhian view .Gandhi Centenary Volume, , p. 70

Tendlkar, D. G (1951).Mahatma, Vol.11, New Delhi: Publications Division, Govt. of India,p.299. Harijan, 27.2.1949.

S. C. Gangal, Thought and Techniques in the modernworld, Criterion Publications, New Delhi, pp. 158-59.

Dutta Mishra, A. (1995). Fundamentals of Gandhisim, New Delhi: Mittal Publications, p.14.

Rathnam Chetty, K. M. (1991). Sarvodaya and Freedom: A Gandhian Appraisal. New Delhi: Discovery Publishing House, p.66.

Bose, N. K. (1994). Mentioned in Selection from Gandhi, Ahmedabad, Navjiban Publishing House, p.40.

Narayan, J. (1956). From Socialism to Sarvodaya. Madras: Socialist Book Centre, p. 26.

Iyer, R. (1973). The Moral and Political Thought of Mahatma, Chicago, Oxford University press ,p.347.

Parel, A. (1997). Hind Swaraj, Cambridge: Cambridge University Press, p. xvi, introduction

Rudolph Lioyd I., & Rudolph, susnne, H. (1967). The Modernity of Tradition, Chicago, University of Chicago press, p. 3

HALLYU- প্রবাহ না নরম আধিপত্যবাদ!!

বৈশালী বসু (রায় চৌধুরী)
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
রাষ্ট্রীয় প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, হুগলী

গত বছর বেড়াতে গিয়েছিলাম দক্ষিণ কোরিয়ার বুসানে। বন্দর শহর, একই সঙ্গে পাহাড় আর সমুদ্রের অপরূপ সমাহার। সমাজমাধ্যমের কল্যাণে এবং আমাদেরই উৎসাহ সমস্ত গতিবিধি সবার জানা। তাই, বুসানে পৌঁছনোর পরই পুরনো ছাত্রী স্কুলশিক্ষিকা মধুমঞ্জরীর বার্তা— মেয়েদের সাথে ম্যাপ নিয়ে খেলি "কে কোন দেশে বেড়াতে যেতে চাও, আমার বেশির ভাগ মেয়ে দক্ষিণ কোরিয়ায় যেতে চায়। **BTS** ওদের প্রিয়। আপনি ওখানকার ছবি পাঠাবেন? তাহলে মেয়েদের জানা ইউটিউব আর গুগলের বাইরে মাটির কাছাকাছি দক্ষিণ কোরিয়া দেখাতে পারবো।"

সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বাংলা মাধ্যম স্কুলের ছাত্রী, বিশ্বসাহিত্য অথবা বিশ্বচলচ্চিত্রের সঙ্গে প্রাত্যাহিক যোগাযোগ নেই, কিন্তু দক্ষিণ কোরিয়া সম্বন্ধে আগ্রহী (খেয়াল রাখতে হবে এটা বিলেত আমেরিকা নয়), এই বিষয়টা আমাদের প্রজন্মের মানুষদের একটু বিস্মিত করে দেয়। সেই বিস্ময় থেকে শুরু অন্বেষণ, আর সেই অন্বেষণ সন্ধান দেয় অনেকগুলি তথ্যের। একটু ভাগ করে নেওয়া যাক তথ্যগুলি।

শিরোনাম – শব্দ HALLYU

শব্দটি এসেছে চিনা *hanliu (韩流)* থেকে, যার অর্থ কোরিয়ার পপুলার কালচার। সাধারণভাবে **HALLYU** এক কোরিয়ান প্রবাহ যা কে-পপ অথব কে-ড্রামার মতো বিনোদনধর্মী বিষয়গুলিকে দিয়েছে বিশ্বায়িত জনপ্রিয়তা, যে ভুবনগ্রামে বসতি করে ভারতীয় জন ও মনও। এই কোরিয়ান বিনোদনের উপভোক্তা ভারতীয়দের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। প্রসঙ্গত উল্লখ্য Oxford English Dictionary-তে সংযোজিত হয়েছে ২৬টি কোরিয়ান শব্দ, এবং উল্লেখযোগ্য সংযোজন **HALLYU** এবং **K-DRAMA**।

দক্ষিণ কোরিয়া তথা **HALLYU** সম্বন্ধে ভারতীয় নবীন প্রজন্মের আগ্রহী হওয়ার প্রাথমিক সময়কাল –

যদিও একবিংশ শতকের প্রথম দশক থেকেই দক্ষিণ কোরিয়ার বিনোদন জগতের সঙ্গে ভারতীয়দের পরিচয় ঘটছিলো, কিন্তু এই বিনোদন দরিয়ায় তুফান হয়ে এলো সাই **(PSY)** এর গ্যাংনাম স্টাইল। বিরাট কোহলি থেকে অমিতাভ বচ্চন- গানের সুরে পা মেলালেন সবাই, তরুণরা তো পা মেলাবেই। তৎকালীন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রপতি মুন জে ইনের স্বাগত ভাষণে বলেছিলেন "Korean popular culture has also charmed us. From Gangnam Style to the Korean band BTS, our youth are captivated by the tunes of these iconic pop groups even though many of them have never visited Gangnam!" অর্থাৎ কোরিয়ান পপ-ব্যাণ্ড BTS-এর জনপ্রিয়তার কথা রাষ্ট্রিক স্তরেও আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। এই তুফান কিন্তু থেমে গেলো না, একটি স্থিতিশীল প্রবাহ হয়ে থেকে গেলো।

HALLYU - ভারতে একটি স্থিতিশীল প্রবাহ

প্রতিদিনের ভারতীয় যাপনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই HALIYU কীভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে একটু দেখে নেওয়া যাক -

● **বিনোদনের দুনিয়া** - কোভিড-কালে কোরিয়ান পপুলার কালচার-এর প্রভাব অনেক বেশি বিস্তার লাভ করে। নেটফ্লিক্স এবং অন্যান্য ওটিটি প্লাটফর্মগুলিতে ভারতীয় জনতার কাছে দক্ষিণ কোরিয়ার গান, চলচ্চিত্র, নাটক, সিরিজ অনায়াসলভ্য হয়ে যায়, হু হু করে বাড়ে জনপ্রিয়তা। ২০২০-র জানুয়ারি মাসে অনলাইন প্ল্যাটফর্মে গান শোনার নিরিখে BTS ছিলো ৬৮তম স্থানে, লকডাউন পরবর্তী সময়ে অক্টোবর মাসে জনপ্রিয়তা এবং শ্রোতার নিরিখে চলে আসে অষ্টম স্থানে।

● **দক্ষিণ কোরিয়ান ভাষা** - ভারতে দক্ষিণ কোরিয়ার বিনোদনের দুনিয়া প্রসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার দেশীয় ভাষা শেখার চাহিদা বাড়তে থাকে। Duolingo Language Learning app- যেখানে এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় ভাষান্তরের শিক্ষা সহজ হয়, সেখানে কোরিয়ান ভাষা শিক্ষায় সারা বিশ্বে ভারত প্রথম পাঁচটি দেশের মধ্যে আছে। জহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে SCHOOL of LANGUAGE, LITERATURE & CULTURAL STUDIES THE CENTRE for KOREAN STUDIES অন্তর্ভুক্ত হয় ২০১৩ সালে। ২০২০ সালে এটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ববৃহৎ বিদেশী-ভাষাকেন্দ্রে পরিণত হয়ে ওঠে। সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো NATIONAL EDUCATION POLICY 2020 তে কোরিয়ান ভাষাকে বিদ্যালয়স্তরে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে।

● **ত্বকের যত্ন নিন** - গ্লাস স্কিন, ফেস শিট, স্নেইল প্রোডাক্ট, পিলগ্রিম প্রোডাক্ট এখন স্কিন-কেয়ারের ভারতজোড়া বিপণনের সিংহভাগ জুড়ে আছে। চিত্রতারকা থেকে সাধারণ মধ্যবিত্ত কোরিয়ান সামগ্রীতে মজেছেন সবাই।

● **কোরিয়ান রন্ধন প্রণালী** - গত শতকের শেষের দিকে 'ম্যাগি-টু মিনিট নুডলস' খাদ্য-বাজারে প্রায় বিপ্লব নিয়ে এসেছিলো, সময়াভাব এবং ব্যস্ত জীবনযাত্রায় এই ধরণের রেডি-টু-ইট খাবারের চাহিদা ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। এই ধরণের খাবারের বাজার দখলে নেমে পড়েছে Kmchi Noodles/Ramen, Korean BBQ প্রভৃতি, এবং এর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভারত তথা কলকাতার বাজারে বৃদ্ধি পাচ্ছে কোরিয়ান রেস্তোরাঁর সংখ্যা।

● **ই-কমার্স** - অ্যামাজন, ফ্লিপকার্ট এর মতো অনলাইন শপিং সাইটগুলোর ব্যবসা দ্রুতবেগে বেড়েছে কোভিড-লকডাউন চলাকালীন এবং পরবর্তী সময়ে। এই তালিকায় গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন 'কোরিকার্ট' (Korea in a Cart)। এই ই-কমার্স সাইটটি তাদের ওয়েবসাইটে জানাচ্ছে With over 8 years of experience in the industry, we have a deep understanding of the Indian market and take our customers' satisfaction very seriously. With over 8 years of experience in the industry, we have a deep understanding of the Indian market and take our customers' satisfaction very seriously. With over 8 years of experience in the industry, we have a deep understanding of the Indian market and take our customers' satisfaction very seriously, বুঝতে অসুবিধা হয়না ভারতীয় বাজার তাদের কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে?

শিল্প-সংস্কৃতি-ব্যবসা-বাণিজ্য ভারতের দুয়ার খোলা সমস্ত পৃথিবীর জন্য। সেই খোলা দুয়ার দিয়ে ভারতমঞ্চে সগর্ব সফল প্রবেশ ঘটেছে দক্ষিণ কোরিয়ার। এই বিশ্বায়নের কালে যে দেশগুলি নিজেদের প্রতিষ্ঠিত

করতে চেয়েছে এবং ধাপে ধাপে পরিশ্রম, বুদ্ধি এবং গাণিতিক হিসাবনিকাশের মাধ্যমে নিজেদের চাওয়াকে পাওয়াতে পরিণত করতে পেরেছে দক্ষিণ কোরিয়া তার অন্যতম। এই অনায়াস প্রক্রিয়ায় কোন সমস্যা থাকার কথা নয়, কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় কিছু। সেই জিজ্ঞাসায় জড়িয়ে থাকে মানব-মনস্তত্ত্ব।

নরম আধিপত্য (SOFT POWER)

'POWER' শব্দটির অনুষঙ্গে আসে শক্তি, দাপট। কিন্তু এই শব্দটির আগে যদি যুক্ত হয় 'SOFT'? সেক্ষেত্রে অনুষঙ্গে আসে সংস্কৃতি, মনন, যাপন। কোন ভূখণ্ড দখল করার জন্য 'HARD POWFR'-এর প্রয়োগ আবশ্যিক, কিন্তু বাহ্যিক ক্ষমতা অথবা শক্তি প্রদর্শন না করেও ধীরে কিন্তু অমোঘভাবে অন্য ভূখণ্ডের মানবমনকে অধিকার করার পদ্ধতির অন্য নাম 'SOFT POWER' HALLYU এবং SOFT POWER অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। SOFT POWER-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ হয়না, কারণ আগ্রাসনটা খুব স্পষ্টভাবে অনুভূত হয়না। অনুভূতির সঙ্গে যুক্তির লড়াই শুরু হয় তখনই, যখন ভালোলাগার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা অস্বস্তিটাও অনুধাবন করা যায়। অস্বস্তিটা ঠিক কীরকম? ঝলমলে কে-ড্রামা, কে-পপ, ওটিটি সিরিজ-এর প্রদীপের নিচে যে আবছায়া অঞ্চল, সেটায় জমে থাকা শ্যাওলামাখা যে পিচ্ছিল অঞ্চল, সেখানে খুব সাবধানে পা ফেলতে হবে তো, নইলে আলোর ঠিকানায় পৌঁছনো যাবে কী করে! সতর্কভাবে পা ফেলতে হলে আবছায়া অঞ্চলটা ভালো করে চিনেও নিতে হবে।

ধূসর আবছায়া

* ঘটনা ১- 'প্যারাসাইট' প্রথম দক্ষিণ কোরিয়ান ছবি যা পাঁচটি অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিলো। বহুল প্রশংসিত এই ব্ল্যাক কমেডিটি দ্বিতীয়বার বহুলভাবে চর্চিত হল সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে। মুভিটির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অভিনেতার লি সান- কিয়ানের মৃতদেহ পাওয়া যায় রাস্তায় পার্ক করা একটি গাড়ির মধ্যে, সন্দেহ করা হয় তিনি আত্মহত্যা করেছেন।
* ঘটনা ২ - দক্ষিণ কোরিয়ান অভিনেতা-সঙ্গীত শিল্পী পারক-ইওঙ্গ-হাকে নিজের ঘরে ঝুলন্ত মৃত অবস্থায় আবিষ্কার করেন তাঁর মা।
* ঘটনা ৩ - অভিনেত্রী লি-ইউন-জু আত্মহত্যা করেন ২৪ বছর বয়সে।
* ঘটনা ৪ - ইউ-নি, সঙ্গীত- নৃত্যশিল্পী আত্মহত্যা করেন ২৫ বছর বয়সে।
* ঘটনা ৫ - অভিনেত্রী জেয়ং-দ্য-বিন আত্মহত্যা করেন ২৭ বছর বয়সে।
* চই-জিন-সিল, দাউল কিম—তালিকা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়েই যাচ্ছে।

এতো আঁধার কেন?

দক্ষিণ কোরিয়ায়, মানুষ সবসময় চায় নিজেকে উপস্থাপনযোগ্য করে রাখতে। এই চাহিদাটি শুধু পোষাকে সীমাবদ্ধ নয়। এর মধ্যে রয়েছে সম্পূর্ণ শারীরিক উপস্থাপন-যেমন মহিলাদের ক্ষেত্রে অত্যন্ত স্লিম চেহারা, দাগহীন ফ্যাকাশে ত্বক, দর্শনযোগ্য চিবুক এবং নকল পাতাযুক্ত চোখ। আর, পুরুষদের জন্য ছিপছিপে কাটাকাটা চেহারাকে সুদর্শন বলে মনে করা হয়।

সৌন্দর্যের মান বজায় রাখার চাপ এমনকি চাকরির বাজারেও অনুভূত হয়। নিয়োগ প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে কোম্পানিগুলি শারীরিক সৌন্দর্য, উচ্চতা এবং এমনকি কখনও কখনও পারিবারিক প্রেক্ষাপটও বিবেচ্য হয়।

দক্ষিণ কোরিয়ার যুদ্ধোত্তর অর্থনীতির দ্রুত আধুনিকীকরণে সৌন্দর্যকে প্রায়ই আর্থ-সামাজিক সাফল্য হিসেবে দেখা হয়।

বেশিরভাগ দক্ষিণ কোরিয়ানরা সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে সমবয়সীদের থেকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য সাংস্কৃতিক পুঁজির মাধ্যম হিসাবে কসমেটিক পণ্য এবং চিকিৎসা যেমন প্লাস্টিক সার্জারি, চর্মবিদ্যা এবং

প্রসাধনী দন্ত চিকিৎসার মতো সৌন্দর্যে বিনিয়োগ করার প্রয়োজন অনুভব করে।

একজন ব্যক্তির চেহারা কেমন তার উপর ভিত্তি করে স্কুল এবং কলেজে উৎপীড়ন করা এখানে একটি সাধারণ বিষয় যার থেকে অনেক সময়ই আসে গভীর অবসাদ যা কখনো কখনো মানুষকে আত্মঘাতী পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করে।

একটি ছোট্ট জিজ্ঞাসা

শুরু করেছিলাম এক ছাত্রীর বক্তব্য দিয়ে, শেষের কথা গুছিয়ে দিয়েছে দক্ষিণ কোরিয়ায় বসবাসরত আমার অতি নিকটজন। তার মুখেই শুনে নিই তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা –

"My personal experience when I went to click pictures for my passport renewal, the studio owner was a man of age around 50+ or above. We had a very little conversation where he asked me what I do and I replied searching for jobs, his instant reply was quote unquote "You are cute you will get a job" for a second I was feeling like as if my entire skill set isn't even a factor anymore which was very disheartening given he said it in a very positive and complimentary way."

এটাই **HALIYU** সঞ্জাত সফট পাওয়ার যা স্বতন্ত্র মেধা, দক্ষতা, নিজস্বতা ভুলিয়ে দেয় এমনভাবে যাতে নিজের অজান্তেই মানুষ সম্মোহিত হয়ে অন্যের জুতোয় নিজের পা গলিয়ে দেয়।

ভয় একটাই, আমরা যেন অমূলতরু না হয়ে যাই। আমাদের শিল্প, আমাদের শিক্ষা, আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের চর্চা এবং চর্যার শিকড় ধরে রাখুক আমাদের নিজস্ব মাটির ঘ্রাণ, আর ডালপালা বাহু মেলা থাক আকাশের দিকে, বাতাসের বুকে আঁজলা করে তুলে আনি সারা পৃথিবীর রূপ রস-বর্ণ।

আমরা যদি এভাবে ভাবি, ভাবা প্র্যাকটিস করি!

তথ্যসূত্র

- অঙ্গিকা রায়
- https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID-1538295
- Anoushka Nag, Korea Centre, September 20, 2023
- The Obsession of K-pop Culture in India and its Psychological Impacts, Psychologs magazine, OCTOBER 20, 2023
- Korean wave: A cultural aggression and its impact, IFAZ MAHMUD MAHI, and Md. Obaidullah, AUGUST 27, 2022, https://moderndiplomacy.eu/2022/08/27/korean- wave-a-cultural-aggression-and-its-impact/

ভারতের প্রথম সমাজতন্ত্রী

ড. বিমান মিত্র
সহকারী অধ্যাপক শিক্ষাতত্ত্ব বিভাগ,
রাষ্ট্রীয় প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, হুগলী

আমি একজন সন্ন্যাসী ,অপ্রথাগত হিন্দু সাধু, মেরি হেলকে চিঠিতে এই ঘোষণাটি করেছিলেন বিবেকানন্দ ১৮৯৬ সালে। বিবেকানন্দের বয়স তখন ৩৩ বছর। এই ব্যক্তিগত ঘোষণাটি হঠাৎ নয়, অনেক অভিজ্ঞতা এবং গভীর চিন্তাভাবনার পরে করা হয়েছিল। এর আগে তিনি পশ্চিমা বিশ্বে ভ্রমণে তিন বছর অতিবাহিত করেছিলেন এবং পশ্চিমা সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয় তাঁকে মুগ্ধ করার সময় আমেরিকা এবং ইউরোপের উদার গণতন্ত্রের সীমাবদ্ধতাও উপলব্ধি করেছিলেন। ১৮৯০ থেকে ১৮৯৩ সাল পর্যন্ত তিন বছর ধরে বিবেকানন্দ পায়ে হেঁটে, ঘোড়ার পিঠে ও রেল পথে ঘুরে বেড়াতেন। ঝারুদারদের সাথে ধূমপান করা, বস্তিতে দরিদ্রদের মাঝে থাকা এবং মাউন্ট আবুতে একজন মুসলিম আইনজীবীর সাথে থাকা, এই তিন বছরে তিনি ভারতের দুঃখী মানুষকে পর্যবেক্ষণ করেছেন যা তিনি তাঁর চিঠিতে প্রকাশ করেছিলেন। বিবেকানন্দ ছিলেন একজন বৈজ্ঞানিক ও বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি সমন্নিত একজন আধুনিক ব্যক্তি, যিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেছিলেন,আমাদের অবশ্যই বর্ণ নির্মূল করার জন্য প্রচেষ্টা করতে হবে,আমাদের ধর্মগ্রন্থের পরিবর্তে যুক্তিবাদী চিন্তায় বিশ্বাস করা উচিত তবে অবশ্যই সেই প্রক্রিয়াটি ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং মহিলাদের মুক্তি ব্যতীত সম্ভব নয়। তিনি পুরোপুরি ধর্মনিরপেক্ষ ছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ‘‘আমাদের মাতৃভূমি এমন এক ভূমি যেখানে দুটি মহান ঐতিহ্য হিন্দু ও ইসলামের মিলন ঘটেছে, বেদ হিন্দু ও ইসলামকে এই ভূমি দান করেছে’’। বিবেকানন্দ বেশ কয়েকবছর চিন্তাভাবনার পরে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে সমাজতন্ত্রই ভারতের দারিদ্র্য ও পশ্চাদপদতার জবাব। বিবেকানন্দ সমাজতন্ত্রের শক্তির কথা লিখেছিলেন, সমাজে সাম্য থাকবে, দরিদ্রদের বস্তুগত অবস্থার উন্নতি হবে। তাই বলা চলে কুসংস্কার এবং অযৌক্তিকতার বিরুদ্ধে আন্দোলনের পতাকাবাহক ছিলেন বিবেকানন্দ। তিনি এও বলেছিলেন যে কালকের ধর্ম যুক্তির ভিত্তিতে হবে। সকল সমাজতান্ত্রিকের মতো তাঁরও জনসাধারণের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। বিবেকানন্দের চিন্তাভাবনা ও অনুভূতি তৎকালীন সমাজে দুর্দান্ত প্রভাব ফেলেছিল এবং এগুলি বর্তমান সময়ের সামাজিক মর্যাদায়ও সমান প্রাসঙ্গিক। ‘ঐশিক অধিকার এর বক্তা’ এবং ‘পশ্চিমা বিশ্বে ভারতীয় জ্ঞানের বার্তাবাহক’, ভারতের অন্যতম অনুপ্রেরণাদায়ক ব্যক্তিত্ব স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন একজন মহান সমাজ সংস্কারক আর তাই তিনিই ভারতের প্রথম সমাজতন্ত্রী ।

তিনি ১৮৬৩ সালের ১২ জানুয়ারি কলকাতায় বিশ্বনাথ দত্ত এবং ভুবনেশ্বরী দেবীর ঘরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ দত্ত। তাঁর পিতা একজন সফল আইনজীবী, বাল্যকাল থেকেই ধ্যানের অনুশীলন করতেন এবং ব্রহ্মের ভাবনার সাথে যুক্ত ছিলেন তিনি। কিছু সময়ের জন্য আন্দোলনও করে ছিলেন যুবকদের জন্য। তরুণ নরেন্দ্রকে ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রতি তাঁর বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত আধ্যাত্মিক সঙ্কটের সময়কালে

যেতে হয়েছিল দীর্ঘ সময়। ১৮৮১ সালের নভেম্বরে দক্ষিণেশ্বরে থাকাকালীন তাঁর জীবনের লক্ষণীয় মোড় এসেছিল, শ্রী রামকৃষ্ণের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ, যা তাকে আধ্যাত্মিক পথে এগিয়ে যাওয়ার পথে সাহায্য করেছিল। ১৮৮৪ সালে তাঁর পিতার হঠাৎ মৃত্যু এবং ১৮৮৬ সালে শ্রী রামকৃষ্ণের মৃত্যু তাঁকে প্রচুর দুর্দশার সামনে এনে ফেলে এবং এর পরেই ভারত আবিষ্কার ও অন্বেষণের আকাঙ্ক্ষায় তিনি ১৮৯০ এর মাঝামাঝি সময়ে গৃহ ছেড়ে চলে যান। তিনি এই তীর্থযাত্রা দ্বারা সারা দেশের লোকদের সাথে ভারতের মানুষের অবস্থা অধ্যয়ন করতে চেয়েছিলেন। তাঁর চৌম্বকীয় ব্যক্তিত্ব সর্বত্র সকলকে মুগ্ধ করেছে। তিনি ১৮৯৩ সালে শিকাগোতে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে,পশ্চিমে তাঁর বার্তাটি ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য বিশ্ব ধর্ম সংসদে যোগদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং বিশ্বের ধর্ম সংসদে তাঁর ভাষণ তার অন্তর্নিহিত তত্ত্বকে প্রতিফলিত করেছিল। তিন বছর ধরে তিনি আমেরিকা ও ইংল্যান্ডে বেদান্ত দর্শন ও ধর্ম প্রচার করেছিলেন। তিনি ১৮৯৭ সালের ১লা মে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ১৮৯৮ সালে বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৯৯ সালে তিনি পশ্চিম সফরের জন্য ভারত ত্যাগ করেন এবং ১৯০০ সালে ফিরে আসেন। খাঁটি আধ্যাত্মিকতার পথে মানুষকে পথনির্দেশ করতে তিনি অনেক অবদান রেখেছেন। ১৯০২ সালের ৪ জুলাই বেলুড় মঠে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বিবেকানন্দ ১৮৮৮ সালে সন্ন্যাস গ্রহণের সময় নতুন নামটি অর্জন করেছিলেন। আধুনিক ভারতের শিক্ষাগত প্রয়োজনীয়তা আমাদের সংবিধানে উপস্থাপিত চিন্তা থেকে প্রতিফলিত হয়েছে। এটা স্পষ্ট যে শিক্ষার লক্ষ্য, বিষয়বস্তু, শিক্ষাদানের পদ্ধতি এবং প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার পুরো প্রক্রিয়া অবশ্যই ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র এবং গণতন্ত্রে এই তিনটি স্তম্ভের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। বিবেকানন্দের শিক্ষাগত দর্শন থেকে যেমনটি স্পষ্ট হয়েছে যে তিনি কল্পনা করেছিলেন; স্বাধীনতা ভারতের প্রথম প্রয়োজনীয় এবং তদনুসারে তিনি তাঁর দার্শনিক চিন্তাধারা স্থাপনাও করেছিলেন। ঠিক সেই কারনেই তাঁর মতামত আজও প্রাসঙ্গিক। ধর্মের প্রতি তাঁর উদার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল এবং তিনি ধর্মনিরপেক্ষতার মূল্যবোধের পক্ষে ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে অজ্ঞতা সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মন্দ দিক। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর একতা ও সহিষ্ণুতার বার্তাকে জগতের মাঝে জানাতে তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। ভারতে তিনি আধ্যাত্মিক কর্মের পাশাপাশি সামাজিক কর্মকাণ্ডেরও আয়োজন করেছিলেন। তাঁর দর্শনের মূল বৈশিষ্ট্য হলো যে ঈশ্বর প্রতিটি মানুষের অন্তরে বাস করেন। ঈশ্বরের সর্বোত্তম উপাসনা হ'ল মানবজাতির সেবা। নৈতিকতা এবং মানবিকতাই জীবনের আসল ভিত্তি হওয়া উচিত। প্রেম এবং ত্যাগের মহিমা মহাবিশ্বতে ছড়িয়ে দেওয়া উচিত। ধর্ম-র অর্থ আত্ম-নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আত্ম-উপলব্ধি। তাঁর মতে শিক্ষা মানুষের মধ্যের মর্যাদার প্রকাশ। স্বামী বিবেকানন্দ তাদের "ঈশ্বর" রূপে দেখেছিলেন যারা দরিদ্র, তাদের তিনি "দরিদ্র নারায়ণ" বলেছেন। এটি মানুষের মনুষ্যত্ব তৈরির দিক নির্দেশ করে যা ধর্ম সংসদে বিবেকানন্দের যে বিখ্যাত শব্দটির তাৎপর্যকেই প্রকাশ করে। এগুলি হলো সম্প্রীতি এবং শান্তি। বিবেকানন্দ বেদান্ত দর্শনে বিশ্বাস করেছিলেন; যা বিবেচনা করে যে মানব জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য স্রষ্টার সাথে একাত্মতা অর্জন করা। তিনি নারীদের শিক্ষাকে জাতীয় পুনর্জন্মের প্রধান উপকরণ হিসাবে বিবেচনা করেছিলেন। বিবেকানন্দ তাঁর জীবনের ছোট্ট সময়ের মধ্যে অনেক অবদান রেখেছেন। তিনি কেবল মানবতা, আধ্যাত্মিকতা এবং যৌক্তিকতার ক্ষেত্রকেই সমৃদ্ধ করেছিলেন তা নয়, তিনি এমন একটি আদর্শ সমাজের দৃশ্যও সরবরাহ করেছিলেন যেখানে মানুষের শিক্ষা কুসংস্কার দূর করে সমৃদ্ধ করতে পারে। তিনি প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশ শাসনের অধীনে ভারতের জনগণের করুণ দুর্দশার পিছনের মূল কারণটি বুঝতে পেরেছিলেন এবং তাই তিনি সমস্যার মূল সমাধানের যথাযথ পথ প্রদর্শন

করতে পেরেছিলেন। উনিশ শতকের ভারতীয় সমাজ যে অবক্ষয়ের পর্যায়ে পৌঁছেছিল তা পূর্ববর্তী শতাব্দীর অন্ধকার যুগের ধারাবাহিকতা ছিল। নিরক্ষরতা এবং অজ্ঞতা মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। সমাজে বর্ণ-কুসংস্কার, কুসংস্কার, বাল্য বিবাহ ইত্যাদির মতো অনেক কুফল ছিল, মুসলিম সমাজও বর্ণে বিভক্ত ছিল, এবং মহিলাদের অবস্থা ছিল আরও করুণ। সে সময় শিক্ষাকে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। দেশটি অর্থনীতির ক্ষেত্রেও শক্তিশালী ছিল না। সমাজের এই অশুভ রীতিকে নির্মূল করার জন্য এবং জনগণকে স্বাধীনতা, সাম্যতা ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শের সাথে জন্মানোর জন্য প্রচুর সমাজ সংস্কারক সংস্কার আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন। অন্যান্য সংস্কারকদের মতো বিবেকানন্দও সমাজের করুণ অবস্থার উন্নতি করার চেষ্টা করেছিলেন; বিবেকানন্দ ছিলেন বিশ্ব নাগরিক। তিনি বহু ইউরোপীয় দেশ জুড়ে এবং সমগ্র ভারতে ঘোরাঘুরি করেছিলেন যা তাকে ভারতীয় পশ্চাৎপদ সমাজের অবস্থা উপলব্ধি করার পাশাপাশি পূর্ব এবং পাশ্চাত্যের মধ্যে বৈষম্যের তুলনা করতে সাহায্য করেছিল। উনিশ শতকের মহান চিন্তাবিদদের মধ্যে তিনিই ছিলেন একমাত্র, যিনি হিন্দু সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি মানবিক ও সামাজিক কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সে সময় মহিলাদের অবস্থান সবচেয়ে খারাপ ছিল। এটি এমনটি ছিল না যে পশ্চিমে নারীরা ক্ষমতার অলিন্দে ছিল বা তাদের খুব বেশি স্বাধীন চিন্তার অবকাশ ছিল ,অনেক সময় ক্ষমতায়নের জন্য নারীদের বিবাহ করেছিলেন শাসকরা। তবে ভারতে তারা পরিত্যক্ত, বঞ্চিত ছিলেন; পড়াশোনা, জন্মের সাথে সাথে হত্যা, ছয় বছর বয়সের কারও সাথে আশি বছর বয়সের বিয়ে হয়েছিল। সামগ্রিকভাবে মহিলাদের সাথে যুক্ত অশুভ এবং অপরিষ্কার বিশ্বাস তাদের জীবনে সর্বনাশ এনে দিয়েছে। এই পরিস্থিতি সম্পর্কে বোঝা এবং মহিলাদের দুঃখ ও দুর্দশা দূর করার জন্য প্রতিক্রিয়ার প্রয়োজনই স্বামীজীর সমাজতান্ত্রিক হওয়ার পেছনের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল।

পুরোহিত প্রথা আক্ষরিক অর্থেই ভারতীয়দের সর্বস্ব লুট করে নিয়েছিল; তাদের কী করা হয়েছিল এবং কী করবার দরকার ছিল ? সেই কী সম্পর্কে কোনও ধারণা ছিল না। তাদের নিরক্ষরতা এবং অজ্ঞতা পুরোহিতের হাতে খেলার সামগ্রী হয়েছিল। ধর্মীয় ফ্রন্টের পরিস্থিতি মেরামতির বাইরেও আরও খারাপ হয়ে গিয়েছিল যেহেতু পুরো জাতি ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান এবং কুসংস্কার দ্বারা চোখের পাতা বন্ধ করে রেখেছিল।

জাতি ব্যবস্থা এবং অস্পৃশ্যতা আর একটি প্রতিবন্ধকতা ছিল যা একটি জাতি হিসাবে ভারতের অগ্রগতিতে বড় বাধা ছিল। সংস্কারকদের ধারণা ছিল এগুলি থেকে মুক্তি না পেলে কোনও অগ্রগতি সম্ভব হবে না। শিক্ষাব্যবস্থা সকলকে একই লক্ষ্যে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল এবং পরে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ কিছুটা হলেও ভারতীয়দের একত্রিত করেছিল । যদিও সেই একত্র মানসিকতা ছিল রাজনৈতিক, তবে আশার আলো ছিল যে একদিন নিশ্চয় এই ভাবেই ধর্মের বিরুদ্ধেও আবার সবাই এক হতেই পারবে।

আরও একটি গোঁড়া সমস্যা ছিল, বিবেকানন্দের কাছে সমাজ ছিল একটি সংগঠন। নিজেকে সমাজতান্ত্রিক ঘোষণা করার সময় বিবেকানন্দ এটিকে নিখুঁত ব্যবস্থা বলে দাবি করেননি, কারণ এটি সংস্কৃতিকে হ্রাস করতে পারে। তিনি বলেছেন যে এটি ব্যক্তি স্বাধীনতার ত্যাগের দিকে নিয়ে যেতে পারে। তবুও, তিনি লিখেছেন, আমি একজন সমাজবাদী; তবুও আমি মনে করি এটি একটি নিখুঁত ব্যবস্থা নয়, এটা তবে ঠিক অর্ধেক রুটি খাওয়া ভালো কোনও রুটি না খাবার চেয়ে। তবে জাতির পুনরুত্থানের সাফল্য অর্জনের জন্য দেশে কীভাবে একটি জনগণের আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে তার জন্য তার নিজস্ব অনন্য উপলব্ধি ছিল। তিনি বলেছিলেন যে; এই সমাজতন্ত্রকে ধর্মের সাথে সংযুক্ত করা দরকার, তবেই আগামীকাল ধর্মটি যুক্তির ভিত্তিতে তৈরি হবে।

আমার মতে বিবেকানন্দকে সেই কারনেই ভারতের অন্যতম প্রভাবশালী আধ্যাত্মিক শিক্ষাবিদ ও চিন্তাবিদ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। তিনি তাঁর নির্ভীক সাহস,যুব সমাজের প্রতি তাঁর ইতিবাচক উপদেশ, সামাজিক সমস্যার প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি এবং বেদান্ত দর্শনে অগণিত বক্তব্যে নিজেই নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে বিবেচিত হন। দেশের আর্থ-সামাজিক ও নৈতিক কাঠামোতে প্রচলিত কুফলগুলির প্রতি গভীর সংবেদনশীলতার জন্য বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্ব উল্লেখযোগ্য ছিল। তিনি সন্ন্যাসী মনন এবং সমাজসেবা উভয়ই প্রচার করেছিলেন। তাঁর বৌদ্ধিক দৃষ্টি স্পষ্ট ছিল এবং তিনি সহজেই ভারতের ইতিহাসে প্রকাশিত স্রোত এবং বিরুদ্ধ স্রোতে প্রবেশ করতে পারতেন। তিনি ছিলেন প্রথম চিন্তাবিদদের একজন, যিনি নিজেকে সমাজতান্ত্রিক বলে অভিহিত করেছিলেন। বিবেকানন্দ ভারতীয়দের মধ্যে দেশপ্রেম, মানবিক মর্যাদা এবং জাতীয় গর্বের অনুভূতি বিকাশের জন্য দুর্দান্ত সব চিন্তা ভাবনা করেছিলেন। তিনি প্রগতিশীল ঐতিহাসিক ক্রিয়া সম্পাদন করার দক্ষতায় ভারতীয় আত্মবিশ্বাসকে অনুপ্রাণিত করে সমস্ত মানুষের সমতার ধারণাটি সমর্থন করেছিলেন এবং তিনি তাঁর ধর্মনিরপেক্ষতার মাধ্যমে সর্বজনীন ভ্রাতৃত্বের প্রচারও করেছিলেন। তিনি আমাদের জাতীয় সংগ্রামে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিলেন।যুক্তিবাদী,বৈজ্ঞানিক, সমাজতান্ত্রিক বিবেকানন্দ সম্পর্কে বলা যায় যে , বিবেকানন্দের জীবন সচেতনতা তৈরির এবং ভারতের যুবক-যুবতীদেরকে ত্যাগের জন্য জড়ো করার এক নিরলস প্রচেষ্টা ছিল, তিনি বলেছিলেন বাইরে বেরোন, মানুষকে উন্নীত করুন, তাদের সংগঠিত করুন এবং একটি নতুন সমাজকে সকল প্রকার শোষণ থেকে মুক্ত করুন। বিবেকানন্দ জনসাধারণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন, কারণ তাদের ভোগান্তি ; তাদের ধৈর্য , শক্তি কে রূপান্তরিত করতে পেরেছিল সঙ্কল্পে। তিনি দেখিয়েছেন যে কীভাবে মানুষকে অযৌক্তিকতা কাটিয়ে উঠতে অনুপ্রাণিত করা যায়, কোনও কিছু অন্ধভাবে বিশ্বাস করতে এবং সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর প্রক্রিয়াতে তাঁর প্রয়াস কে মানতে তিনি প্ররোচিত করেন নি। বিবেকানন্দ মহিলাদের অবস্থা বুঝতে পেরেছিলেন এবং তাদের মুক্তির একমাত্র পথ হিসাবে শিক্ষার পথের কল্পনা করেছিলেন।

হিন্দু ধর্মের মানুষ হলেও বিবেকানন্দ সর্বজনীনতার মানবিকতায় বিশ্বাসী ছিলেন। স্বামীজী সামাজিক সম্প্রীতির পক্ষে ছিলেন। তিনি সমাজ সংস্কার আন্দোলনের ধারণাগুলি এবং অনুশীলন গুলিতে বর্ণ ভেদের আদিমত্বকে অস্বীকার করেছিলেন। বিবেকানন্দ বিশ্বাস করেছিলেন যে সমাধান খুঁজে পাওয়ার যে কোনও প্রচেষ্টাই সফল হতে পারে, এই একটি কাজ কঠিন ছিল তাঁর কাছে ; কারণ একদিকে ধর্ম কঠোর ও জটিল ছিল এবং অন্যদিকে ছিল অস্পষ্টবাদী কুসংস্কার। এটি কেবল প্রাথমিক সংস্কার আন্দোলনের আলোকেই সম্ভভ হয়েছিল-এইভাবে সংস্কারের পরিবেশটি ক্রমশ একটি শক্তিশালী আধ্যাত্মিক নেতার উত্থানের পথ প্রশস্ত করেছিল।

বিবেকানন্দ কেবল ধর্মীয় সাধু ছিলেন না, তিনি বৈশ্বিক শিক্ষক ছিলেন সর্বজনীন ধর্মের ধারণার প্রবর্তনকারী। ভারতের প্রথম সমাজতন্ত্রী,একজন জাতীয়তাবাদী এবং একজন সত্যিকারের আন্তর্জাতিকতাবাদী, যিনি তাঁর সময়ের চেয়ে অনেক এগিয়ে ছিলেন,একজন সমাজ সংস্কারকর্মী, একজন শিক্ষাবিদ এবং সর্বোপরি মানবতাবাদী যিনি মানবের সহজাত মহত্ত্বকে বিশ্বাস করেছিলেন। তিনি পেশাদার, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষার সাথে এর মিলন কে প্রচুর গুরুত্ব দিয়েছেন, এমন ধারণাগুলি যা কেবল এক শতাব্দীর পরেই গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠছে। স্বামীজী হলেন আধুনিক ভারতের সেই আধ্যাত্মিক নেতাদের মধ্যে অন্যতম যারা সমাজ, বিজ্ঞান, আধ্যাত্মিকতা, রাজনীতি, ধর্ম ইত্যাদি থেকে শুরু করে বর্তমান সভ্যতা অবধি ভারতীয় সভ্যতার বিভিন্ন দিককে স্পর্শ

করেছেন। ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল পত্রিকা এপ্রিল; ২০১২, স্বামী বিবেকানন্দের উপর নিবন্ধ: জার্নালটি উপস্থাপন করেছে যে বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ মিশনকে একটি মঠ এবং একটি পরিষেবা কেন্দ্র উভয় হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আজ এটি লক্ষ লক্ষ লোককে খাদ্য, চিকিৎসা সহায়তা এবং দুর্যোগ ত্রাণ সরবরাহকারী ভারতের বৃহত্তম জনহিতকর সংস্থা। উপনিবেশবাদ দ্বারা হতাশাগ্রস্থ ভারতবাসীর বিবেকানন্দ কোনও রূপকথার মানুষ, কোন দার্শনিক,কোন সাধু, কোন রাজনিতিবিদ নন; তিনি গরীব সন্ন্যাসী,তাই গরীব দেশবাসীকেই তিনি ভালবাসতেন। দারিদ্র্য ও অজ্ঞতায় চিরকাল ডুবে থাকা লক্ষ লক্ষ নারী-পুরুষের জন্য কে অনুভব করেন এই ভাবে? উপায় কোথায়? এটিই প্রমান করে যে তিনি ভারতের জনসাধারণের জন্য কতটা উদ্বিগ্ন ছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে,আমি বিবেচনা করি যে জাতীয় পাপ হলো জনসাধারণের অবহেলা এবং এটিই আমাদের পতনের অন্যতম কারণ। ভারতের জনসাধারণ আরও সুশিক্ষিত,ভাল পোষাক এবং ভাল যত্ন না করা পর্যন্ত রাজনীতির কোনও পরিমাণই উপকার হবে না। আমাদের শিক্ষার জন্য অর্থ প্রদান না করে, আমাদের মন্দিরগুলি তৈরি করে কি লাভ, এর বিনিময়ে দেশবাসী কি পায়। তারা কার্যত আমাদের ধনীদের দাস। আমরা যদি ভারতকে নতুনভাবে জাগাতে চাই, আমাদের অবশ্যই গরিব মানুষের পক্ষে কাজ করতে হবে। এটি ছিল সমাজতান্ত্রিক হিসাবে তাঁর ডাক। বিবেকানন্দ জনসাধারণের মর্যাদা পুনরুদ্ধারের উপর জোর দিয়েছিলেন এবং তাই তিনি বলেছিলেন,কটেজে বাস করা জাতি তাদের পুরুষত্ব,তাদের স্বকীয়তা ভুলে গেছে। হিন্দু মুসুলমান বা খ্রিস্টানদের পাদদেশে বসে তারা ভাবতে পেরেছে যে, তাদের হারানো স্বতন্ত্রতা ফিরিয়ে দিতেই হবে।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ বিবেকানন্দকে একটি চিঠিতে লিখছেন: "নারীর অবস্থার উন্নতি না করা পর্যন্ত বিশ্ব কল্যাণের কোন সুযোগ নেই। পাখির পক্ষে কেবল একটি ডানা দিয়ে ওড়া সম্ভব নয়। ভারতের দুটি মহা কুফল রয়েছে, যা মহিলাদেরকে পদদলিত করে এবং গরিবদেরকে বর্ণের মাধ্যমে পিষে ফেলে। একজন সত্যবাদী সমাজতান্ত্রিক হিসাবে বিবেকানন্দ সমাজের সামগ্রিক বিকাশের অন্যতম প্রধান মানদণ্ড হিসাবে নারী মুক্তির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন এবং তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে নারীকে মুক্ত করার জন্য শিক্ষা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। আমেরিকা থেকে তাঁর শিষ্যদের পাঠানো চিঠিতে তিনি বলেছিলেন যে আমেরিকা সমৃদ্ধ, শিক্ষিত এবং শক্তিশালী কারণ এর মহিলারা স্বাধীন। তিনি বলেছিলেন... আপনি কি আপনার মহিলাদের অবস্থা আরও উন্নত করতে পারেন, তবে আপনার মঙ্গল কামনা করার আশা থাকবে। নইলে আপনি এখনকার মতো পিছিয়ে থাকবেন। স্বামীজি স্পষ্টভাবে বলেছিলেন "প্রথমে মহিলাদের শিক্ষিত করুন এবং তাদের নিজের কাছে রেখে দিন; তারপরে তারা আপনাকে বলবে যে তাদের জন্য কী সংস্কার করা জরুরি", মহিলাদের অবশ্যই তাদের নিজস্ব সমস্যা সমাধানের জন্য একটি অবস্থানে রাখতে হবে। তাদের পক্ষে এই কাজটি কেউ করতে পারে না বা করা উচিত নয়। "বিবেকানন্দ বর্বর ও শোষণমূলক বর্ণবাদের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান নিয়েছিলেন; যখন ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতারা বর্ণের সমালোচনা করার বিষয়ে দ্বিধাহীন ছিলেন না। তিনি নিম্নতম বর্ণের মধ্যে শিক্ষার প্রসারের জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা চেয়েছিলেন। তিনি স্পষ্টভাবে বর্ণ নির্মূল করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি যৌবনের থেকেই বর্ণ ব্যবস্থার অবিচার সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে, তিনি লিখেছিলেন, পুরোহিতের সমস্ত বিভ্রান্তি সত্ত্বেও,বর্ণ কেবল একটি স্ফটিক সামাজিক সংস্থা, যা··· এখন ভারতের পরিবেশকে তার দুর্গন্ধে পূর্ণ করছে। বিবেকানন্দ উচ্চ বর্ণের যুবকদের বর্ণহীন শব্দে তাদের বর্ণের শ্রেষ্ঠত্ব এবং অস্পৃশ্যতার প্রতি আবেগের জন্য তিরস্কার করেছিলেন; ব্রাহ্মণদের তাদের 'অতি-

অহঙ্কারী শ্রেষ্ঠত্বের' জন্য তিনি অত্যন্ত কঠোরভাবে তিরস্কার করেছিলেন, আশেপাশে অ-ব্রাহ্মণদের চারপাশে দাঁড় করানোর আহ্বান জানিয়েছিলেন- কোনও কর্তার চেতনায় নয়-কুসংস্কারের সাথে প্যাঁচানো অহংকারের পচা কঙ্করের সাথে নয়; নিজের মতো করে একই মর্যাদায় উন্নীত করতে। বিবেকানন্দ ব্রিটিশ উপনিবেশিকরণের চেয়ে বেশি ভারতবর্ষের ভয়াবহ দারিদ্র্য ও অবক্ষয়ের জন্য বর্ণকে দায়ী করেছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণদের তাদের সুযোগ-সুবিধা ছেড়ে দেওয়ার জন্য আবেদন করেছিলেন যাতে নিম্নবিত্তরাও এগিয়ে যেতে পারে এবং ফলস্বরূপ নিম্ন বর্ণের জন্য ১০০% সংরক্ষণের আহ্বান জানাতেও তিনি দ্বিধা করেন নি।

আপনার জীবন সকলের মঙ্গল এবং সকলের সুখের জন্য নিবেদন করাই ধর্ম – স্বামীজির কাছে ধর্মের সংজ্ঞা ছিল এটি। ধর্ম সম্পর্কে স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গি হিন্দু মৌলবাদীদের প্রচারের সম্পূর্ণ বিরোধী। তিনি বলেছিলেন যে সমস্ত সত্য , ধর্ম সমান এবং একই আদর্শ ধারণ করে,একটি ধর্মের প্রমাণ বাকী সমস্ত ব্যক্তির প্রমাণের উপর নির্ভর করে···। যদি একটি ধর্ম সত্য হয় তবে অন্য সকলকে অবশ্যই সত্য হতে হবে। সমস্ত ধর্মের আদর্শ একইরকম হবে - স্বাধীনতা অর্জন এবং দুর্দশার অবসান; প্রত্যেকেরই নিজের বা তার পছন্দের ধর্ম গ্রহণ বা বর্জন করার অধিকার থাকবে; প্রত্যেকেরই উপাসনা, পালন ও অনুশীলনের মাধ্যমে তার ধর্মকে প্রকাশ করার স্বাধীনতা থাকবে; কেউ জোর করে বাধ্য হতে পারে না, যা তার নিজের পছন্দমত ধর্ম গ্রহণ বা গ্রহণ করার স্বাধীনতাকে বাধাগ্রস্ত করে।পরবর্তীতে বিশ্বের দরবারে ১৯৬৬ সালে এই চুক্তি গ্রহণের প্রায় সত্তর বছর আগে, বিবেকানন্দ সমস্ত ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও মর্যাদার প্রচার করেছিলেন;বলেছিলেন আমাদের যা দরকার তা হল ধর্মের বিভিন্ন প্রকারের মধ্যে সহ-অনুভূতি, কারণ তারা সকলেই একসাথে দাঁড়িয়ে বা পড়ে যায়, এমন এক অনুভূতি যা পারস্পরিক সম্মান এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধা থেকে উদ্ভূত হয়।

বিবেকানন্দ মোহাম্মদকে 'সাম্যের দূত' এবং 'মানুষের ভ্রাতৃত্বের নবী' বলে অভিহিত করেছিলেন। মোহাম্মদ সরফরাজ হুসেনকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন- "যদি কখনও কোনও ধর্ম প্রশংসনীয় উপায়ে এই সাম্যের দিকে এগিয়ে যায় তবে তা কেবল ইসলাম"। বিবেকানন্দ জোর দিয়েছিলেন যে এই দেশটি যদি অগ্রগতির দিকে এগিয়ে যায়, ভবিষ্যতে যদি ভারত "গৌরবময় এবং অজেয়" হয়ে উঠতে থাকে তবে কেবল তাদের ধর্মের মধ্যেই নয়; সমস্ত ধর্মের মধ্যেই সহযোগিতা মনোভাব থাকতে হবে। তিনি ধর্মীয় গোঁড়ামি দ্বারা গভীর ভাবে বিরক্ত ছিলেন, কারন ভারতীয় জনগণের পশ্চাৎপদতা ছিল ঠিক এই কারনেই তিনি ধর্মীয় মৌলবাদীদের সমস্ত ধরণের মিথ্যা প্রচার ও হিন্দু ও মুসলমানকে বিভক্ত করার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে মানুষকে সতর্ক করেছিলেন। বিবেকানন্দ এই সত্যটি উন্মোচিত করেছিলেন যে এদেশে খ্রিস্টান ও মুসলমানদের দ্বারা নৃশংসতার কারণে নয়, বরং উচ্চ বর্ণের দ্বারা নৃশংসতার কারণে ধর্মীয় রূপান্তর ঘটেছে। তিনি বলেছিলেন "আমি এমন ঈশ্বর বা ধর্মকে বিশ্বাস করি না যা বিধবাদের অশ্রু মুছতে পারে না বা গরিবের মুখে এক টুকরো রুটি আনতে পারে না"। তিনি একটি সম্প্রদায়ের ধর্মীয় মূল্যবোধ অন্যের উপর চাপিয়ে দেওয়ার সমালোচনা করেছিলেন। তিনি সাম্প্রদায়িক বিভাগ, সহিংসতা এবং রক্তপাতকে সমাজে মৌলবাদী শক্তির দ্বারা প্রকাশিত হওয়াতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছিলেন আমাদের অবশ্যই মরতে হবে, এটা নিশ্চিত; তাই আসুন আমরা যেন একটি ভাল কারণে মারা যাই তার ব্যবস্থা করি । আপনার এই ছোট্ট আত্মাকে আরও উন্নত করার পরিবর্তে আপনার লক্ষ্য লক্ষ্য ভাইয়ের সেবা করা উচিত "- বিবেকানন্দের মতে এটি ছিল জীবনের মূল উদ্দেশ্য। কার্ল মার্ক্সের ধারণাগুলি ভারতে প্রচারিত হওয়ার অনেক আগেই তিনি ভারতে সমাজতন্ত্র এবং সমতা সম্পর্কের

কথা বলেছিলেন। তিনি সেই সমস্ত বিশ্বাসঘাতককে মোকাবিলায় প্রস্তুত ছিলেন যারা শ্রমিক শ্রেণিকে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছিলেন। তিনি বেদান্তের মহৎ ধারণাটিকে সমর্থন করেছেন যা প্রমান করে যে প্রত্যেকে নিপীড়ন থেকে মুক্ত না হলে কোনও সমাজ পুরোপুরি মুক্ত হতে পারে না। তিনি ব্যক্তিবাদকে গুরুত্ব দিয়েছেন এবং প্রতিটি ব্যক্তিকে সচেতনভাবে তাদের সব মানুষের মঙ্গল কামনায় কাজ করার এবং একটি উন্নত সমাজ গঠনের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। আলোকিত হয়ে ওঠার জন্য, তাই পরিস্থিতি সহজতর করুন এবং মানুষকে আলোকিত করতে সহায়তা করুন। তিনি বলেছিলেন যে মানুষকে কৃষিক্ষেত্র, গ্রামীণ শিল্প ইত্যাদি পদ্ধতির উন্নতি করতে শেখানো উচিত, শিক্ষার মাধ্যমে তিনি জনগণের কাছে মূলত দুই ধরণের জ্ঞান দিয়েছেন, তাদের অবস্থার উন্নতি করার জন্য ধর্মনিরপেক্ষ জ্ঞান এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞান; যাতে তাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে তারা এবং তাদের নৈতিক সংবেদন জোরদার হয়। বিবেকানন্দ দেশের যুবসমাজকে এবং স্বাধীনতা সংগ্রামকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। বিপ্লবীদের এক পুরো প্রজন্ম তাঁর শিক্ষার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল। গান্ধীজি উল্লেখ করেছেন যে বিবেকানন্দের প্রভাব তাঁর জীবনে দেশের প্রতি তাঁর ভালবাসাকে এক হাজার গুণ বাড়িয়েছে। শিক্ষাগত সুযোগের সমতা হ'ল সমাজের সমতাবাদী, গণতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের উন্নয়ন গুলিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। যদিও আধুনিক বিশ্বে বাস্তবেই সমতা ধারণার জন্ম হয়েছে, সম্ভবত স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাধারায় সংশ্লেষিত ফল হিসাবেই। বেদান্ত দর্শনের একটি ভিত্তি হল, শিক্ষাগত সুযোগের সমতা। বিবেকানন্দ সকল প্রকার শোষণমুক্ত সমাজের কল্পনা করেছিলেন। তিনি সমাজের পুনর্জন্ম সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসী ছিলেন। এই উপসংহারে বলা যেতে পারে যে সামাজিক বিভাজন রদ, শিক্ষার সূচনা, কুসংস্কারের প্রতিবাদ, বর্ণ বৈষম্য ও অস্পৃশ্যতা নির্মূল করার লক্ষ্যে তাঁর বক্তব্য, রচনা ও তাঁর সামাজিক কাজের মাধ্যমে বিপ্লবী আদর্শকে ছড়িয়ে দেওয়ার কারনেই বিবেকানন্দ সত্যই একজন সমাজতান্ত্রিক। শুধু তাই নয় তিনিই হলেন ভারতের প্রথম সমাজতন্ত্রী ।

Joyful mathematics learning through competency in digital literacy in view of NEP 2020

Dr. Arup Kundu
Assistant Professor in Mathematics (Methodology),
Govt. Training College, Hooghly, W.B.

Abstract:

This paper enlightens some student-centered learning for mathematics of the school students. The NEP 2020 emphasizes on strengthening the foundation of quality education through skills and confidence. It focuses on cognitive depth of the learner as an important aspect and on restrains the rote learning system. Some Technology Enabled Learning to expand and improve student centered learning by describing the use of technology, platforms, systems and digital content. Technology reduces human efforts and increases efficiency in all areas of life. Education is no exception where technology has entered and teaching is contributing to increase the efficiency of the learning process. There are variety of technology enabled learning strategies that can be categorized based on hardware, software, and utility objectives. Web-quest learning, M-Learning, AI tools in mathematics teaching and Blended Learning are just some of the things that must be practiced in a mathematics classroom to make learning interesting and joyful (Walia, 2020).

Key Words:

Student centered learning, M-Learning, Blended learning, Web-quest learning;

Web Quest Learning: Web Quest learning is knowledge with the help of internet resources (Walia, 2020). A Web Quest is an Inquiry Based Activity in which all or most of the information use comes from internet resources. "A study on teaching how to learn, research −oriented activity those requiring students' interactions and providing knowledge from sources on the internet completely or a certain extent or via video conferencing (Dodge, 1997).

According to the creators of Web Quest, a Web Quest should consist of six main sections, introduction, task, process,

resources, evaluation and conclusion.

Introduction: The introductory part will focus on the student's subject and what he or she is waiting for, stimulate the student's interest in a variety of ways, determine the situation, and provide an initial overview of the situation. Also, in this chapter, the problem of the core center of web quest is also introduced to the students. It should be interesting, inspiring, original, and of course guided by the student. At the end of the activity, students should have a description of what they should do.

Task: Part of the task should be interesting, inspiring, competent and authoritative and should be conducted by the student and at the end of the activity the students should include a description of what they did and include a verbal presentation or a product.

Resources: This section includes the website address assigned by the teacher to help the student complete the process. It may contain sources other than websites. No one can use all the resources. This may include the links needed to perform the operation.

Process: It consists of process steps that are clearly defined. It provides a review of the process that needs to be done to achieve the operation. This may also include recommendations for learning. The steps that students need to perform should be presented to the students in clear and concise steps.

Evaluation: This section includes how the information collected will be organized, how the results will be evaluated, and what the criteria for evaluation will be. In general, the grading is evaluated using a scale (rubric).

This is the stage to remind students of what they have learned and what they have managed or finished web queries. Students are encouraged to expand their experience in other fields. Thoughts about results and achievements are shared with students. It is used to stop web adventures. In this section, students can find summaries of information about what they have learned and what they have achieved. They are encouraged to expand their experience in other areas.

M-Learning:

M-Learning is a strategy where learning occurs through multiple interactions, technical, social and content interactions. "Mobile learning is a type of learning whose learners is determined previously, is not in a specific location, or benefits the opportunities offered by mobile technologies" (O' Malley, Vavoula, Glew, Taylor, Sharples & Lefrere, 2003). In our time, the development of information technology and technical devices in education has accelerated. The information technologies used in education have advanced rapidly and reliably in such a way that traditional teaching methods have lost their importance in technological education systems. This advancement has revealed the concept of e−learning. With the help of today's mobile technology in e-learning in the concept of d-learning (distance learning), the concept of m-learning

has provided technological advancement in education. The development of mobile technology and the need to take education technology to a new level has revealed a new concept of M-Learning. The most important advantage of e- learning from M-learning is that students can demand information independently from time and environment. Mobile learning can be used to support traditional learning (Wang, 2004) as well as distance learning (Mutlu, M.E & others, Barbara et al., 2005).

M-Learning techniques are available using personal electronic devices such as handheld computers, notebooks, mobile phones and tablets. Supandi et. Al. (2017) and Etcuban & Pantinople (2018) has found that mathematics education supported by mobile phone applications improves the achievement of school students. In addition to web based learning, many mobile applications such as Socratic, Photomath, 'Myscript Calculator 2' etc. are commonly used by students. "Socratic" is a free photo based software that provides step by step solutions to mathematics problems. 'Myscript Calculator 2' is an app that is more than a calculator. It covers the handwriting into text and then solves the problem. The app includes support for fundamental operations like addition and subtraction, power, root, index, trigonometry, logarithm, constant (e.g. Pi) and much more. Also various learning management software such as Google Classroom, Moodle, Google meet, EDMODO are now popular for connecting with students at any time (Walia, 2020).

If we analyze mobile education in terms of its benefits, we can classify them as follows:

Lifelong learning
Learning inadvertently
Learning in the time of need
Learning independent of time and location
Learning adjusted according to location and circumstances (Bulun & others, 2004).

Blended Learning:

Blended learning is not only a combination of online and face to face modes, but also a well-planned one and a combination of meaningful activities in both modes. The mix demands consideration of a variety of factors, focusing primarily on learning outcomes and the student-centered learning environment.

Role of Learner in the Blended Learning Environment: -

Increase student interest: When technology is integrated into school lessons, students are more likely to be interested, concentrated and excited about the subject studying.

Keeps students focused for longer: The use of computers to search for information and data together is a tremendous life saver including access to resources such as the internet to conduct research. This engagement and interaction with resources keeps students focused for a long time then they will be with books or paper resources, this engagement also helps in the

development of learning exploration and research.

Provides student autonomy: The use of e-learning materials enhances a student's ability to determine appropriate education take responsibility for the goal and his own learning, which develops a power which will be translatable across all subjects.

Instill a disposition of self-advocacy: Students become self-driven and responsible, tracking their personal achievement, which helps them to develop the ability to find resources or get the help they need, self-advocacy so they can reach their goals.

Promote student ownership: Blended Learning evokes a sense of 'student ownership over learning' which can be a powerful force driving learning; it is this sense of responsibility that helps to feel ownership.

Allow instant diagnostic information and student feedback: Give teachers the ability to quickly analyze, review, and respond to students' work, the teacher has the ability to create his own teaching methods and responses for each student improving time efficiency.

Enables students to learn at their own pace: Due to the flexibility of Blended Learning and the ability to access internet resources allow students learn at their own pace, which means a teacher can help speed up the learning process or provide more advance resources if needed.

Prepare students for the future: Blended Learning offers many real-world skills that translate directly into life skills (Blended Mode of Teaching and Learning: Concept Note-UGC):

Research Skills
Self-learning
Self-engagement
Helps to develop a 'self-driving force'
Decision making
Provide a greater sense of responsibility
Computer literacy

Role of teachers in Blended Learning Environment:

Blended learning takes the role of teacher from knowledge provider to trainer and mentor. This change does not mean that teachers play a passive or less important role in students 'education. In contrast, with − Blended learning, teachers can have a deeper impact on students' learning.

Lin, Tseng and Chiang (2016) conducted an experimental study to see the effectiveness of Blended Learning on high school mathematics students in Taiwan. They have not only had a positive effect on learning outcomes but have also changed attitudes towards mathematics. Results have been found in favor of Blended learning in mathematics classrooms with reference to achievement and attitude (Awodeyi, Akpan & Udo, 2014; Abramovitz, Berezina, 2012). Generally, Moodle learning is used for such learning environment. Teacher can conduct interactive activities for online group

discussion, testing and evaluation. This strategy provides flexibility in the context of time and space (Walia, 2020).

Artificial Intelligence in Mathematics Teaching and Learning:

AI power tools can respond to students' thought and interests in a way that no previous tool has been able to. AI has the ability to engage students in application-based problem solving and identify the feelings students have created even in their wrong answers and solve the problem in different ways. AI can serve as a teaching assistant tool, but teachers will need a collaborator to build bridges between students' prior knowledge, new knowledge, and shared knowledge. Teachers must ask students to be very skeptical of AI results, especially about the unique challenges of using tools trained on biased datasets. Wrong solution is possible if information is presented incorrectly, rules of correct information presentation should be checked by teachers. This skepticism can be woven into existing pedagogical and assessment learning. Teachers need to be proficient in using new AI tools and keep themselves updated, and current students need to have the skills to properly prepare them for the AI future. Mathematics teachers should have more experience with in-depth knowledge of mathematics instruction and assessment in the current ai context. Wolfram Alpha, Maple Calculator, GeoGebra, Symbolab, Mathway, Desmos, Microsoft Maths Solver, Julius AI are some most popular math AI tools mentioned here that can be used on mobile phones or computer to display mathematics simulation, diagrams and problem solving in the classroom.

Conclusion:

NEP 2020 recognizes the importance of digital literacy and digital fluency for students and takes ambitious initiatives to integrate Educational Technology system to promote student centered learning and self-paced learning. There may be some limitation behind less utilization of pedagogical practices in real classrooms such as overcrowded classroom, overloaded curriculum, lack of proper training of teachers, lack of infrastructures, over burden teachers and administrative ignorance towards innovation. If the teachers can apply AI in mathematics classroom, the interest of the students will increase as well as the learning will be enjoyable for them. Teacher training institutes should come forward to make them proficient in AI tools used in different types of mathematics education. Teachers of this professional training course should be highly proficient in AI and will have the opportunity to conduct research on AI. Specific AI tools should be found for different chapters of different branches of mathematics to present the material to the students in an easy way. This paper also discussed some of the student centered of innovative mathematics teaching which are concerned with the proposed approach of

NEP 2020. With the help of these approaches the teacher will be able to shift the learning from memorization to deep understanding of concepts that make mathematical learning joyful rather than burden. NEP 2020 emphasizes on strengthening the foundation of human development through skills and confidence that will encourage teachers to take action. Pre-service and in-service teacher training can transform an ordinary teacher into an advanced techno-pedagogy teacher if appropriate technology -assisted teaching strategies are inculcated in student teachers during professional training. Without the good will and proper teaching efforts of the entire mathematics teaching community, such a national education policy will never be effective in producing good mathematics minded students.

Reference:

Abramovitz, B., Berezina, M., Bereman, A., & Shvartsman, L. (2012). A blended learning approach in mathematics. In A. Ajuan, M.A. Huertas, S. Trenholm, and C. Streegmann (Eds), Teaching mathematics online: Emergent technology and methodologies (pp. 22-42). Doi: 10.4018/978-1-60960-875-0.ch002.

Awodeyi, A.F., Akpan, E.T. & Udo, I.J. (2014). Enhancing teaching and learning of mathematics: adoption of blended learning pedagogy in University of Uyo. International Journal of Science and Research, 3 (11), 40-45.

Bulun, M., Gulnar, B., Guran, S.M., (2004), Mobile Technologies in Education. The Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET, 3(2), Article-23.

Dodge, B. (1997). Some thoughts about Web Quests. Retrieved November 26, 2012, from the Web Quest Homepage, San Diego State University: https://webquest.sdsu.edu/about_webquests.html

Lin, Y.W., Tseng, C.L. & Chiang, P.J.. (2016). The effect of blended learning in mathematics course. EURASIA Journal of Mathematics Science and Technology Education, 13(3), 741-770.

NCTM (2023). Artificial intelligence and mathematics Teaching, A Position of the National Council of Teachers of Mathematics.www.nctm.org

O'Malley, C., Vavoula, G., Glew, J. P., Taylor, J., Sharples, M., Lefrere, P., Lonsdale, P., Naismith, L., & Waycott, J. (2005). MOBllearn. WP 4-Pedagogical Methodologies and

UGC- Blended Mode of Teaching and Learning: Concept Note, New Delhi, https://www.ugc.ac.in/pdfnews/6100340_Concept-Note-Blended_mode-of-Teaching-and-Learning.pdf

Walia, P. (2020). Paradigm Shift in Pedagogical Practices in Mathematics Classroom: NEP 2020, International Journal of Creative Research Thoughts, 8(12), 2902-2908.

স্বাদেশিকতা থেকে রাজনৈতিকতাঃ রবীন্দ্রনাথের রঙ্গমঞ্চে যাত্রার ভূমিকা

সুমন সাহা
সহকারী অধ্যাপক(ইংরাজী বিভাগ), রাষ্ট্রীয় প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, হুগলী

নাট্য রচনায় এবং তত্ত্ব ভাবনায় রবীন্দ্রনাথ নিজেই একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠান। এই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য হল রবীন্দ্রনাথের নাট্য ভাবনায় ও রঙ্গমঞ্চে যাত্রার ভুমিকা, তার বিভিন্ন বিভাগ এবং কীভাবে এই জনপ্রিয় দেশজ লোককাঠামোর আনুষ্ঠানিক প্রদর্শনে তাঁর নাটক একটি অনন্য আকার ধারণ করে। ঠাকুর বাড়ি ও রবীন্দ্রনাথের রঙ্গমঞ্চ সর্বদাই অভিজাত সম্প্রদায়ের এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতো, সাধারন মানুষের যা ছিল ধরাছোঁয়ার বাইরে। অনেক বিদ্বজ্জন রবীন্দ্র নাট্য চেতনায় যাত্রার প্রভাবকে সম্পূর্ণ ভাবে অস্বীকার করেন, কারণ তাঁরা এই ধরনের লোকমঞ্চের অভিনয়কে নিম্নমানের খ্যাতি-অর্জনের বিষয় ভাবতেন। যদিও এই ধরনের লোকসংস্কৃতি এবং লোককাঠামোর প্রতি রবীন্দ্রনাথের প্রবল উৎসাহ ছিল যা তাঁর নাট্য রচনায় এবং নাটক মঞ্চস্থ করার উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। নাট্য রচনা এবং সেটিকে মঞ্চে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে তিনি নিরন্তর গবেষণা করে গিয়েছেন, আর অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছেন তাঁর রঙ্গমঞ্চকে উনবিংশ শতাব্দীর তথাকথিত বাংলা 'থিয়েটার'-এর, যা প্রাথমিক ভাবে পাশ্চাত্য বাস্তববাদী নাট্যশালা দ্বারা প্রভাবিত তার থেকে আলাদা করে সম্পূর্ণ নূতন এক মঞ্চের ঐতিহ্য গঠন করার। শুধুমাত্র যাত্রা নয় তার সাথে 'কীর্তন', 'বাউল' এর মতন গ্রামবাংলার ঐতিহ্যশালী লোকসংস্কৃতি, যা কিনা উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা 'থিয়েটার' এর আবির্ভাব এর সাথে প্রান্তিক হয়ে গিয়েছিল, সেটিকেও মনে রেখে তাঁর নাট্য রচনার অন্যতম মুখ্য ভাবনায় রূপান্তরিত করেন। যাত্রা ও অনান্য লোকশিল্পের প্রতি তাঁর আকর্ষণ গভীরভাবে স্বদেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাস বর্ণনার পরিকল্পনার সাথে যুক্ত একজন নাট্যকার হিসেবে তাঁকে তথাকথিত বাস্তবধর্মী মঞ্চের বাইরে একদম অন্য মাত্রার এক রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে অনুভব করায়। তিনি যথেষ্ট সচেতনতার সাথে বাস্তবধর্মী নাট্যমঞ্চের সাথে সমতুল অবস্থানকে প্রত্যাখ্যান করেন, যেটি তৎকালীন নাট্যশিল্পর উপর আধিপত্য বিস্তার করে রেখেছিল। যদিও এটি আমাদের সবার মনে রাখা দরকার যে রঙ্গমঞ্চের ধারনা অঙ্গাঙ্গীভাবে ইউরোপিয় ভাবধারার সাথেই যুক্ত। রঙ্গমঞ্চ বা নাট্যশালা বা 'থিয়েটার' কোনটির অস্তিত্বই আমাদের সংস্কৃতিতে ছিল না। রবীন্দ্রনাথ ফিরে যান যাত্রায়। অসিতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মতে রবীন্দ্র নাট্যচিন্তায় যাত্রা স্থান করে নেয় এবং তার মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলি নাটকের প্রযোজনা এবং উপস্থাপনার প্রয়োজনীতার সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়। তিনি বলেন "যাত্রাগণের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল প্রয়োজনানুসারে পরিবর্তন। যাত্রাগণ এই পরিবর্তনের পথ ধরে রবীন্দ্রনাট্যসাহিত্যে স্থান করে নেয় " (মুখোপাধ্যায়, ৩৫৮)। সকলেকিন্তু অসিত কুমার মুখোপাধ্যায়ের সাথে একমত হতে পারেন না। যদিও আমার প্রচেষ্টা শুধুমাত্র এই নয় যে যাত্রা কিভাবে রবীন্দ্র নাট্য চেতনায় এবং তাঁর রঙ্গমঞ্চে স্থান করে নিয়েছিল, তার সাথে জাতি গঠনের রাজনীতি আর গ্রামীণসংস্কৃতি পুনর্গঠন প্রকল্পে এর তাৎপর্য উৎঘাটিত করাও অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। এটি আমাদের যাত্রার বিভিন্ন দিক যা রবীন্দ্রনাথ কে প্রভাবিত

করেছিল সেটি বুঝতে সাহায্য করবে এবং কেন এই লোককাঠামোর প্রদর্শন রবীন্দ্রনাথের নাট্যরচনায় উল্লেখযোগ্য স্থানসীমা নির্দিষ্ট করে নিয়েছিল। তাঁর আত্মজীবনী ''ছেলেবেলা''-য় তিনি বারংবার যাত্রার কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর নাট্যচর্চার মধ্যে যদিও তিনি তাঁর তত্ত্ব উপস্থাপন করেননি। ''রঙ্গমঞ্চ'' (১৯০৩), 'থিয়েটার' এর উপর হইত তাঁর লেখা একমাত্র গ্রন্থ, যেখানে তিনি যাত্রার প্রতি তাঁর অভিরুচি স্পষ্ট ভাষাই ব্যাক্ত করেন। তিনি লেখেন ''আমাদের দেশের যাত্রা আমার এইজন্যে ভালো লাগে। যাত্রার আভিনয়ে দর্শক ও আভিনেতার মধ্যে একটা গুরুতর ব্যবধান নেই। পরস্পরের বিশ্বাস ও আনুকুল্যের প্রতি নির্ভর করিয়াই কাজটা বেশ সহৃদয়তার সহিত সুসম্পন্ন হইয়া ওঠে।'' তাঁর ''তপতী'' (১৯২৯) নাটকের ভূমিকাতেও তিনি তাঁর যাত্রার প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করেন। সেখানে তিনি পরিস্কার ভাবে বলেন - নাট্যকাব্য দর্শক-এর কল্পনার উপরে দাবি রাখে, চিত্র সেই দাবিকে খাটো করে, তাতে ক্ষতি হয় দর্শকেরই। অভিনয় ব্যাপারটা বেগবান, প্রাণবান, গতিশীল; দৃশ্যপট তার বিপরীত; অনধিকার প্রবেশ করে স্বচ্ছতার মধ্যে থাকে সেই মুখ, মুঢ়, স্থানু; দর্শকের চিত্রদৃষ্টিকে নিশ্চল বেড়া দিয়ে সে একান্ত সঙ্কীর্ণ করে রাখে, মন যে জায়গায় আপন আসন নেবে সেখানে একটা পটকে বসিয়ে মনকে বিদায় দেওয়ার নিয়ম যান্ত্রিক যুগে প্রচলিত হয়েছে, পূর্বে ছিল না। আমদের দেশে চিরপ্রচলিত যাত্রার পালাগনে লোকের ভিড়ে স্থান সঙ্কীর্ণ হয় বটে কিন্তু মন সঙ্কীর্ণ হয় না। এই কারণেই যে নাট্যভিনয়ে আমার কোন হাত থাকে সেখানে ক্ষণেক্ষণে দৃশ্যপট ওঠানো নামানোর ছেলেমানুষি আমি প্রশ্রয় দিই না। কারণ বাস্তব সত্যকে এ বিদ্রুপ করে, ভাবসত্য কে বাঁধা দেয়।

কবি মঞ্চের মধ্যে অঙ্কিত ছবি প্রবল ভাবে অপছন্দ করতেন কারণ তা দর্শকের কল্পনা করার প্রবণতাকে ব্যাহত করে। ''ফাল্গুনী'' (১৯১৫) নাটকে কবিশেখর, সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে দর্শকের মনে আঁকা ছবির মতন চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর জন্য মঞ্চেকল্পিত মূর্তি প্রতিস্থাপনের কথা ভাবেন নি। তাঁর মতে দর্শকের মন হল সেই স্থান যেখানে সে সম্পূর্ণ নিজের মতন করে কল্পনা করতে পারে এবং ছবি এঁকে নিতে পারে। রবীন্দ্রনাথ কখনই এ ধরনের নাটক চাননি যা দর্শকের সংবেদনশীলতা এবং কল্পনার মধ্যে অবিরাম দ্বন্দ্বর তৈরি করে, যা দর্শকের মনের মধ্যে নিষ্ক্রিয়তাকে লালন করে। এটা অনুমিত যে, যে তথ্য নাটকের মধ্যে দেওয়া হচ্ছে দর্শক সেটা পাঠোদ্ধার করবে এবং মানে উদ্ধারের প্রক্রিয়াতে সে সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করে নিজের মনেই 'পাঠ্য' তৈরি করবে।

আনেকেই মনে করেন যে মঞ্চ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নতুন ধারণার সূচনা হয় 'শারদোৎসব'(১৯০৮) নাটক থেকে এবং এই নাটক এবং ১৯০৮ সালের পরবর্তী সময়ে লেখা নাটকেই যাত্রার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলি পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু আমি মনে করি নতুন ধরনের নাট্য রচনার বীজ বপন হয় রবীন্দ্রনাথের একদম প্রাথমিক পর্যায়ের নাটকগুলি থেকেই এবং শুরুর দিকের নাটকে যাত্রার প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়, এর মধ্যে বাল্মীকি প্রতিভা (১৮৮১), কালমৃগয়া (১৮৮২), মায়ার খেলা (১৮৮৮) উল্লেখযোগ্য।সমালোচকরা এই সব নাটকগুলিকে গীতিনাট্য আখ্যা দিয়েছেন। যদিও এগুলি গীতিনাট্য কিনা তা নিয়ে বিবাদ আছে। আমার মনে হয় এগুলির সাথে 'কৃষ্ণ যাত্রা'-র যথেষ্ট মিল আছে। প্রাসঙ্গিকতা রাখতে এখানে যাত্রার বিভিন্ন প্রকারভেদ জানা দরকার, যেটা প্রাথমিকভাবে তিন প্রকারের – 'কৃষ্ণ যাত্রা', 'নতুন যাত্রা' ও 'গীতাভিনয়' যা পরবর্তীকালে 'ঐতিহাসিক যাত্রা' বা 'সামাজিক যাত্রা'তে উন্নীত হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণর কাহিনী, গান এবং আরও অন্য কিছু কাল্পনিক গল্পের উপর ভিত্তি করে 'কৃষ্ণ যাত্রা'। ১৮২০-র দশকে কৃষ্ণ যাত্রা, নতুন যাত্রার সূচনা হয় একদম ধর্মনিরপেক্ষ আমোদ প্রমোদ প্রদানের

উদ্দেশ্য নিয়ে। ১৮৬০-এর দশকে 'গীতাভিনয়' এর আবির্ভাব ঘটে 'নতুন যাত্রা' থেকে চিত্তরস, 'কৃষ্ণ যাত্রা' থেকে ভক্তি এবং ইউরোপীয় ভাবধারায় প্রভাবিত বাংলা নাট্য মঞ্চের কিছু করুণ রসের মিলন ঘটিয়ে। 'গীতাভিনয়' ক্রমাগত তার ঝোঁক নাচ ও গান থেকে কমাতে থাকে, পরিবর্তে গদ্য সংলাপ এর অন্তর্ভুক্তি ঘটায়। রবীন্দ্রনাথ যখন "বাল্মীকি প্রতিভা"র রচনা করেন তখন তিনি সম্ভবত 'কৃষ্ণ যাত্রা' বা 'নতুন যাত্রা' থেকে প্রভাবিত হয়েছিলেন যেখানে আখ্যান গান এর মধ্য দিয়ে উদঘাটিত হয়। "জীবনস্মৃতি" তে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন যে "বাল্মীকি প্রতিভা" কোন গীতিনাট্য নয়, এটি একটা নাটক যেখানে চরিত্ররা গানের মধ্যে দিয়ে নিজেদের প্রকাশ করেছে। "বাল্মীকি প্রতিভা" তে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। দেশজ রাগ-রাগিনি তে কবি হতাশ হয়েছিলেন। তাঁর মতে ভারতীয় রাগ-রাগিনিতে স্পর্শানুভূতির অভাব রয়েছে, ব্যাকরণের কঠোরতা ও সুরকারের কৃত্রিমতার জন্যে। তাই তিনি 'কৃষ্ণ যাত্রা'র গঠন অনুসরণ করে তার সাথে সদ্য শেখা পাশ্চাত্য সঙ্গীতের মিল ঘটান। এই থেকেই হয়ত রবীন্দ্র-নাট্যচেতনায় নতুনত্বের সূচনা ঘটে। যদিও "বাল্মীকি প্রতিভা"য় যাত্রার প্রভাব যথেষ্ট বোধগম্য, কিন্তু মঞ্চস্থ নাটক বাস্তবধর্মী ঐতিহ্য দ্বারাই পরিচালিত হয়েছে। "ফাল্গুনি", "শারদোৎসব", "রক্তকরবী" ও "মুক্তধারা" নাটকগুলি বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে নবপরিবর্তন এনে দিয়েছে। "রক্তকরবী" ও "মুক্তধারা"-র মতন নাটকে আমরা যাত্রার সরাসরি উল্লেখ পাই। "মুক্তধারা"-য় একজন নামহীন পথিক যাত্রায় গানের কথা বলে। আর "রক্তকরবী" –তে নন্দিনী বলে যে কিভাবে যাত্রাপালয়ই শ্রীকান্ত একজন রাক্ষসের রূপ ধারণ করে, যা দেখে বাচ্ছারা ভয় পেয়ে যায়। এর থেকে আমরা বুঝতে পারি, কিভাবে যাত্রার শুধু পরিকাঠামো নয় তাঁর নাটকের ভিতরের চরিত্ররাও যাত্রার উল্লেখ করে। "শারদোৎসব" নাটকের মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথের মঞ্চের ধারণায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসে। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যখন তিনি শান্তিনিকেতনে আসেন তখন তিনি স্থায়ী মঞ্চ ব্যবহারের পরিবর্তে নাটক করার জন্যে খোলা আকাশের তলা বেছে নিলেন। শান্তিনিকেতনের খোলা আবহাওয়ায় এরকম মুক্তমঞ্চে নাটক খুব সফল হতে শুরু করে। স্থায়ী মঞ্চের অভাবে নাটকগুলি মুক্তমঞ্চে উপস্থাপিত হতে থাকে যা এই নাটকগুলিতে এক নতুন মাত্রা এনে দেয়। রবীন্দ্রনাথ এমন একটি যাত্রাপালার কথা ভেবেছিলেন যেখানে মঞ্চে কোনপ্রকার ছবি আঁকা থাকবে না আর যেখানে দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে এক গভীর যোগসূত্র থাকবে। "ফাল্গুনি", "শারদোৎসব", "অচলায়তান" ও "মুক্তধারা"-র মতন নাটকে মঞ্চের অনুপস্থিতি দর্শককে নাটকেরই একটি অংশ করে তুলতে সাহায্য করেছে।এবং নাটকগুলিকে সবার মনে গেঁথে যেতে সাহায্য করেছে।

রবীন্দ্রনাট্যে গানের ব্যবহারের মধ্যে দিয়েও যাত্রার প্রতিফলন পাওয়া যায়। মঞ্চসজ্জার অনুপস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট জোরের সঙ্গেই তাঁর নাটকে গানের ব্যবহার করেন এবং গানকে তাঁর নাটকের মুখ্য অংশ হিসেবে তুলে ধরেন। যাত্রাতেও গান ব্যবহার করা হয় কোন সংলাপ শেষ করতে অথবা ব্যাখ্যা করতে। "রাজা" নাটকে ঠাকুরদা বলেন তাঁর মন কোন এক আসন্ন বিপদ অনুভব করতে পারছে এবং তাঁর পরেই গান ধরেন "আমার সকল নিয়ে বসে আছি"। যাত্রায় 'বিবেক' চরিত্র কখনও কখনও গান করে আবার কখনও ঘটনার উপর মন্তব্য করে এবং দর্শকের মনের অবস্থাও ব্যক্ত করে। যদিও রবীন্দ্রনাথের নাটক চলাকালীন 'বিবেক' কখনও মঞ্চে উঠে আসে নি, তবে হয়ত "রক্তকরবী"-র বিষ্ণু, "ফাল্গুনি"-র সর্দার, "রাজা"-র ঠাকুরদা, "অচলায়তন"-এ দাদাঠাকুর চরিত্রগুলি সৃষ্টির সময় রবীন্দ্রনাথের 'বিবেক' এর কথা মাথায় ছিল। রবীন্দ্রনাথের প্রতীকী নাটকে গানের প্রাচুর্য আছে। এই সব নাটকে তিনি গান ব্যবহার করতেন কোন সংলাপের প্রসারণের ক্ষেত্রে অথবা 'কোরাস'

হিসেবে। "শারদোৎসব"-এর মতন ঋতুবিষয়ক নাটকে গানের ব্যবহার ঋতুর উদযাপনের জন্য ব্যবহার হয়– "মেঘের কোলে রোদ হেসেছে" নাটকে নতুন আমেজ এনে দেয়। "ফাল্গুনি" নাটকে গান সংলাপের চেয়েও মুখ্য ভুমিকা পালন করে। এডওয়ার্ড থম্পসন মনে করেন– "ফাল্গুনি একরকম ভাবে কবির নিজস্ব ইস্তাহার। দারোয়ানের জিজ্ঞাসাকেই হয়ত তাঁর ধারার নীতিকথা ধরে নিতে হবে– 'গান দিয়ে জবাব দেওয়া কি তোমার রীতি?" "ফাল্গুনি"-র "আমাদের খেপিয়ে বেড়ায়" গানের মধ্যে দিয়ে এক অদ্ভুত আনন্দের বিভা ছড়িয়ে দেয়। "রাজা"র "আমি রুপে তোমায় ভোলাবো না/ভালবাসায় ভোলাবো" গানের মধ্যে দিয়ে পুরো নাটকের বিষয়বস্তু তুলে ধরা হয়েছে যেখানে ভালবাসাকে জগৎ জয়ের চাবিকাঠি ধরা হয়।

১৯২০র দশকের শেষের দিকে লেখা নৃত্যনাট্যে রবীন্দ্রনাথের রঙ্গমঞ্চের উপর গবেষণা শিখরে পৌছায়। যাত্রার নৃত্য তাকে মুগ্ধ করেছিল। পরবর্তীকালে "ছেলেবেলা"-য় লেখেন তাঁর ঠিক কেমন অনুভূতিছিল যাত্রাপালার সেই নাচের প্রতি, যেটা তাঁকে দেখতে দেওয়া হত না। তিনি লেখেন – "ঘুমের ঘোরে মাঝে মাঝেই শোনা যাচ্ছে নাচের তাল, সামনে এসে ঠেকতেই ঝমাঝম করতাল"। তিনি বাংলার লোকনৃত্যকে উৎসাহ দেন এবং ঐতিহ্যবাহী মনিপুরী নৃত্য নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন। রবীন্দ্রনাথ পরিব্রাজকের মত নানান দেশ ঘুরে বেরিয়েছেন, নিজ সত্ত্বার বিকাশ ঘটিয়েছেন অন্যান্য সংস্কৃতি থেকে শিক্ষা নিয়ে। জাভা ও বালির নৃত্যকলা তাঁর খুব পছন্দ ছিল। যখন তিনি জাপান যান, তখন ওখানকার নাচ দেখে তিনি এতটাই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে তিনি বলেন যে জাপানের নাচ 'সম্পূর্ণ' ইউরোপীয় নৃত্য 'অর্ধেক ব্যায়ামকৌশল, আর অর্ধেক নাচ'। তিনি হয়ত যাত্রায় নাচ দেখে এবং তাঁর সাথে জাভা, বালি ও জাপানের নৃত্যকৌশলে মজে নৃত্যকে দর্শকের সাথে সংযোগস্থাপনের আরেকটি মাধ্যম হিসেবে দেখেন। একজন নাট্যকার হিসেবে রবীন্দ্রনাথ প্রবল ভাবে একজন পরিব্রাজক রবীন্দ্রনাথের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। এই নতুন ধরনের মঞ্চে সংলাপ হয়ত যথেষ্ট ছিল না তাই জন্যেই তিনি নাচকে এই নতুন ধরনের নাটকের সাথে যুক্ত করে দেন। 'চিত্রাঙ্গদা' (১৯৩৬), 'চণ্ডালিকা' (১৯৩৯), 'শ্যামা' (১৯৩৯) প্রভৃতি নাটকে নাচ শারীরিক গতিপ্রকৃতি ও অঙ্গভঙ্গির সঙ্কেত হিসেবে কাজ করে আর গান সেখানে সংলাপের পরিবর্ত হিসেবে কাজ করে। মঞ্চের ইতিহাসে এইভাবে নতুন সঙ্কেতবাদ তত্ত্বের শুরু হয়। যেটা এর আগে অব্দি যাত্রার এক সামান্য অংশ হিসেবে পরিচিত ছিল, সেটা এই সময়ের পর থেকে রবীন্দ্রনাথের নতুন ধারার নাটকের সাথে যুক্ত হয়। এই নতুন ধরনের প্রদর্শনে নাচ ও গানকে পাশাপাশি রেখে বিবেচনা করতে গিয়ে সবার প্রথমে সেই পরিব্রাজক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা মাথায় রাখতে হবে যিনি জাভা, বালি ও জাপান ঘুরে এসে সেখানকার নৃত্যচর্চার সাথে ভারতীয় নৃত্যের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে তাঁর রঙ্গমঞ্চে নব নাট্য চেতনায় এক মুখ্য ভুমিকা নিয়েছেন।

নাট্যকার হিসেবে তাঁর নাট্য জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ যাত্রার বিভিন্ন বিভাগকে কাজে লাগিয়ে নাটক রচনা করেছেন, যা আমদের জাতীয় সম্পদ বলে বিবেচিত হয়। রবীন্দ্রনাথ হয়ত চেয়েছিলেন ঐতিহ্যশালী দেশীয় সংস্কৃতির পুনর্জীবন দিয়ে আমাদের জাতির ঐতিহাসিক বোধকে অনুপ্রাণিত করতে। তিনি জানতেন অন্যান্য সাংস্কৃতিক মাধ্যম ও দক্ষতার তুলনায় নাটক হল এমন এক মাধ্যম যার মাধ্যমেমানবমনকে জাতিগত সচেতনতায় অনেক সহজে সিক্ত করা যায়। ছাপার অক্ষরের বাইরেও এর আলাদা এক আবেদন আছে। রবীন্দ্রনাথেরগল্পে,উপন্যাসে জাতীয়তাবাদের ধারণা একটি মুখ্য স্থান নেয়। তিনি যথেষ্ট সচেতন হয়ে, গ্রামীণ পরিবেশ সৃষ্টি করেন তাঁর নাটকে এবং বোঝাতে চান ভারতীয় সংস্কৃতিতে গ্রামই হল মুখ্য সাংস্কৃতিক কেন্দ্রবিন্দু এবং সেটির পুনরুদ্ধার দরকার। গ্রাম-পুনর্গঠন প্রক্রিয়াতে শ্রীনিকেতন এর গঠন জাতীয়

সংস্কৃতির পুনর্জীবনের এক কৌশল। ইংরেজ শাসকেরা খুব সুব্যবস্থিত ভাবে তাদের উপনিবেশকে পরিবর্তিত করতে চেয়েছিল, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক দুই ভাবেই। সেইজন্যে তারা খুব কৌশলে স্ব-প্রণোদিত পরিকল্পনার সাথে এদেশে নবজাগরণ আনার কথা প্রচার করে। ভারতীয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই জাতীয়তাবোধের অভাব আনার জন্যেই ইংরেজরা চেয়েছিল গ্রামভিত্তিক ভারতীয় সংস্কৃতিকে নষ্ট করে দিতে। তারা প্রাচ্যকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিল, এডওয়ার্ড সাইদ এর কথায় – আধিপত্য, পুনর্গঠন এবং প্রাচ্যের উপর অধিকারকে সুনিশ্চিত করতে (সাইদ ৩)। রবীন্দ্রনাথ ইংরেজদের আমাদের সংস্কৃতিকে নষ্ট করার সুব্যবস্থিত পরিকল্পনা বুঝতে পারেন, আর বোঝেন যে, এটি হয়ে উঠতে পারে আমাদের জাতির জন্যে মারাত্মক। আশিস নন্দী তাঁর The Intimate Enemy (১৯৮৩) বইয়ে ঔপনিবেশিকতার দুইদিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। একদিকে যেমন তিনি ঔপনিবেশিকতা কে ভৌগোলিক স্থান দখলের খেলা বলেছেন, সেরকম অন্যদিকে তাঁর মতে ঔপনিবেশিকতা হল মানুষের মন এবং সেখানকার সংস্কৃতির উপর আধিপত্য স্থাপন। নন্দীর মতে –

"এই ঔপনিবেশিকতা দেহর থেকে বেশি মনের উপরেই আধিপত্য স্থাপন করেছিল এবং তাঁরা তাদের ক্ষমতা মুক্ত করেছিল এই সব উপনিবেশগুলির উপরেই, যাতে করে তাঁরা তাদের সাংস্কৃতিক অগ্রাধিকার পরিবর্তন করে। এই প্রক্রিয়াই, আধুনিক পাশ্চাত্যর ধারনাকে বিশ্বজনীন করে তুলতে, ভৌগোলিক ও সময়গত সত্ত্বার ধারনা থেকে উত্তীর্ণ করে মানসিক করে তোলে। পাশ্চাত্য এখন সর্বত্রই, পশ্চিমেও এবং বাইরেও, মনেও এবং অবয়বেও" (নন্দি, XI)

যদিও ১৯০৭ এর দিকে রবীন্দ্রনাথ মুখ্যধারার স্বদেশি আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়ান কিছু গঠনমূলক স্বদেশি ভাবধারা তুলে ধরতে, যার প্রতিফলন দেখা যায় "ঘরে বাইরে"র নিখিলেশ-এর মধ্যে। মঞ্চ তাঁর কাছে এক শক্তিশালী মাধ্যম হয়ে ওঠে ব্রিটিশ রাজের রাজনৈতিক ক্ষমতার বিরোধিতা করার জন্যে। সহিংস স্বাধীনতা সংগ্রামের তিনি বিপক্ষে ছিলেন। ইংরেজশাসকের রাজনীতির বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ করেন এবং ফিরে যান যাত্রার পুরনো ঐতিহ্যময় লোকসংস্কৃতিতে, যা দিয়ে তিনি ইংরেজ শাসনের জয়ের গতি রুখে দেওয়ার অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে যাত্রাকে ব্যবহার করেন। মঞ্চে গানের মধ্যে দিয়ে গ্রাম্য পরিবেশ তৈরি, কিছু গ্রাম্য চরিত্রের ভূমিকায়ন এসবই ছিল এই দেশের উপর বিদেশি সরকারের সাংস্কৃতিক আধিপত্য গঠনের চেষ্টার বিরোধিতা করা, ভারতকে বৃহত্তর ইংল্যান্ডের অংশ করা থেকে আটকানো। "শারদোৎসব"এর "আজ ধানের খেতে রৌদ্রছায়ায়", "রক্তকরবীর"র "পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে" গানগুলি গ্রামের পরিমণ্ডল এনে দেয়। "রাজা", "মুক্তধারা" এই সব নাটকে গ্রাম্য চরিত্রের ঘনঘটা। এই চরিত্রগুলি একত্রিত হয় মঞ্চে। একই সম্প্রদায়ে অন্তর্ভুক্ত থাকার অনুভূতিটাই ভারতীয় গ্রাম্য সংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। গ্রাম্যজীবন ও লোকসাংস্কৃতির মাধ্যমে তিনি তাঁর লক্ষ্য ও মতবাদ খুব সহজেই ছড়িয়ে দিতে পারতেন তাঁর লেখায় এবং অভিনয়ের উপযোগী নাটকের অনুবাদকরনের মধ্যে দিয়ে। যদিও রবীন্দ্রনাথ সর্বদা ব্যস্ত ছিলেন তাঁর জাতির পুরনো ঐতিহ্যকে পুনরদ্ধারের চেষ্টায়, তবে তিনি কখনো পাশ্চাত্যের সবকিছুকে দূরে সরিয়ে দেননি। প্রতিটি দেশের সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হতে, সেটা নিয়ে জানতে এবং তার ভালো দিক গুলি তুলে ধরতে তিনি খুব আগ্রহী ছিলেন। শাসক এবং শাসিতের মধ্যে একটা 'ম্যানিকিয়্যান' সম্পর্কের কথা জেনেও রবীন্দ্রনাথ 'বড় ইংরেজ', 'ছোট ইংরেজ' এর অস্তিত্বের কথা বিশ্বাস করতেন, যেটি তিনি খুব ভালোভাবে দেখিয়েছেন তাঁর "ছোট ও বড়" নিবন্ধে (১৯১৭)। তাঁর মতে যে সমস্ত ইংরেজ ভারত শাসন করতে চায়নি, যারা সত্য, ন্যায়, স্বাধীনতাকে তুলে ধরেছিলেন তাঁরা "বড় ইংরেজ"। আর যারা ভারতে তাদের ক্ষমতা জাহির করতে

এবং শাসন করতে আসে তারাই ''ছোট ইংরেজ''। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় অবধি কবি এই ধারণা নিয়েই চলতেন। যাত্রার কথা বলে তিনি অবশ্যই মানুষের মধ্যে স্বদেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ জাগিয়ে তুলেছিলেন। তিনি পাশ্চাত্যের জাতির ধারনার সাথে একমত ছিলেন না, যা ছিল শুধুই একটা ''ভৌগোলিক দানব''। জাতির এই কট্টর ধারণাকে অস্বীকার করে, পশ্চিমী সংস্কৃতির ভালো দিকগুলিকে তিনি আপন করে নেন এবং প্রাচ্যের নাট্যের কিছু ঝোঁককে শুধরে দেন। যাত্রার প্রভাব থাকা সত্তেও তাঁর নাটকে সঙ্কেত ও অভিব্যক্তির প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। জার্মান নাটক গেয়র্গ কাইসারের এর ''গ্যাস'' এবং এরনেস্ত টলার এর ''দা মেশিন রেকারস'' এর সঙ্গে ''রক্তকরবী''র মিল পাওয়া যায়। তাঁর নাটকগুলিকে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের মিলনস্থল বলা চলে। ''In Search of a New Language for Theatre'' প্রবন্ধে আধ্যাপক অভিজিৎ সেন লেখেন –

লোকসংস্কৃতির উপর তাঁর ভালোলাগা তিনি ধরে রেখেছিলেন, তবে যাত্রা আদলের অন্ধ প্রতিরূপে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। সেই সাথে, তিনি যতই পাশ্চাত্যের মঞ্চ উপস্থাপনার সমালোচনা করে থাকেন না কেন, মঞ্চের প্রয়োজনীয়তায় দরকার পড়লে সেগুলি ব্যবহার করতেন। একজন প্রযোজক হিসেবে, তিনি প্রায়ই সত্যিকারের মঞ্চের অবস্থা মেনে নিয়ে, একটি সারগ্রাহী আদর্শকে তুলে ধরতেন, যেখানে উপাদানগুলি বাস্তবধর্মী আবার অবাস্তবও, নগরভিত্তিক আবার গ্রাম্য, ঋণ নেওয়া আবার দেশীয়, প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যে, সব একসাথে অবস্থান করতে পারে। (সেন, ৪৫)

সবশেষে বলাই যায় যে, 'সাম্রাজ্যবাদী অনুকরণ' যখন বাংলা তথা ভারতীয় সংস্কৃতিতে পুরোদমে চলছে, তখন রবীন্দ্রনাথের নাট্যচিন্তায় ও মঞ্চে যাত্রার ভুমিকা অস্বীকার করা যায় না। একদিকে যেমন লোকসংস্কৃতি থেকে নেওয়া এই কাঠামো মঞ্চ সংস্কৃতিতে দেশীয় স্বাদ ফেরত এনেছিল, অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদের ঐ যুগে এই নাটক মানুষের পরিচয় স্থাপনে মুখ্য ভুমিকা পালন করেছে এবং জাতীয় সচেতনতাবৃদ্ধিতে মঞ্চ ও লেখার অবদানও নিশ্চিত করেছে। তিনি যাত্রায় ফিরে যেতে চেয়েছিলেন যাকে ধরা হয় ভারতীয় ইতিহাসের এক আধার এবং রঙ্গমঞ্চ উঠে আসার পর, যেটাকে খুব নিম্নমানের শিল্প বলেই ধরা হত। তিনি সবসময় দেশীয় সংস্কৃতিকে পাশ্চাত্যের উপরে ধরে নিয়ে ''ঘরে-বাইরে''র সন্দীপের 'হিংসাত্মক স্বাদেশিকতা' কে ঘৃণা করেন নি। রবীন্দ্রনাথের নাট্যচিন্তায় যাত্রার উপস্থিতি ও সেই সঙ্গে পাশ্চাত্যের প্রভাব, শুধুমাত্র একটি বিশ্বজনীন চেতনারই উদাহরণকে তুলে ধরে না, তার সাথে একটি আধুনিক নান্দনিকতার ধারণাকেও প্রশ্রয় দেয়, যেখানে 'উচ্চ শিল্প' 'নিম্ন শিল্প' এই ধারণাগুলি মিশে গেছে এবং বৃহত্তর আখ্যানের মতবাদকে পৃথক করে দিয়েছে। যেখানে সাম্রাজ্যবাদীর যুগে রাজনীতিতে নান্দনিকতা খুবই অভাব ছিল, এবং কলকাতার রঙ্গমঞ্চের সংস্কৃতি সম্পূর্ণরূপে শাসকদের হাতে বাঁধা ছিল, আর কিছু বশংবদ মানুষ তাদের ক্রমাগত অনুকরণ করে নাটকমঞ্চস্থ করছিল, সেখানে রবীন্দ্রনাথ স্বকীয় নাট্যচিন্তায় ও মঞ্চে যাত্রাকে মিলিয়ে দেন, সেটি নান্দনিকতার সঙ্গে রাজনীতির মেলবন্ধনের এক উজ্জ্বল উদাহারণ।

গভীর বনের ফিসফিস: আদি অথচ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উদ্ভাবনের এক গল্প

অধ্যাপক সত্যজিৎ হাঁসদা
(জীবন বিজ্ঞান)
রাষ্ট্রীয় প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, হুগলী

বনের গভীরে, যেখানে গাছগুলি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে এবং নদীগুলি অবাধে প্রবাহিত হয়, সেখানে একটি লুকানো গ্রাম রয়েছে যা শার্জমঘূটূ নামে পরিচিত, এটি আদিবাসী উপজাতি সাঁওতাল অধ্যুষিত গ্রাম। বংশ পরম্পরায় সাঁওতালরা তাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে আসা প্রাচীন জ্ঞান দ্বারা পরিচালিত এবং তাদের প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বসবাস করে আসছেন এই গ্রামে। গ্রামের কেন্দ্রে, সুউচ্চ গাছের ছাউনির নীচে, প্রবীণদের পরিষদ বসে। এই প্রবীণ অভিজ্ঞ - জ্ঞানী পুরুষ এবং মহিলারা আদিবাসী গোত্রের সবচেয়ে মূল্যবান ভান্ডার। তাদের আদি জ্ঞান এক প্রজন্ম থেকে পরপ্রজন্মে প্রবাহিত হতে থাকে।

একদিন, যখন গ্রামটি চাষের মৌসুমে কিছু চারাগাছ রোপণের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে, টুরুঞ নামে একটি ছোট ছেলে পথনির্দেশের সন্ধানে বনে প্রবেশ করে। শুধুমাত্র একটি ঝুড়ি এবং কৌতূহলের অনুভূতি নিয়ে সে প্রকৃতির গোপনীয় ও রহস্যময় বিষয়ে শিখতে বের হয়। টুরুঞ বনের গভীরে ঘুরে বেড়ানোর সময়, সে বেশ কয়েকটি সমস্যার মুখোমুখি হয়; বৃষ্টির জলে ফুলে ওঠা নদী, কাঁটার ঝোপ এবং আর্দ্র বাতাসে মশার ঝাঁক তার পথ অবরোধ করে কিন্তু প্রতিটি বাধার সাথে, সে তার প্রবীণদের দ্বারা শেখানো পাঠগুলি মনে রেখে ধৈর্য, পর্যবেক্ষণ এবং প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধার পরিচয় দেয় এবং সব বাধা অতিক্রম করে। অবশেষে, কয়েক ঘণ্টা ঘোরাঘুরির পর, টুরুঞ একটি অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার জায়গায় পৌঁছায় যেখানে সে মাটির গভীরে প্রসারিত শিকড় সহ একটি প্রাচীন বৃহৎ গাছ খুঁজে পায়। এর ডালের নিচে বসে সে বাতাসের ফিসফিস আর পাতার ঝড়-ঝঞ্ঝা শুনতে পায়। ধীরে ধীরে টুরুঞ সেই গাছের রহস্য বুঝতে পারে, বোঝে যে এর শিকড়গুলি ভূগর্ভে প্রসারিত হয়েছে, লুকানো জলের উৎসের দিকে যা আশেপাশের বাস্তুতন্ত্রকে বজায় রাখছে। এই নতুন জ্ঞান পেয়ে খুব আনন্দিত হয়ে খুশি মনে টুরুঞ প্রবীণ অভিজ্ঞ - জ্ঞানীদের সাথে তার আবিষ্কার করা পর্যবেক্ষণ ভাগ করে নিতে গ্রামে ফিরে আসে।

টুরুঞ-র অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, প্রবীণ পরিষদ গ্রামবাসীদের তাদের দৈনন্দিন জীবনে আদি বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করার জন্য জড়ো হয়। তারা তাদের পূর্বপুরুষদের গল্প বর্ণনা করলেন, যারা বনে চলাচল করতেন, আবহাওয়ার ভবিষ্যৎবাণী করতেন এবং ফসল চাষ ও শিকারের বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করতেন। টুরুঞ এর এই পর্যবেক্ষণের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, গ্রামবাসীরা ভূ-প্রকৃতি সম্পর্কে তাদের বোঝার গভীরতার জন্য নতুন যাত্রা শুরু করে ; তারা চাঁদের পর্যায় অনুসারে তাদের ফসল রোপণ করে, অসুস্থদের নিরাময়ের জন্য ঔষধি গাছের শক্তি ব্যবহার করে এবং বন থেকে সংগ্রহ করা উপকরণ ব্যবহার করে টেকসই আশ্রয় তৈরি করতে থাকে।

ঋতু চলে যাওয়ার সাথে সাথে গ্রামটি তাদের আদি

বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ঐতিহ্যগত জ্ঞান দ্বারা পরিচালিত হতে থাকে এবং যদিও তাদের চারপাশের পৃথিবী পরিবর্তিত হতে থাকে, তা সত্ত্বেও শার্জমঘুটুবাসি তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং প্রাকৃতিক বিশ্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনযাপনের প্রতিশ্রুতিতে অবিচল থাকে। গভীর বনে, যেখানে বাতাসে ফিসফিস করে দাঁড়িয়ে থাকা উঁচু গাছগুলির মাঝে নদীগুলি অবাধে প্রবাহিত হয়, আদি বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের চেতনাও সেথায় বিকাশ লাভ করে, ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য একটি আশার আলো নিয়ে বেঁচে থাকে আদিম অরন্য প্রকৃতি আর তার জনজাতি। এটাই সবুজ সমৃদ্ধ ভারতের আসল রূপ । প্রাচীনতা আর আধুনিকতার যুগ্ম সহাবস্থান । প্রাচীন বৃক্ষের ডালে ডালে বয়ে চলা ফিসফিস বাতাস যেন সেই আধুনিকতাকেই বয়ে নিয়ে আসার বার্তা আনে ।

সঙ্গীত ও এ আই

অধ্যাপিকা সান্ত্বনা আচার্য্য
(সঙ্গীত বিভাগ)
রাষ্ট্রীয় প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, হুগলী

বর্তমান সমাজে প্রযুক্তির তাৎপর্যকে উপেক্ষা করা নিতান্তই যুগের উন্নতিতে অংশগ্রহণ না করার লক্ষণ। প্রযুক্তির ব্যবহার করে আর সমস্ত শাখার মতো- পিছিয়ে নেই সঙ্গীতও; সকলেই জানেন প্রযুক্তির সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা এ আই ব্যবহার- করে বিশ্বের দরবারে বাস্তবায়িত হয়েছে অনেক অসাধ্য সাধন। এ আই ব্যবহারে পিছিয়ে নেই- সঙ্গীত শাখাও। এ আই-এর মাধ্যমে এখন আমাদের সৃজনশীল ক্ষমতা- অনেক উন্নত।

আমাদের কল্পনাকে আকার দেওয়ার একটি মাধ্যম এখন এ আই। এই এ.আই এতটাই ক্ষমতাসম্পন্ন এবং সম্পূর্ণরূপে মনুষ্যসৃষ্ট যেখানে আপনাদের প্রদানিত স্বল্পালাপ, স্বরাংশ, ছিন্ন বাক্যাংশকে একত্রিত করে রূপ দিতে পারে- এক পূর্ণাঙ্গ সঙ্গীতের। সঙ্গীত সৃষ্টি হয় সুর, লয়, তাল, ছন্দের সমন্বয়ে, সেখানে আপনিও নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন, আপনার- পছন্দের সৃষ্টিকলাকে। আর এই প্রযুক্তির- ব্যবহারে বর্তমানে অনেক শিল্পী পাচ্ছেন স্বল্পায়ে নানান বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গত।

এই উপায়ে একেদিকে যেমন, হারানো বাদ্যযন্ত্রকে আবার নতুন করে পরিচয় করানো হচ্ছে, বর্তমান প্রজন্মের সাথে, তেমনি একাংশের দাবী তারা হারাচ্ছেন তাদের কাজ!

তবে প্রযুক্তির সৃষ্টিকর্তা যখন মনুষ্যজাতি, তখন এ যে নিতান্তই ভ্রান্ত, তা বলাই বাহুল্য। আর, আপনারা জানলে আশ্চর্যই হবেন যে, কিছু বছর আগেও আমাদের পাঠ্যাংশের অন্তর্গত ছিল, 'composition of tunes'। সেখানে জানানো ছিল যে এরকম কিছু- শব্দকে সুরের মালায় গেঁথে সৃষ্টি করার কাহিনী।

তাই, নবীন প্রজন্মের কাছে আমার বার্তা প্রযুক্তিকে অবহেলা না করে মহোপযোগ ব্যবহার করে সৃষ্টির সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে সঙ্গীতকে ভারত তথা বিশ্বের দরবারে মেলে ধরুন ।

An Educational Excursion (26.05.2023 to 31.05.2023) from Government Training College, Hooghly

"In the woods of Buxa situated on the banks of Jayanti (Murti)"

Hooghly, June − 03, 2023: - Every year Government training college, Hooghly organizes an excursion to a historical commercial, ecological location to make thetrainee internsfamiliar with the unknown and for their practicum work as per the NCTE curriculum for B.Ed. Last year the College authority decided to arrange an excursion to New Alipurduar.

So, for this as a transport Silchar Special train decided by the College authority. A team of 45 students two senior Professors namely Prof. NagarjunBharadwaj and Prof. Dr.BaishaliBasu and two non-teaching staffwent to visit the New Alipurduardistrict and Buxa Tiger Reserve on dated May − 26, 2023.

It was 5 day's trip from 26.05.2023 to31.05.2023. First of all a dated 26th may, Friday we all met at Bandel Station. The train was(Silchar Special) arrivedBandelStation at around 7:10 pm. The journey took about 12 hours time. It was a night journey and most of the students were in engage of sleeping.

The train reached New AlipurduarStation at 7:30 am on next day. From the Station we all started our journey towards previously bookedhomestays by Car. Four homestays were previously booked for this requirement. After all we reached at our destination " Altapori homestay ". After arriving there we all divided into four homestays to take rest. Thereafter talking tiffin at "Altapori homestay" we all started our journey to visit "Buxafort" first. It was a beautiful journey. We started our tracking to visit "Zero point". Once we reached

Buxa there was no mobile connectivity. By tracking we all reached at “Zero point”. It’s an outstanding place. Overall view from “Zero point” was amazing. Then we all started with enthusiasm towards Buxa fort. After long time we reached there. At the entrance of the fort two letters were there engraved in a pillar – first one –letter from the prisoners to the Nobel Laureate Rabindranath Tagore and the second one – reply of Tagore to the prisoners. The route of Buxa fort was very adventures towards me. We all had known about Buxafort. This fort used to a high security prison and detention comp in 1930s ; it was the most notorious and unreachable prison in India after the Cellular jail in Andaman. After spending amazing time there we went back to the starting point of tracking. Then by car we went back to our home stays. Then we had our lunch at “Altapori home stays”. After that we stayed at our selected home stays to take rest. The first day was followed in this adventures way.

Next day on dated 28th may, we had decided to visit Buxa Tiger Reserve Forest. It was three times journey /trip. Students were divided into three groups to visit the forest in different times. First group was visited in early morning. Second group was started their journey at afternoon, it was not the right time to visit forestbecome we didn’t see any animal in that time for it was the time for rest of the animals. Forest guides took the responsibility to make “Jungle Safari” by their forest Jeep. The third trip was successful, they were very fortunate because many forest animals were seen in that time around 4:30 pm. They saw Bison, Leopard,ForestDeer etc.Whatever it was a good safari. The small of jungle was very different. We all enjoyed that green, dark forest journey.

The third day, on dated 29th may, it was pre scheduled to visit "chotomahakal" temple. After having our breakfast we were prepared to go to visit that temple. The guide took responsibility of ours. The journey was also very interesting; it's a different kind of journey to me. The whole journey was though the Jayantiriverbed. That time JayantiRiver was dry. We all enjoyed this journey. By Jeep we reached at "Chotomahakal" temple. It is a popular pilgrimage site, situated close to Bhutan border, the Cave house, a temple dedicated to Lord Shiva. There stalactite caves were fascinating in this structure and form. The way to reach the cave was very adventures. There was a natural formation in that place. We all enjoyed that very much. Jayantiriver was full of Water infront of "ChotoMohakal". The beauty of thosesurroundings was unbelievable. It was dangerous beauty. All the students took bath in the River. After that we all went back to our home stays abd had our lunch. That day was also very memorable to us because of a mesmerized cultural evening. On that day teachers and guides of "Altaporihomestays" collaboratively organized a cultural evening at that homestay. Teacher and student took part of that cultural programme. There were some events like song, recitation, mimicry etc. The host of the programmeRajdeep felicitated our College with "Memento" and with lots of love and good wishes. That beautiful evening made me very happy.

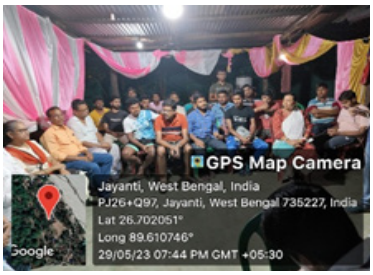

The last and final day of our excursion, on dated 30th may. In the meaning we all packed our luggage, after that we had our breakfast as usual. On that day we visited "Madanmohan Temple", "Rajabhatkhawa museum" and "Coachbihar Rajbari". After visiting all the places we had our lunch in a hotel. Then the tourist guides see of us to "New Alipurduar" station by car. This whole trip was very memorable for us. We had started our journey to come back home/hostel with the train "Padatik Express".

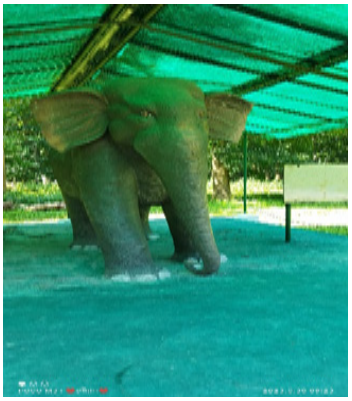

After ending the tour we all returned home/hostel safely next day. We all not only enjoyed that days but also get much knowledge from this educational tour. We are thankful to our College authority to make us happy with this beautiful education tour.

Report prepared by:

1. **Subham Sarkar,** *Student (2022-24)*
2. **SouravMandal,** *Student (2022-24)*

Excursion supervision committee members:

1. **Mr. Nagarjun Bharadwaj,** *Associate Professor, WBES*
2. **Dr. Baisali Basu (Roy Chaudhary),** *Associate Professor, WBES*
3. **Sri. Ashok kr. Barua, Peon**
4. **Sri. Bishnupada Sarkar, Peon**

Excursion-in-Charge:

1. **Dr. Arup Kundu,** *Assistant Professor, WBES*
2. **Mr. Suman Saha,** *Assistant Professor, WBES*

Photographs taken by: *All Students.*

Report on Educational Excursion-2024 and Community Engagement Programme

Organized by Government Training College, Hooghly

Date: 07 February, 2024 to 11 February, 2024

Location: Kalimpong and Darjeeling

This year Govt. Training College, Hooghly organized an educational excursion and community outreach programme to Kalimpong and Darjeeling to explore the cultural, historical and natural attractions of this renowned hill station and to provide the students with an enriching experience, fostering cultural appreciation and understanding. Darjeeling occupies a special place in the South Asian imaginary.

With its Himalayan vistas, lush tea gardens, and brisk mountain air, Darjeeling is a place somehow different from the rest of India in the plains below and an escape from the proverbial heat of the country. The romance with the 'queen of the hills' lives on, as thousands of Indian and foreign tourists flock annually to the region to taste its world-renowned tea, soak up the colonial nostalgia, and glimpse mighty Mount Kanchenjunga.

The journey started once 12343 Darjeeling Mail departed Sealdah Jn. at 11:05 pm. After an overnight journey the train reached New Jalpaiguri Jn. next morning at 08:05 am. The tour operator had hired cars for the participants to reach Kalimpong which is about 75 km away from NJP.

As the cars were traversing and snaking through the hilly landscape, everyone was spellbound to have a glimpse of the majestic Coronation Bridge that spans across the Teesta River connecting the districts of Darjeeling and Kalimpong as well as the picturesque view of the blue water of the Teesta River surrounded by lofty mountains.

The cars halted briefly as students visited the Pine View Nursery and the Chitrabhanu, where the famous house was built in 1943 and which was declared as a heritage by the West Bengal Heritage Commission in 2018.

Before checking in hotel, the students were taken to the one of the main attractions of Kalimpong, the Delo Park, known for beautiful mountain views, exotic flowers, landscaped gardens, certain recreational activities and picnic spots. Situated at an altitude of 1,704 metres atop the Delo Hill,

the Delo Park absorbed the tiredness off the students. Though capped in mist and clouds, the scenic beauty enchanted everybody and left a lasting impression on them as the Tintern Abbey or the Daffodils had on William Wordsworth.

Next morning a yoga session was conducted on the hotel lobby where all the students, teachers and non-teaching staff actively participated.

On the way to Darjeeling, the cars halted first at Lamahatta Eco Park, famous for the vast stretch of Pine, Dhupi & Large Cardamom trees along with the looming Mount Kanchenjunga in the forefront.

Next stop was at the Ghoom Buddhist Old Monastery, founded back in 1850 by Lama Sherabgyatso. Students also visited the Ghoom Railway Monastery of the Darjeeling Himalayan Railway. The highest railway highway station of India was declared as a World Heritage Site by UNESCO in 1999.

The Batasia Loop and the Gorkha War Memorial, without which a trip to Darjeeling would remain incomplete was the next destination. The view of the spiral railway track, the memorial to the Gorkha soldiers of the Indian Army who sacrificed their lives after the Indian Independence in 1947 and the sleeping Buddha of the Himalayas in the horizon left the students spellbound.

In the afternoon evryone went in groups

to the Mahakal Temple and spent time in the Chowrasta Mall, an iconic place for the tourists as an observatory hill. The square, surrounded by ancient pine trees is lined

with old yet permanent stores towards the west and an open vista of rolling hills, snow peaks and shadowed valleys on the east.

The students were blessed to catch a glimpse of the majestic Mt. Kanchenjunga early in the morning of February 10. This is perhaps the best moment for the students to cherish. Time passed by as students stood motionless on the Observatory Hill witnessing the snow-capped summit change her colour at sunrise.

The Peace Pagoda was one of the last spots that the students visited. The quiet and serene ambience of the Buddhist pagoda incorporated a sense of calmness and peace in the minds of the students.

The students also visited the Padmaja Naidu Himalayan Zoological Park and the Happy Valley Tea Garden on their way back to New Jalpaiguri.

Community Outreach Programme

A Community Outreach Programme was conducted by the students among the residents of Kalimpong and Darjeeling. The survey was conducted to make an attempt to know about their social and community life, environmental challenges and natural disasters faced by them as residents of hilly areas, applicability and effectiveness of different Government policies, infrastructural adequacy and their sugestion of overall improvement of the standard of life in the hilly regions of Kalimpong and Darjeeling. Three students, Snehasis Biswas, Saikat Kundu and Joyjit Sen were oriented to conducted the survey and all other students actively helped them to carry out the task and make it successful.

Thus the educational excursion came to an end and students bade adieu to the Queen of the Hills as they boarded 12378 Padatik Express which departed NJP Jn. at 08:40 pm on 10th February, 2024 and reached Sealdah Jn. next morning on 11.02.2024.

Report Prepared by: Joyjit Sen, Student, Semester I (Session 2023-25)

Photographs taken by: Tonmay Banerjee, Student, Semester I(Session 2023-25)

Convenor: Dr. Arup Kundu, Assistant Professor, WBES

Co-Convenor: Prof. Suman Saha, Assistant Professor, WBES

Other Members: Prof. Satyajit Hansda, Assistant Professor, WBES

1. **Sri Bishnu Pada Sarkar, Member of the Non-teaching Staff**
2. **Sri Prem Chand Routh, Member of the Non-teaching Staff**

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
GOVERNMENT TRAINING COLLEGE, HOOGHLY
(Affiliated to the BSAEU, Recognised by NCTE)
College of Teacher Education (CTE)
OFFICE OF THE PRINCIPAL
P.O. & Dist. Hooghly, Chawkbazar, Pin-712103
Telephone No.: 033-2680-2085, Website-www.gtchooghly.ac.in
Estd. 1955

Community Outreach Program

Dt. 07/02/2024 to 11/02/2024

Section 1: Demographics

1.1 Name: Sumit Ghataney. (SUMIT GHATANEY).

1.2 Age: 21

- Under 18
- ✓ 18-24
- 25-34
- 35-44
- 45-54
- 55-64
- 65 or older

1.2 Gender:

- ✓ Male
- Female
- Non-binary
- Prefer not to say
- Other (please specify)

1.3 How long have you been living in a hilly area? Since birth.

Section 2: Environmental Challenges

2.1 How do hilly terrains affect your daily commute? Availability of vehicles is not as much as expected.

2.2 What environmental challenges do you face in terms of infrastructure (roads, bridges, etc.)? BRO is doing excellently. Yet some improvements needed

2.3 How does the terrain impact your access to essential services (healthcare, education, grocery stores, etc.)? Everything is available as per need.

Section 3: Natural Disasters On 4th Oct., 2023, a severe flash flood occurred in the Teesta terrain. Normalcy of life was shattered

3.1 Have you experienced any natural disasters in your area (e.g., landslides, earthquakes, floods)? If yes, please describe your experience. Yes.

3.2 How well-prepared do you feel for potential natural disasters in your hilly region? NDRF & SDRF help us to defend ourselves against disasters.

Section 4: Livelihood and Economy

4.1 How does the hilly terrain affect your job opportunities and economic activities?

4.2 Are there specific industries or types of work that are more prevalent in hilly areas? Please specify. Tea industry, tourism, matchbox manufacturing.

Section 5: Social and Community Life

5.1 How does living in a hilly area impact your social life and community engagement? No impacts noticed as I am a Resident of Kalimpong.

5.2 Are there community initiatives or programs that help address challenges in hilly areas? If yes, please describe.

Section 6: Healthcare and Accessibility So-So

6.1 How easily can you access healthcare facilities in your hilly region? Mostly available.

6.2 Have you faced challenges in receiving timely medical assistance due to the terrain? No.

Section 7: Quality of Life Yes.

7.1 On a scale of 1 to 10, with 1 being extremely poor and 10 being excellent, how would you rate your overall quality of life in the hilly area? 8 out of 10.

7.2 What aspects of daily life do you find most challenging in the hilly terrain?

7.3 How satisfied are you with the availability of public services (e.g., healthcare, education, transportation) in your hilly region? Satisfied.

Section 8: Government Impact

8.1 To what extent do you believe government policies have positively impacted your quality of life in the hilly area? We are benefitted by Govt. policies to a good extent.

8.2 Are there specific government initiatives or programs that you feel have significantly improved living conditions in hilly regions? Not sure.

8.3 In your opinion, what are the main areas where government intervention is needed to enhance the quality of life in hilly areas? Health care, drinking water, roads, disaster management and electric supply.

Section 9: Infrastructure and Accessibility

9.1 How would you rate the condition of infrastructure (roads, bridges, etc.) in your hilly area? Overall good.

9.2 Do you feel that the government has adequately addressed the accessibility challenges posed by the hilly terrain? Yes.

Section 10: Natural Disaster Preparedness

10.1 How confident are you in the government's preparedness and response to natural disasters in your hilly region? The govt. Should be more alert to evacute places during disasters and swift in restoring normalcy.

10.2 Are there specific measures you believe the government should take to improve natural disaster preparedness in hilly areas? Not sure.

Section 11: Suggestions for Improvement

11.1 As we all know, there is an unsaid division between North and South Bengal. As a resident of North Bengal, which is distant from the capital city, do you feel any difference or negligence? Sometimes we feel segregated from the heart of the State. We expect more inclusivity.

11.2 What recommendations do you have for the government to enhance the overall quality of life in hilly areas? Water facility, roads, disaster management, health care.

11.3 Are there specific policies or interventions you would like to see implemented to address the challenges unique to hilly terrain? NO.

Sumit
Signature of the Interviewee

Joyjit Sen 09/02/24
Signature of the Interviewer

 ❖ ISBN NO : 978-81-969989-6-7

Report of National Seminar on Teacher Education: Issues and Challenges in the Perspective of NEP 2020

Date: January 30th, 2024

Venue: Library Building, Govt. Training College, Hooghly

Organized by: Govt. Training College, Hooghly

INTRODUCTION

The one-day National Seminar, of which the Convenor was Dr. Baishali Basu (Roychoudhury) and the Joint-Convenor was Dr. Biman Mitra, was organized in collaboration with IQAC- Government Training College, Hooghly and BETA College of Education with a view to recognizing the needs, deficiencies, weaknesses, difficulties and problems of teacher education and also highlighting urgent reforms in teacher education required to be implemented as envisaged in NEP-2020.

PROCEEDINGS

Inaugural Session (10:30am to 12:35pm)

The Anchor of the programme Prof. Suman Saha marked the beginning of the session as he requested the cultural committee of GTC, Hooghly to sing the State Song of West Bengal. Prof. Santwana Acharya conducted the performance which was followed by lighting the lamp and Mongolachoron recited by Shemul Biswas, a student of Semester I at GTC, Hooghly. All the distinguished guests were felicitated next. Principal, GTC, Hooghly and Principal, Beta College of Education delivered the Welcome Address. Prof. Maitryee Bhattacharya, Registrar, BSAEU, delivered the Inaugural Speech. Sri Abhijit Biswas, Controller, BSAEU, delivered his speech next. Dr. P. K. Jana, IQAC Co-ordinator delivered the Key note speech of the Seminar. Prof. Saha requested Prof. Dr. G. C. Bhattacharya, former professor, Benaras Hindu University, to share his thoughts on the theme of the Seminar. The audience drew up questions for Prof. Dr. Bhattacharya who offered a crystal clear clarification to their doubts. Dr. Baishali Basu (Roychoudhury) gave vote of thanks and that concluded the Inaugural Session.

গভর্ণমেন্ট ট্রেনিং কলেজ, হুগলী

Technical Session: (1:45pm to 3:45pm)

Room No. 3

Chairperson: Dr. Sujit Pal

List of Paper Presenters:

i. Dr. Ratan Sarkar , Assistant Professor of Education, Department of Teachers' Training (B.Ed.), Prabhat Kumar College, Contai (Affiliated to Vidyasagar University) and Sk. Parvej Ahammed, Ph.D. Research Scholar, Research Centre in Humanities and Social Sciences, Prabhat Kumar College, Contai

ii. Banshari Koley, Ph.D. Research scholar of Jadavpur University.

iii. Dr. Niranjan Maiti, Asst. Prof., GCE, Banipur

iv. Babul Pramanik, Assistant Professor in English, Govt. General Degree College at Pedong,

v. Suchita Roy, Research Scholar, Tata Institute of Social Sciences, Hyderabad .

Room No. 2

Chairperson: Dr. Abhijit Kumar Pal and Dr. Sujata Raha

List of Paper Presenters:

i. Dr. Angshuman Sheth, Assistant professor Institute of Education (P.G.) for women Chandernagore, Hooghly

ii. Hasina Khatun & Rima Saha Students Beta College of Education

iii. Shekhar Sardar, (Student, GTC, Hooghly) and Dr. Biman Mitra Assistant Professor in Education Govt. Training College Hooghly.

iv. Rabindranath Das, Ph.D. Scholar, Department of Education, Nagaland University, and Dr. Anu, G. S., Associate Professor, Department of Education, Nagaland, India

v. Rabindra Nath Sarkar, 3rd semester student of Government Training College, Hooghly

Room No. 5

Chairperson: Dr. Kumud Ranjan Mondal

List of Paper Presenters:

i. Buddhadeb Maity, Research Scholar, Department of Education SEACOM SKILL UNIVERSITY

ii. Kaushik Bhattacharyya, Trainee teacher of Beta College of Education.

iii. Sukhdev Adak, Asst. Teacher, Masagram High School (HS).

iv. Soumita Seth, Trainee Teacher of Beta College of Education.

v. Dr. Arup Kundu, Assistant Professor in Mathematics (Methodology), Govt. Training College, Hooghly.

vi. Suman Saha, Assistant Professor in English (Methodology Course), Govt. Training College, Hooghly.

Room No. 12

Chairperson: Dr. Sreetanuka Nath

List of Paper Presenters:

i.. Ranjini Ghosh Assistant Professor (Education), Govt. College of Education, Burdwan

ii. Aritra Sinha (Visiting Faculty of Sister Nivedita University and PhD Scholar of NIT Mizoram) and Soumyadeb Roy (Student of Beta College of Education).

iii. Sourabh Adhikari, The University of Burdwan M. Ed Student (Department of Education)

iv. Priya Patra, Student, Beta College of Education.

v. Sahali Sasmal, Student, Beta College of Education.

vi. Riku Majumdar, Research Scholar Department of Education, Vinaya Bhavana,Visva-Bharati, and Dr. Shyamsundar Bairagya, Associate Professor Department of Education, Vinaya Bhavana,Visva-Bharati

Valedictory Session:(3:45pm to 4:30pm)

All the paper presenters were awarded Certificates. The Guest-in-chief along with all the distinguished guests delivered a closing address highlighting the role of NEP 2020 in revolutionizing education by transforming student learning and redefining the teacher's role in future. The seminar concluded with the singing of the National Anthem of India.

❖ **Report prepared by:**
Joyjit Sen, Trainee Teacher (2023-2025), Govt Training College, Hooghly.

❖ **Guided By:**
Dr. Goutam Patra, Sri Nagarjun Bharadwaj, Dr. Baishali Basu (Roychoudhury), Dr. Pratap Kumar Jana, Dr. Sibananda Sana, Dr. Biman Mitra, Dr. Arup Kundu, Sri Suman Saha, Sri Satyajit Hansda, Smt. Santwana Acharya

RESULT OF B.ED. 4TH SEMESTER EXAMINATION

GOVERNMENT TRAINING COLLEGE,
HOOGHLY, BABA SAHEB AMBEDKAR EDUCATION UNIVERSITY,
B.ED.,SESSION 2021-2023

UNIVERSITY ROLL NO.	NAME OF STUDENTS	METHOD SUBJECT	OPTIONAL COURSE: XI	SGPA/ CGPA	FINAL% 0F MARKS
080042 21001	ABHISEK SHYAM CHOWDHURY	LIFE SCIENCE	WORK EDU.	8.46	79.55
080042 21002	ABHISHEK KARMAKAR	PHYSICAL SCIENCE	WORK EDU	8.76	82.00
080042 21003	AKSHAY KUMAR MISTRI	EDUCATION	WORK EDU	8.49	80.20
080042 21004	ANIK CHATTERJEE	LIFE SCIENCE	WORK EDU	8.79	82.10
080042 21005	ANIMESH HALDER	SANSKRIT	WORK EDU	8.39	77.60
080042 21006	ANIRBAN RAHA ROY	LIFE SCIENCE	ENVS & POPU.	9.24	86.25
080042 21007	ANUBHAB SEN	BENGALI	GUIDANCE & COUNS	9.20	87.10
080042 21008	AYUB BYPARI	SANSKRIT	WORK EDU	8.43	78.35
080042 21009	BACCHU BERA	HISTORY	GUIDANCE	8.13	74.10
080042 21010	BARUN DAS	EDUCATION	WORK EDU	8.45	78.75
080042 21011	BELLAL SHEIKH	PHYSICAL SCIENCE	WORK EDU	7.94	74.35
080042 21012	BIKRAM TIKADER	EDUCATION	WORK EDU	8.73	80.65
080042 21014	DEBASISH METE	BENGALI	WORK EDU	8.20	75.15
080042 21015	DIPANKAR DAS	HISTORY	WORK EDU	8.13	75.90
080042 21016	GOPAL MONDAL	LIFE SCIENCE	GUIDANCE & COUNS	8.09	75.45
080042 21018	KOUSTAVH SANTRA	SANSKRIT	WORK EDU	8.36	78.30
080042 21019	KRISHANU BHATTACHARYYA	HISTORY	ENVS & POPU.	8.51	78.70
080042 21020	MRITYUNJOY MONDAL	BENGALI	WORK EDU	8.55	80.25
080042 21021	PINTU HANSDA	LIFE SCIENCE	WORK EDU	8.33	77.30
080042 21022	PRADIPTA MONDAL	PHYSICAL SCIENCE	GUIDANCE & COUNS	9.11	85.45
080042 21023	RABINDRANATH GIRI	PHYSICAL SCIENCE	GUIDANCE & COUNS	7.85	72.45
080042 21024	RANAJIT DEBNATH	BENGALI	GUIDANCE & COUNS	8.68	81.15
080042 21025	RIVU DEY	LIFE SCIENCE	WORK EDU	8.61	79.70
080042 21026	SAGAR CHAKRABORTY	HISTORY	WORK EDU	7.89	72.10
080042 21027	SAIKAT KUMAR SARKAR	HISTORY	WORK EDU	8.61	79.95
080042 21028	SAMRAT MALIK	SANSKRIT	WORK EDU	8.19	76.00
080042 21029	SAMYAK ROY	BENGALI	WORK EDU	8.34	77.15
080042 21031	SHEKHAR SARDAR	EDUCATION	WORK EDU	8.71	82.30
080042 21032	SK JASIMUDDIN	LIFE SCIENCE	WORK EDU	8.66	81.60
080042 21033	SOUJANYA CHATTERJEE	MATHEMATICS	GUIDANCE & COUNS	8.93	82.05
080042 21034	SOUMEN DAS	SANSKRIT	WORK EDU	8.70	80.80
080042 21035	SOUMYADEEP DHARA	MATHEMATICS	GUIDANCE & COUNS	8.74	80.80
080042 21036	SUBHADIP SARKAR	PHYSICAL SCIENCE	WORK EDU	9.06	84.45
080042 21037	SUDIPTA KUNDU	MATHEMATICS	GUIDANCE & COUNS	8.76	80.65
080042 21038	SUDIPTA SANTRA	BENGALI	WORK EDU	8.55	80.25
080042 21040	SUMAN HAZRA	SANSKRIT	WORK EDU	8.55	80.20
080042 21041	SUMAN PAUL	MUSIC	WORK EDU	8.41	77.65
080042 21042	TITAS PAL	MATHEMATICS	WORK EDU	8.69	80.85
080042 21043	UDAY DOLUI	HISTORY	WORK EDU	7.96	73.35
080042 21044	UJJWAL DEY	MATHEMATICS	WORK EDU	8.54	80.20
080042 21045	WANGYAL GHISING	MATHEMATICS	WORK EDU	8.06	75.40

List prepared by: **DR. ARUP KUNDU**, *Assistant Professor in Mathematics*

Source: https://bsaeu.in, published on **08.**

Students Name & Address Details (2023-2025)

NAME	COURSE	METHOD SUBJECT	SESSION	ROLL NO	ADDRESS	DOB GROUP	BLOOD NUMBER	CONTACT
PRIYAJIT PATHAK	B.ED	BENGALI	2023-2025	F-04	VILL. - MANPUR, P.O.- KUNIARA, DIST. - BIRBHUM, PIN - 731303	15.08.2000	O+	7602994307
SACHINANDAN MAHATO	B.ED.	EDUCATION	2023-2025	F-43	VILL. -SABANPUR, P.O. - PIPRATARD, DIST.- PURULIA, PIN-723201	21.12.1999	A+	7063421291
AVINANDAN CHATERJEE	B.ED.	English	2023-2025	F-17	PRATAPPUR, CHINSURAH, HOOGHLY, PIN-712101	05.07.1999	N/A	8777259516
SNEHASHIS BISWAS	B.ED.	English	2023-2025	F-26	403/55, BHARAT HOUSING, SHYAMNAGAR, NORTH 24 PARGANAS, PS- JAGADDAL, PIN-743127	15.01.1999	B+	8820469027
SHEMUL BISWAS	B.ED.	PHYSICAL SCIENCE	2023-2025	F-41	VILL.-RBINDRANAGAR, P.O.-RABINDRANAGAR, DIST.- HOOGHLY,PIN-712103	13.11.1999	B+	8017371705
ATAHAR MASUM MONDAL	B.ED.	ENGLISH	2023-2025	F-52	VILL.- MOHANPUR, P. O.-HASNABAD, DIST.-NORTH 24 PARGANAS, PIN- 743426	06.12.1999	B+	9635059095
Sourojeet Nandy	B.ED.	Music	2023-2025	F-34	SHALBAGAN 2NO. SARANI, P.O.-NOAPARA, P.S.-BARASAT, NORTH 24 PGS., PIN- 700125	10.04.1996	O+	6289460064
RABISANKAR BHUNIA	B.ED.	PHYSICAL SCIENCE	2023-2025	F-29	VILL.-DURIA, P.O.-DURIA, DIST.-PASCHIM MEDINIPUR,PIN-721467	28.11.1997	A+	9679101779
SUBHARTHA PANJA	B.ED.	Life Science	2023-2025	F-08	16/11-B, DAKHIN SANTA ABASAN, HELABATTALA, P.O.- HATIARA, DIST.- NORTH 24 PARGANAS, PIN- 700157	15.11.1999	B+	9674758966
DEBJYOTI DAS	B.ED.	PHYSICAL SCIENCE	2023-2025	F-06	VILL. +P.O.-BANESWARPUR, DIST- HOOGHLY, PIN-712515	29.05.2000	A+	7908691903
Shouvik Sengupta	B.ED.	Music	2023-2025	F-33	19/3, HRIDAY KRISHNA BANERJEE LANE, HOWRAH-711101	21.02.2000	B+	9836966057
SK NIZAMUDDIN	B.ED.	BENGALI	2023-2025	F-21	VILL -NOWHAT,P.O-UKHRID, P.S-KHANDAGHOSH, DIST-PURBA BARDHAMAN, PIN-713142	22.06.1999	O+	8158059336
PARTHA HOWLADAR	B.ED.	HISTORY	2023-2025	F-32	VILL .- KHANYAN, P.O.- KHANYAN, DIST.- HOOGHLY, PIN- 712147	09.02.2001	B+	9123323127
Hritwik Sharma	B.ED.	Life Science	2023-2025	F-51	VILL-BHADISWAR, P.O.-MURARAI, DIST.-BIRBHUM, PIN-731219	25.08.2000	N/A	7031600100

NAME	COURSE	METHOD SUBJECT	SESSION	ROLL NO	ADDRESS	DOB GROUP	BLOOD NUMBER	CONTACT
SURAJIT MONDAL	B.ED.	EDUCATION	2023-2025	F-22	VILL .- GOAPALNAGAR, P.O. - SIDHORI, P.S.- SUTI, DIST.- MURSHIDABAD, PIN- 731222	20.05.1998	O+	7318666583
SOUNIL KUMAR PATRA	B.ED.	PHYSICAL SCIENCE	2023-2025	F-07	ROYBAGAN, P.O.- BUROSHIBTALA, DIST.- HOOGHLY, PIN- 712105	05.05.2000	B+	9330049497
DHARMADAS MURMU	B.ED.	ENGLISH	2023-2025	F-27	VILL- NUTI JHURI, P.O- ATHANGI, P.S- GOPIBALLAVE PUR, DIST- JHARGRAM, PIN-721506	11.09.2001	B+	9832470212
DEBASISH ROY	B.ED.	MATHEMATICS	2023-2025	F-28	2NO KAPAS DANGA NEPAL CHOWDHURY BAGAN, HOOGHLY, PIN-712103	31.01.1999	O+	9123307417
SAYED RAFIEW ANSAR	B.ED.	HISTORY	2023-2025	F-38	MONDAL PARA (NEAR MONDAL PARA MASJID), KATWA, WARD NO-16, P.O. & P.S.- KATWA, DIST.-PURBA BARDHAMAN,W.B. PIN - 713130	15.11.1999	A-	7699605567
AMIJUL HOQUE	B.ED.	BENGALI	2023-2025	F-15	VILL - DORJIPARA, POST.- GOLAPGANJ P.S- KALIACHAK, DIST.- MALDA, PIN NO- 732201	05.08.1999	B+	7076744676
ABU KALAM AJAD	B.ED.	HISTORY	2023-2025	F-49	VILL. BABUPUR, P.O.- BUDHIA, DIST-MALDA, Pin-732128	12.06.1998	A+	7319427204
PRATYUSH MOHANTA	B.ED.	LIFE SCIENCE	2023-2025	F- 03	VILL. - PURATAN HAT, P.O - KALNA, DIST.- PURBA BARDHAMAN, PIN - 713434	30.03.2001	B+	9382018279
SAMIM BISWAS	B.ED.	LIFE SCIENCE	2023-2025	F-18	VILL- PUKHURIA, P.O- TILAKPUR, DIST- NADIA, PIN -741164	12.03.1998	AB+	9083770820
SRIJAN HEMBRAM	B.ED.	HISTORY	2023-2025	F-37	VILL-NEKRADUBA, P.O-DAHIJURI, P.S.-JHARGRAM, DIST-JHARGRAM, PIN - 721504	24.06.2000	B+	9064396676
SK EMDAD HOSSAIN	B.ED.	PHYSICAL SCIENCE	2023-2025	F-05	VILL - CHAKAHAMMED, P.O. - BATANAL, DIST - HOOGHLY, PIN - 712615	21.07.2000	B+	8373064113
SAGARDEB MUKHOPADHYAY	B.ED.	MATHEMATICS	2023-2025	F-30	VILL.- GOPINAGAR, P.O.-KHAMARCHANDI, DIST.- HOOGHLY ,PIN- 712405	01.04.2001	B+	8016951295
RAJA DAW	B.ED.	LIFE SCIENCE	2023-2025	F-54	197, CHAUMATHA EAST PART, P.O. & P.S.- CHINSURAH, DIST.- HOOGHLY, PIN- 712101	16.11.1998	B -	8697495205

NAME	COURSE	METHOD SUBJECT	SESSION	ROLL NO	ADDRESS	DOB GROUP	BLOOD NUMBER	CONTACT
Nihar Ghosh	B.ED.	HISTORY	2023-2025	F-09	VILL - ILAMPUR, P.O. - TINNA, P.S. - PANDUA, DIST - HOOGHLY, WEST BENGAL, PIN - 712149	03.02.1997	O+	7364934344
RIPON MONDAL	B.ED.	EDUCATION	2023-2025	F-23	VILL.- DHANAIPUR, P. O.-MADANPUR, P. S - DAULATABAD, DIST. -MURSHIDABAD, PIN - 742304	08.01.2000	B+	9593933425
PALLAB KUMAR MALIK	B.ED.	LIFE SCIENCE	2023-2025	F-24	VILL.-TAJPUR, P O.- BINOGRAM, DIST.- HOOGHLY, PIN- 712401	21.10.2000	A+	8348134309
BIJAN PAL	B.ED.	LIFE SCIENCE	2023-2025	F-48	VILL .- BINAGRAM, P.O.- BINAGRAM, DIST.- HOOGHLY, PIN- 712401	19.10.2000	B+	8515046101
SUBHANKAR DAS	B.ED.	BENGALI	2023-2025	F-47	VILL.- SHIBRAM PUR, P.O.- PANISHEOLA, DIST.- HOOGHLY, PIN- 712405	12.04.2000	O-	9477971321
SAIKAT KUNDU	B.ED.	ENGLISH	2023-2025	F-42	VILL- MIRZANAGAR, P.O- BOSO, DIST- HOOGHLY, PIN- 712302	17 .04.1998	N/A	9474966546
PRANIT SAHA	B.ED.	BENGALI	2023-2025	F-31	SHYAMSUNDAR PARA , ROYBAGAN, P.O & P.S - KALNA, DIST.- PURBA BARDHAMAN, PIN - 713409	21 .04.1999	B+	8597818026
ARIJIT DEY	B.ED.	PHYSICAL SCIENCE	2023-2025	F-14	VILL .- DWARHATTA, P.O.- DWARHATTA, P.S.- HARIPAL, DIST.- HOOGHLY, PIN- 712403	22.11.1998	A+	8016551030
SUBHENDU MONDAL	B.ED.	EDUCATION	2023-2025	F-46	VILL & P.O. - NABGHARA, P.S.- SANKRAIL, DIST . - HOWRAH, PIN.-711322	20.04.2000	B+	9748465032
PRANAB KUMAR ROY	B.ED.	BENGALI	2023-2025	F-13	VILL - MAJHABARI, P.O - RANGDHAMALI, DIST. - JALPAIGURI, PIN - 735121	02.02.2000	AB+	6297072448
PALLAB HANSDA	B.ED.	BENGALI	2023-2025	F-53	VILL.-SIRSA, P.O.-PANDUA, DIST.-PASCHIM MEDINIPUR, PIN-721201	11.02.1998	A+	8391059381
DEBNATH BHUMIJ	B.ED.	MATHEMATICS	2023-2025	F-19	VILL - TILKURIA, P.O - MOHISGORIA, DIST - PURBA BARDHAMAN, PIN - 712402	07.06.2001	O+	7679889329
ASIT MANDAL	B.ED.	BENGALI	2023-2025	F-10	VILL- POMIA, PO- PALSANDAMORE, PS- NABAGRAM, DIST- MURSHIDABAD, PIN- 742238	05.09.1999	B+	7319531547
SHANKHA SUBHRA MAHATO	B.ED.	BENGALI	2023-2025	F-50	VILL-BINDUDIH, PO- BALAKDIH, DIST- PURULIA, PIN-723128	13.07.1998	N/A	6296515649
JOYJIT SEN	B.ED.	ENGLISH	2023-2025	F-16	205, PARBATI ROY'S LANE, P. O. CHINSURAH DIST. HOOGHLY, PIN: 712101	28.01.1997	B+	8777858255
MONAJIT BARUI	B.ED.	MATHEMATICS	2023-2025	F-25	VILL -BINAY PALLY, P.O-CHINSURAH R.S, DIST- HOOGHLY, PIN-712102	07.03.1996	B+	8777522217
TANMOY BANERJEE	B.ED.	HISTORY	2023-2025	F-02	VILL.- AHMADPUR, P.O.- AHMADPUR, DIST. - BIRBHUM, PIN - 721201	25 .04.2000	A +	6295709838

FINAL SHEET AFTER CAPITALIZING EACH WORD

NAME	COURSE	METHOD SUBJECT	SESSION	ROLL NO	ADDRESS	DOB GROUP	BLOOD NUMBER	CONTACT
PRIYAJIT PATHAK	B.ED.	BENGALI	2023-2025	F-04	VILL. - MANPUR, P.O.- KUNIARA DIST. - BIRBHUM, PIN - 731303	15.08.2000	O+	7602994307
SACHINANDAN MAHATO	B.ED.	EDUCATION	2023-2025	F-43	VILL. -SABANPUR, P.O. - PIPRATARD, DIST.- PURULIA,PIN-723201	21.12.1999	A+	7063421291
AVINANDAN CHATTERJEE	B.ED.	ENGLISH	2023-2025	F-17	PRATAPPUR, CHINSURAH, HOOGHLY, PIN-712101	05.07.1999	N/A	8777259516
SNEHASHIS BISWAS	B.ED.	ENGLISH	2023-2025	F-26	403/55, BHARAT HOUSING, SHYAMNAGAR, NORTH 24 PARGANAS, PS- JAGADDAL, PIN-743127	15.01.1999	B+	8820469027
SHEMUL BISWAS	B.ED.	PHYSICAL SCIENCE	2023-2025	F-41	VILL.-RBINDRANAGAR, P.O.-RABINDRANAGAR, DIST.- HOOGHLY,PIN - 712103	13.11.1999	B+	8017371705\
ATAHAR MASUM MONDAL	B.ED.	ENGLISH	2023-2025	F-52	VILL.- MOHANPUR, P. O.-HASNABAD, DIST.-NORTH 24 PARGANAS, PIN- 743426	06.12.1999	B+	9635059095
SOUROJEET NANDY	B.ED.	MUSIC	2023-2025	F-34	SHALBAGAN 2NO. SARANI, P.O.- NOAPARA, P.S. - BARASAT, NORTH 24 PGS. , PIN- 700125	10.04.1996	O+	6289460064
RABISANKAR BHUNIA	B.ED.	PHYSICAL SCIENCE	2023-2025	F-29	VILL.-DURIA, P.O.-DURIA, DIST.-PASCHIM MEDINIPUR, PIN-721467	28.11.1997	A+	9679101779
SUBHARTHA PANJA	B.ED.	LIFE SCIENCE	2023-2025	F-08	16 /11-B, DAKHIN SANTA ABASAN, HELABATTALA, P.O.- HATIARA, DIST.- NORTH 24 PARGANAS, PIN- 700157	15.11.1999	B+	9674758966
DEBJYOTI DAS	B.ED.	PHYSICAL SCIENCE	2023-2025	F-06	VILL. +P.O.-BANESWARPUR, DIST- HOOGHLY, PIN-712515	29.05.2000	A+	7908691903
SHOUVIK SENGUPTA	B.ED.	MUSIC	2023-2025	F-33	19/3, HRIDAY KRISHNA BANERJEE LANE, HOWRAH-711101	21.02.2000	B+	9836966057
SK NIZAMUDDIN	B.ED.	BENGALI	2023-2025	F-21	VILL-NOWHAT, P.O-UKHRID, P.S-KHANDAGHOSH, DIST-PURBA BARDHAMAN, PIN-713142	22.06.1999	O+	8158059336
PARTHA HOWLADAR	B.ED.	HISTORY	2023-2025	F-32	VILL.- KHANYAN, P.O.- KHANYAN, DIST.- HOOGHLY, PIN- 712147	09.02.2001	B+	9123323127
HRITWIK SHARMA	B.ED.	LIFE SCIENCE	2023-2025	F-51	VILL-BHADISWAR, P.O.-MURARAI, DIST.-BIRBHUM, PIN-731219	25.08.2000	N/A	7031600100
SURAJIT MONDAL	B.ED.	EDUCATION	2023-2025	F-22	VILL.- GOAPALNAGAR, P.O. - SIDHORI, P.S.- SUTI, DIST.- MURSHIDABAD, PIN- 731222	20.05.1998	O+	7318666583

NAME	COURSE	METHOD SUBJECT	SESSION	ROLL NO	ADDRESS	DOB GROUP	BLOOD NUMBER	CONTACT
SOUNIL KUMAR PATRA	B.ED.	PHYSICAL SCIENCE	2023-2025	F-07	ROYBAGAN, P.O.- BUROSHIBTALA, DIST.- HOOGHLY, PIN- 712105	05.05.2000	B+	9330049497
DHARMADAS MURMU	B.ED.	ENGLISH	2023-2025	F-27	VILL- NUTI JHURI, P.O- ATHANGI, P.S- GOPIBALLAVE PUR, DIST- JHARGRAM, PIN-721506	11.09.2001	B+	9832470212
DEBASISH ROY	B.ED.	MATHEMATICS	2023-2025	F-28	2 NO KAPAS DANGA NEPAL CHOWDHURY BAGAN, HOOGHLY, PIN-712103	31.01.1999	O+	9123307417
SAYED RAFIEW ANSAR	B.ED.	HISTORY	2023-2025	F-38	MONDAL PARA (NEAR MONDAL PARA MASJID), KATWA, WARD NO-16, P.O. & P.S.- KATWA, DIST. - PURBA BARDHAMAN,W.B. PIN - 713130	15.11.1999	A-	7699605567
AMIJUL HOQUE	B.ED.	BENGALI	2023-2025	F-15	VILL- DORJIPARA, POST.- GOLAPGANJ, P.S- KALIACHAK, DIST.- MALDA, PIN NO- 732201	05.08.1999	B+	7076744676
ABU KALAM AJAD	B.ED.	HISTORY	2023-2025	F-49	VILL.- BABUPUR, P.O.- BUDHIA, DIST.-MALDA, PIN-732128	12.06.1998	A+	7319427204
PRATYUSH MOHANTA	B.ED.	LIFE SCIENCE	2023-2025	F- 03	VILL. - PURATAN HAT, P.O - KALNA , DIST.- PURBA BARDHAMAN, PIN - 713434	30.03.2001	B+	9382018279
SAMIM BISWAS	B.ED.	LIFE SCIENCE	2023-2025	F-18	VILL- PUKHURIA, P.O- TILAKPUR, DIST- NADIA, PIN -741164	12.03.1998	AB+	9083770820
SRIJAN HEMBRAM	B.ED.	HISTORY	2023-2025	F-37	VILL-NEKRADUBA, P.O-DAHIJURI, P.S-JHARGRAM, DIST-JHARGRAM, PIN - 721504	24.06.2000	B+	9064396676
SK EMDAD HOSSAIN	B.ED.	PHYSICAL SCIENCE	2023-2025	F-05	VILL - CHAKAHAMMED, P.O. - BATANAL, DIST - HOOGHLY, PIN - 712615	21.07.2000	B+	8373064113
SAGARDEB MUKHOPADHYAY	B.ED.	MATHEMATICS	2023-2025	F-30	VILL.- GOPINAGAR, P.O.-KHAMARCHANDI, DIST.- HOOGHLY, PIN- 712405	01.04.2001	B+	8016951295
RAJA DAW	B.ED.	LIFE SCIENCE	2023-2025	F-54	197, CHAUMATHA EAST PART, P.O. & P.S.- CHINSURAH	16.11.1998	B-	8697495205
NIHAR GHOSH	B.ED.	HISTORY	2023-2025	F-09	VILL - ILAMPUR, P.O. - TINNA, P.S. - PANDUA, DIST - HOOGHLY, WEST BENGAL, PIN - 712149	03.02.1997	O+	7364934344
RIPON MONDAL	B.ED.	EDUCATION	2023-2025	F-23	VILL.- DHANAIPUR, P. O. - MADANPUR, P. S - DAULATABAD, DIST. -MURSHIDABAD, PIN - 742304	08.01.2000	B+	9593933425

NAME	COURSE	METHOD SUBJECT	SESSION	ROLL NO	ADDRESS	DOB GROUP	BLOOD NUMBER	CONTACT
PALLAB KUMAR MALIK	B.ED.	LIFE SCIENCE	2023-2025	F-24	VILL.-TAJPUR, P O.- BINOGRAM, DIST.- HOOGHLY, PIN- 712401	21.10.2000	A+	8348134309
BIJAN PAL	B.ED.	LIFE SCIENCE	2023-2025	F-48	VILL.- BINAGRAM, P.O.- BINAGRAM, DIST.- HOOGHLY, PIN- 712401	19.10.2000	B+	8515046101
SUBHANKAR DAS	B.ED.	BENGALI	2023-2025	F-47	VILL.- SHIBRAM PUR, P.O.- PANISHEOLA, DIST.- HOOGHLY, PIN- 712405	12.04.2000	O-	9477971321
SAIKAT KUNDU	B.ED.	ENGLISH	2023-2025	F-42	VILL- MIRZANAGAR, P.O- BOSO, DIST- HOOGHLY, PIN- 712302	17.04.1998	N/A	9474966546
PRANIT SAHA	B.ED.	BENGALI	2023-2025	F-31	SHYAMSUNDAR PARA, ROYBAGAN, P.O & P.S - KALNA, DIST.- PURBA BARDHAMAN, PIN - 713409	21.04.1999	B+	8597818026
ARIJIT DEY	B.ED.	PHYSICAL SCIENCE	2023-2025	F-14	VILL.- DWARHATTA, P.O.- DWARHATTA, P.S.- HARIPAL, DIST.- HOOGHLY, PIN- 712403	22.11.1998	A+	8016551030
SUBHENDU MONDAL	B.ED.	EDUCATION	2023-2025	F-46	VILL & P.O.-NABGHARA, P.S.- SANKRAIL, DIST. - HOWRAH, PIN.-711322	20.04.2000	B+	9748465032
PRANAB KUMAR ROY	B.ED.	BENGALI	2023-2025	F-13	VILL.- MAJHABARI, P.O - RANGDHAMALI, DIST. - JALPAIGURI, PIN - 735121	02.02.2000	AB+	6297072448
PALLAB HANSDA	B.ED.	BENGALI	2023-2025	F-53	VILL.-SIRSA, P.O.-PANDUA, DIST.-PASCHIM MEDINIPUR, PIN-7212011	11.02.1998	A+	839105938
DEBNATH BHUMIJ	B.ED.	MATHEMATICS	2023-2025	F-19	VILL. - TILKURIA, P.O - MOHISGORIA, DIST - PURBA BARDHAMAN, PIN - 712402	07.06.2001	O+	7679889329
JOYJIT SEN	B.ED.	ENGLISH	2023-2025	F-16	205, PARBATI ROY'S LANE, P. O. CHINSURAH, DIST.- HOOGHLY, PIN: 712101	28.01.1997	B+	8777858255
MONAJIT BARUI	B.ED.	MATHEMATICS	2023-2025	F-25	VILL-BINAY PALLY, P.O-CHINSURAH R.S, DIST- HOOGHLY, PIN-712102	07.03.1996	B+	8777522217
TANMOY BANERJEE	B.ED.	HISTORY	2023-2025	F-02	VILL.- AHMADPUR, P.O.- AHMADPUR, DIST. - BIRBHUM, PIN - 721201	25.04.2000	A+	6295709838
ASIT MANDAL	B.ED.	BENGALI	2023-2025	F-10	VILL- POMIA, PO- PALSANDAMORE, PS- NABAGRAM, DIST- MURSHIDABAD, PIN- 742238	05.09.1999	B+	7319531547
SHANKHA SUBHRA MAHATO	B.ED.	BENGALI	2023-2025	F-50	VILL-BINDUDIH, PO- BALAKDIH, DIST- PURULIA, PIN-723128	13.07.1998	N/A	6296515649